গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি

যামানার এমামের পত্রাবলী

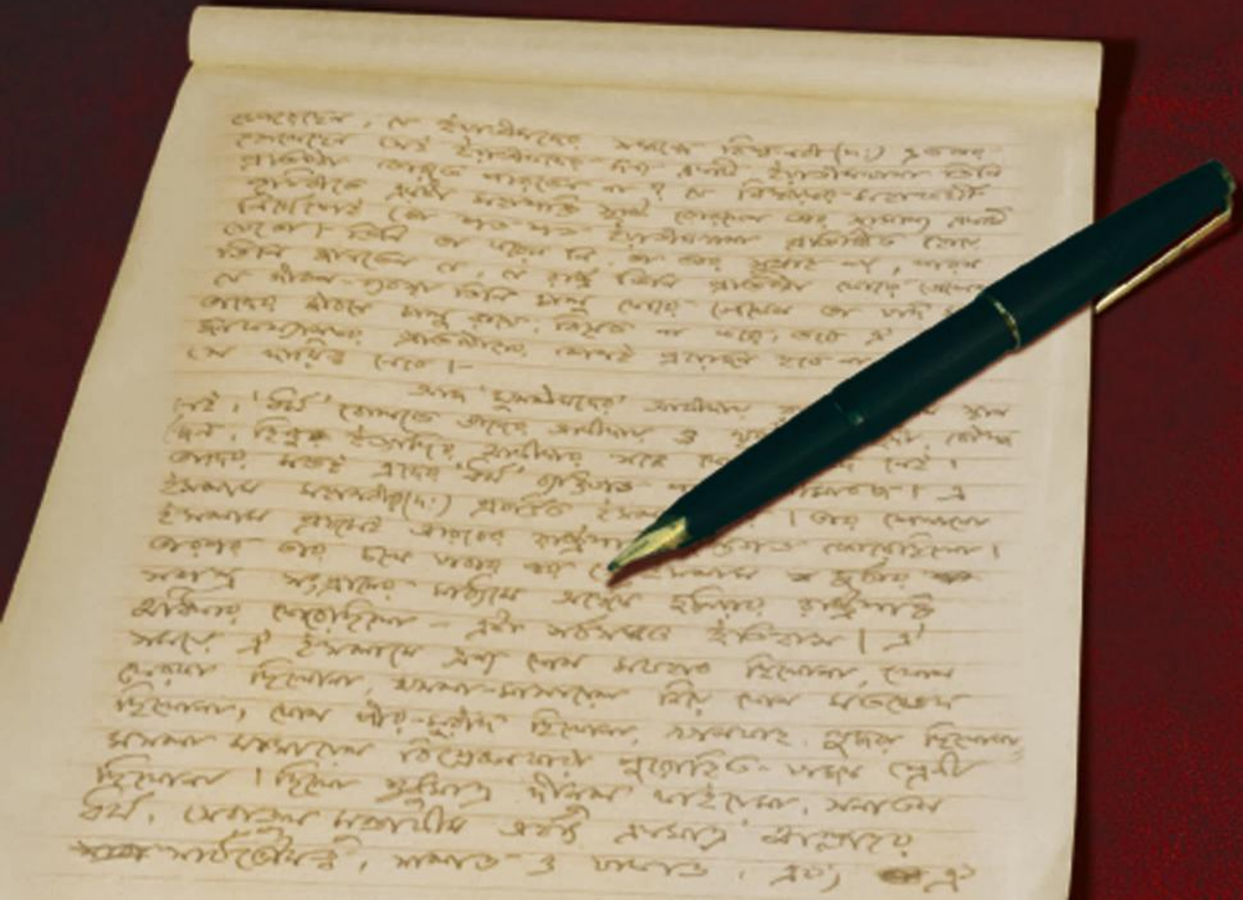

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত

যামানার এমামের পত্রাবলী

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২ পি.কে. রায় রোড, পুস্তকভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩
www.hezbuttawheed.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত

যামানার এমামের পত্রাবলী

সম্পাদনা : মোঃ রিয়াদুল হাসান
প্রচ্ছদ : মোঃ মনিরুল এসলাম চৌধুরী

প্রকাশনা ও পরিবেশনা

তওহীদ প্রকাশন

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)
৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১
www.taweedprocation.org, www.hezbuttawheed.com

প্রকাশকাল: ২২ জুন ২০১২ ঈসায়ী

ISBN: 978-984-33-5339-8

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

মহান আল্লাহর বাণী

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً

And when We intend to destroy a population, We send commandment to its affluent people to do good, then they commit sins therein, and thus the word of punishment becomes applicable to it, and then We annihilate it with complete annihilation.

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস কোরতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম কোরতে আদেশ কোরি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে; অতঃপর ঐ জনপদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হোয়ে যায় এবং আমি সেটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত কোরি (সূরা বনী এসরাঈল ১৬)

সূচিপত্র

১. সমঝোতার আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি চিঠি ৯
২. প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারকের রিমাইন্ডার ২৮
৩. নব-নির্বাচিত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি রিমাইন্ডার ৩০
৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সন্ত্রাস দমনের কাজে সহায়তা করার প্রস্তাবনা ৩২
৫. সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত্তাগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠি ৩৮
৬. মো'জেজা উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতাসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে মাননীয় এমামুয্‌যামানের প্রেরীত নিমন্ত্রণ ৪৩
৭. আপনি জানেন কি? ৪৮
৮. মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৫৭
৯. শেষ কথা ৬১

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা

- ❒ এসলামের প্রকৃত সালাহ্‌
- ❒ জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- ❒ এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- ❒ দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!
- ❒ হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ❒ বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
- ❒ দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'! (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- ❒ আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- ❒ দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- ❒ Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
- ❒ অন্যান্য দল না কোরে হেযবুত তওহীদ কেন কোরব? (আলোচনার ভিসিডি)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী সীমাহীন অন্যায়, অবিচার, কষ্ট, নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্ক, হতাশা এক কথায় অশান্তিতে নিমজ্জিত। এ অসহনীয় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ সর্ব উপায়ে চেষ্টা কোরছে, তারা একের পর এক জীবনব্যবস্থা পরিবর্ত্তন কোরছে, একের পর এক নেতৃত্ব পরিবর্ত্তন কোরছে, নতুন নতুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠন কোরছে, অপরাধ দমনে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কোরছে। কিন্তু কোনভাবেই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় পাওয়া যাচ্ছে না। দিনের পর দিন মানুষের জীবন আরও যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর হোয়ে পড়ছে। এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেই মানুষ নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হোচ্ছে। সত্যিকার অর্থে এ অবস্থা থেকে মুক্তির কোন উপায় আছে কি?

হ্যাঁ, একটি মাত্র পথ আছে। একটি সহজ সরল সত্য আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। একটি সহজ সরল সত্য- এই পৃথিবী প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হোয়েছে, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হোয়েছে মানবজাতি। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকৃতির যিনি স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ মানবজাতির জন্য যে প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন সেই শাশ্বত সার্বজনীন দীন দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কারণ যিনি মানবজাতির স্রষ্টা, একমাত্র তাঁর পক্ষেই নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব যে কিসে মানুষের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নতি ও প্রগতি আসবে। তিনি বোলছেন, "যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সুক্ষ্মতম বিষয়ও জানেন (কোর'আন, সূরা মুল্‌ক ১৪)।" এই কথার কোন জবাব আছে কি? **সুতরাং শান্তির একমাত্র পথই হোচ্ছে, মহান আল্লাহর তৈরী করা সেই নিখুঁত জীবনব্যবস্থা কার্য্যকরী করা।** ১৪০০ বছর আগে এই জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ এসলাম মানবজাতিকে এমন অতুলনীয় শান্তি দিয়েছিলো যে তখন অর্দ্ধেক পৃথিবীর কোথাও পুলিস না থাকা সত্ত্বেও সমাজে বোলতে গেলে কোন অপরাধই ছিলো না। সুন্দরী যুবতী নারী অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ একা পাড়ি দিত, তার মনে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হোত না। মানুষ রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরত না, রাস্তায় ধন-সম্পদ খোয়া গেলেও তা খোঁজ কোরে যথাস্থানে পাওয়া যেত, আদালতে বছরের পর বছর কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। দান গ্রহণ করার মত কোন দরিদ্র লোক খুঁজেও পাওয়া যেত না। এটা ইতিহাস।

সেই অনাবিল শান্তির সমাজ যদি আমরা ফিরে পেতে চাই তবে আল্লাহকে আমাদের একমাত্র হুকুমদাতা (এলাহ) এবং এসলামকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। যে এসলাম রসুলের উপরে আল্লাহ নাযেল কোরেছিলেন সেই এসলাম ১৩০০ বছরে বিকৃত হোতে হোতে এমন পর্য্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন বাহ্যিক কিছু আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বর্ত্তমানের মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যাটি সেই আত্মাহীন মৃত এসলামই অতি যত্ন সহকারে পালন কোরে যাচ্ছে। স্বভাবতই বিকৃত এসলামের পথে শান্তি আসার কথা নয়, আসছেও না।

মানবজাতির জন্য বিরাট সুসংবাদ হোচ্ছে, শান্তির একমাত্র যে পথ অর্থাৎ সেই প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহ শেষ নবীর প্রতি নাযেল কোরেছিলেন, সেই এসলাম মহান আল্লাহ আবার আমাদের এমামকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা গত ১৭ বছর শান্তির এই পথটির দিকেই মানুষকে ডাকার চেষ্টা কোরছি, এবং এই কাজ আমরা কোরছি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে।

মাননীয় এমামুয্যামান এ আন্দোলনের সূচনালগ্নেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহর সুন্নাহকে, আদর্শকে সর্বাত্মকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা কোরবেন। সে মোতাবেক হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কর্মকাণ্ড নেই, সবকিছু দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। আমরা আমাদের কথা মানুষের

কাছে কেবলমাত্র পৌঁছানোর চেষ্টা কোরি, কারও উপরে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেই না। এমামের নির্দেশমতে আমরা কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হই না এবং কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডেও লিপ্ত হই না। এমামের এই হুকুম আমরা কঠোরভাবে মেনে চোলি। এমাম বোলে দিয়েছেন, যারা এই নীতি ভঙ্গ কোরবে তারা হেযবুত তওহীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, **এমনকি তাদেরকে এমাম নিজেই পুলিসে সোপর্দ কোরবেন।**

দেশের সংবিধান আমাদেরকে ধর্মীয় মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার দিয়েছে। তথাপিও হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট মিথ্যাচারে লিপ্ত হয় মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মজীবিরা। বিরোধিতার অন্যতম কারণ মাননীয় এমামুয্যামান কোর'আন থেকে প্রমাণ কোরে দেখিয়েছেন যে, তারা ধর্মের নামে রুজি রোজগার কোরে জীবিকা নির্বাহ করেন অর্থাৎ নামাজ পড়িয়ে, দোয়া কোরে, ওয়াজ কোরে, মুর্দা দাফন কোরে, ফতোয়া দিয়ে, তারাবি পড়িয়ে ইত্যাদি আরও হাজারো উপায়ে অর্থ উপার্জন করেন তা আল্লাহর দৃষ্টিতে আগুন খাওয়া ছাড়া আর কিছু নয় (সুরা বাকারা-১৭৪-১৭৫)। এই মহাসত্য প্রকাশ কোরে দেয়ায় আলেম মোল্লা নামে পরিচিত শ্রেণীটি, ধর্ম যাদের রুজি রোজগারের পুঁজি, তারা আদাজল খেয়ে হেযবুত তওহীদকে কাফের, খ্রীস্টান ইত্যাদি বোলে প্রচার কোরতে আরম্ভ করে।

এর সাথে যোগ হয় এসলাম বিদ্বেষী এক শ্রেণীর গণমাধ্যম। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে এসলামের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থান। তারা কোন যাচাই বাছাই না কোরে একতরফাভাবে ১৭ বছর ধোরে হেযবুত তওহীদকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী, চরমপন্থী, উগ্রপন্থী, নিষিদ্ধ, গোপন সংগঠন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত কোরে যাচ্ছে। উপর্যুপরি অপপ্রচারে এই মিথ্যেগুলিই সাধারণ মানুষ সত্য বোলে বিশ্বাস কোরছে। ফলে যেখানেই আমরা মানুষের কাছে আমাদের কথা বোলতে গেছি, মানুষ আমাদেরকে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছে, মারধোর কোরেছে, নিষ্ঠুর নির্যাতন কোরে পুলিসে ধোরিয়ে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত এই ছোট আন্দোলনটির বিরুদ্ধে নিছক সন্দেহের বশবর্ত্তী হোয়ে সরকারের প্রশাসন বিভাগ ২৮৪টিরও অধিক মামলা দায়ের কোরেছে যার একটি মামলাও আদালতে প্রমাণিত হয় নি। ১৮৬টি তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের তদন্তকারী কর্মকর্ত্তাগণ আদালতে জমা দিয়েছেন যেখানে তারা লিখেছেন, হেযবুত তওহীদ জঙ্গী নয়, নিষিদ্ধ নয়, ধর্মবিরোধী নয়, এসলামবিরোধী নয় এমন কি সামাজিক অপরাধসহ কোনরূপ অনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত নয়। **এই পরিসংখ্যান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, যামানার এমামের একজন অনুসারীও ১৭ বছরে একটিও অপরাধ করে নি, একটিও আইনভঙ্গ করে নি। এমন দাবি বাংলাদেশের কোন দল তো দূরের কথা কোন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও কোরতে পারবে না।**

এক কথায় হেযবুত তওহীদের প্রতি সরকারের আচরণ এতটাই অযৌক্তিক যে কোন রকমেই এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অনর্থক নির্যাতন ও হয়রানী বন্ধ করার জন্য যামানার এমাম সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে হেযবুত তওহীদের সকল কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ কোরে চিঠি প্রেরণ কোরেছেন, চিঠি দিয়ে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। সরকার এতে সাড়া দেন নি, এরপর দুইবার সরকারকে তাঁর প্রস্তাবের কথা স্মরণ কোরিয়ে *(Reminder)* দিয়েছেন কিন্তু তাতেও সরকার কোনরূপ সাড়া দেন নি এবং প্রশাসন বিভাগের সদস্যগণও তাদের ভুল ধারণা থেকে বের হোয়ে আসেন নি। ফলে প্রশাসনিক নির্যাতন নিপীড়নও অব্যাহত থেকেছে। থানা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্ত্তাদের ভুল ধারণা ভাঙ্গাতে এমাম সকল থানা পর্যায়ের কর্মকর্ত্তাদের থেকে শুরু কোরে উর্দ্ধতন সকল কর্মকর্ত্তাকে চিঠি প্রেরণ করেন। পরে তাদের অনেকের সাথে যোগাযোগ কোরে জানার চেষ্টা করা হোয়েছে যে তারা চিঠিগুলো পড়েছেন কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বোলেছেন, ব্যস্ততার কারণে তারা পড়তে পারেন নি। আমরা দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এই অন্যায় সম্পর্কে জানাতে পরিসংখ্যান উল্লেখ কোরে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছি, হ্যান্ডবিল ছেপে প্রচার কোরেছি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফল পাই নি।

বর্ত্তমানে সমাজের প্রতিটি অঙ্গন অন্যায় অপরাধের নর্দমায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হোয়ে আছে। এহেন পরিস্থিতিতে হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য সদস্যা গত ১৭ বছরে একটিও অপরাধ করে নি, একটিও আইনভঙ্গ করে নি- এটি এমন একটি বিস্ময়কর ও অতুলনীয় রেকর্ড যা বর্ত্তমান কলুষিত সময়ে এসে কল্পনাও করা যায় না। অথচ এই সত্যনিষ্ঠ আন্দোলনটির উপর এই সমাজের উল্লেখিত দু'টি শ্রেণীর সন্দেহ, বিদ্বেষ ও ক্রোধের যেন কোন অন্ত নেই। এই ধর্ম-ব্যবসায়ী আলেম-মোল্লা ও এসলাম বিদ্বেষী মিডিয়ার অপপ্রচারে প্রভাবিত ও প্রতারিত হোয়ে প্রশাসন আমাদের উপর কি ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তার আংশিক চিত্র আমরা এই জাতির সামনে তুলে ধোরেছি, আমরা পত্রিকায় প্রচার কোরে, বই ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে সকলকে জানিয়েছি, প্রশাসনের নিকট গিয়ে তাদেরকে বোলেছি, আমাদের এমাম লিখিতভাবে প্রস্তাবনার মাধ্যমে সরকারকে জানিয়েছেন কিন্তু **এই সমাজের সচেতন (?) বাসিন্দারা কেউই নিজেরা প্রকৃত সত্য মেনে নেন নি এবং প্রশাসনের ক্ষমতার এই অপব্যবহারের (যা প্রকৃতপক্ষে একটি *Crime*), এই অন্যায়ের, এই নির্যাতনের কোন প্রতিবাদ তো করেনই নাই বরং একে প্রশ্রয় দিয়েছেন**। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, একটি অন্যায় হাজারো অন্যায়ের সৃষ্টি করে। অন্যায়, অবিচার সমস্ত সমাজকে আজ যেভাবে ঘিরে ধোরেছে হেযবুত তওহীদের উপর এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া তার একটি অন্যতম কারণ বোলে আমরা মনে কোরি।

হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে প্রশাসন যেন কোন অস্পষ্টতায় না থাকে এজন্য এমামুয্যামান নির্দেশ দেন কোন এলাকায় কোনরূপ প্রচার কার্য্যক্রম আরম্ভ করার আগেই থানায় গিয়ে, জেলার দফতরে গিয়ে কর্মকর্ত্তাদেরকে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য। এ মোতাবেক দেশের অধিকাংশ জেলার ডিসি, এসপি মহোদয়গণকে স্বশরীরে গিয়ে পত্র প্রদান করা হোয়েছে এবং তাদের অনুমোদনের পর সে এলাকায় বালাগ করা হোয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, ঐ এলাকার প্রভাবশালী মহল বা অতি-উৎসাহী উশৃঙ্খল শ্রেণী, যারা হেযবুত তওহীদের বিষয়ে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত, তারা যখন আমাদের সদস্যদেরকে আটক কোরে থানায় দিয়েছে, ঐ কর্মকর্ত্তাগণ তখন মৌনতা অবলম্বন কোরেছেন, স্থানবিশেষে নিজেও অন্যায় অভিযোগ উত্থাপন কোরে তাদের হাজতবাসের পথ সুগম কোরেছেন।

জঙ্গীদমনের জন্য সরকার যখন ব্যতিব্যস্ত তখন মাননীয় এমামুয্যামান সরকারের উদ্দেশ্যে এ কাজে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে যান এবং বলেন যে, যে তথাকথিত জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের দমন করার জন্য বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলি সর্বশক্তি নিয়োগ কোরেও হিমশিম খাচ্ছে সেই জঙ্গীদের সহিংসতা থেকে বিরত করার পথ এমামের জানা আছে। যথারীতি এই চিঠির কোন জবাব দেওয়ার মত ন্যূনতম ভদ্রতাও সরকার দেখায় নি। সরকারের সন্ত্রাসদমনের ক্ষেত্রে এই মৌনতা সম্পর্কে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

পত্র-পত্রিকা, টিভি, ইন্টারনেটে হেযবুত তওহীদের আদর্শ ও চেতনাকে বিকৃতভাবে প্রচার করার ফলে সাধারণ মানুষ হেযবুত তওহীদকে আর দশটি এসলামপন্থী দলের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের সামনে 'হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্য এমাম একটি পুস্তিকা লিখলেন। এটিও তিনি প্রশাসনের সর্বস্তরে পৌঁছে দিলেন। এভাবে হেযবুত তওহীদের অধিকাংশ বই বা ডকুমেন্টারি সিডি এমাম চেষ্টা কোরেছেন সর্বসাধারণের কাছে পৌছানোর আগে প্রশাসনিক কর্মকর্ত্তাদের কাছে পৌছানোর জন্য। সর্বস্তরের মানুষকে জানানোর জন্য এমামুয্যামান এদেশের সরকারকে যে পত্রগুলি দিয়েছেন তা একত্রিত কোরে আমরা প্রকাশ কোরলাম। চিঠিগুলি পড়ে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন হেযবুত তওহীদের উপর যা কিছু হোচ্ছে তা শুধুই অন্যায় অবিচার এবং এই সবকিছু এই জন্যই হোচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

-সম্পাদক

১২ জুন ২০১২ ঈসায়ী

মাননীয় এমামুয্যামানের বাণী

মানুষের সার্বভৌমত্বের সাথে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রকৃতিগত পার্থক্য হোল, মানুষের তৈরী প্রতিটি ব্যবস্থাই শুরুতে পূর্বের ব্যবস্থা থেকে ভালো ফল দেয়। কিন্তু ক্রমেই অন্যায়, অপরাধ ও অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে তা একসময় পুরো সমাজকে গ্রাস কোরে ফেলে এবং শান্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ফলে সমাজ থেকে অন্যায় অপরাধের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এভাবে যতই দিন যেতে থাকে অপরাধের পরিমাণ ততই কমতে থাকে। ক্রমান্বয়ে অন্যায় অপরাধ প্রায় নির্মূল হোয়ে যায়, সমাজ হোয়ে যায় পূর্ণ শান্তিময়।

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বাসা নং ৪৬, রোড নং ১, সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা

ফোন : ৮৯২৩৬২৩

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

তারিখঃ ১৮/০৫/২০০৮ ঈসায়ী

বরাবর,

উপদেষ্টা,

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

বাংলাদেশ সচিবালয়,

রমনা, ঢাকা-১০০০।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আরজ এই যে,

মুসলিম বোলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জনসংখ্যার বর্ত্তমান করুণ অবস্থার কারণ চিন্তা কোরে আমি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এই কারণগুলি সম্বন্ধে এখানে আমি কোন আলোচনায় যেতে চাইনা; কারণ এটা আমি লিখছি যাদের উদ্দেশ্য কোরে, অর্থাৎ আপনারা, আপনাদের মুখ্য কর্ত্তব্য হোল আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জাতির নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা করা। ধর্মীয় মতবাদ এ জাতির মধ্যে বহুরকম আছে, বহু মাযহাবে, বহু ফেরকায় এ জাতি বিভক্ত, এক এক চিন্তাবিদ বিভিন্ন সত্য উপলব্ধি কোরেছেন ও তা প্রচার কোরেছেন। কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা অঠিক তা একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ কোরবেন, আমরা নই।

আল্লাহর রহমে একদা সর্বদিক দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির এই অধঃপতনের যে কয়টি কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি তা তাদের জানিয়ে দিয়ে সংশোধিত হোয়ে আবার পৃথিবীতে তার সম্মানিত স্থান ফিরে পাওয়ার আহ্বান করা আমার কর্ত্তব্য বোলে মনে কোরছি। তাই ১৯৯৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যারা আমার সঙ্গে একমত হোয়েছেন তাদের নিয়ে হেযবুত তওহীদ নামে একটি আন্দোলন আরম্ভ করি। আন্দোলনের কর্মীরা জনসংযোগ কোরে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে যে, কি কি ভুল ও বিচ্যুতির কারণে এই জাতি, আল্লাহ স্বয়ং যে জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বর্ণনা কোরেছেন,[১] তা এসলাম ধর্ম (দীন, জীবন-বিধান) সম্বন্ধে ভুল বুঝে চরিত্রে এত অধঃপতিত হোয়েছে যে, আজ পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি দিয়ে এই জনসংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে পরাজিত, লান্‌ছিত, অপমানিত হোচ্ছে। শুধু তাই নয় বসনিয়ায়, প্যালেস্টাইনে তারা অন্য জাতিগুলি দিয়ে হাজারে হাজারে নিহত হোয়েছে, এদের মা-বোন ধর্ষিতা হোয়েছেন তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস কোরে জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোয়েছে এবং হোচ্ছে।

১ কোর'আন, সুরা এমরান ১১০

অল্প কিছুদিন কাজ করার পরই দেখা গেল যে, এই জনসংখ্যার **মাদ্রাসায় শিক্ষিত আলেম, মসজিদের এমাম, মোয়াযযেন, গ্রামের অল্প শিক্ষিত মোল্লা** ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ হেযবুত তওহীদের এই সংস্কার কাজের বিরোধী হোয়ে দাঁড়ালো। তাদের এই বিরোধিতার কারণঃ-

(ক) আমি একটা ঐতিহাসিক সত্য মানুষের সামনে উপস্থাপন কোরেছি; সেটা এই যে, ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলি সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অধিকার করার পর **এরা যাতে আর ভবিষ্যতে কোনদিন তাদের ঐ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে** সেজন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলো। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা, কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা এমন এক বিষয় যে এর মাধ্যমে মানুষকে যা ইচ্ছা তাই করা যায়; চরিত্রবান মানুষও তৈরী করা যায় আবার দুশ্চরিত্র মানুষেও পরিণত করা যায়; কী শিক্ষা দেয়া হোচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে সে কেমন মানুষ হবে। **তাই দখলকারী শক্তিগুলি তাদের অধিকৃত মুসলিম দেশগুলিতে মাদ্রাসা স্থাপন কোরল।** উদ্দেশ্য- পদানত মুসলিম জাতিটাকে **এমন একটা এসলাম শিক্ষা দেয়া যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃত পক্ষেই একটা পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হয়,** তারা কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে। খ্রীস্টানদের মধ্যে *Orientalist* (প্রাচ্যবিদ) বোলে একটা শিক্ষিত শ্রেণী ছিলো ও আছে যারা এসলামসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস ইত্যাদির ওপর গবেষণা করে থাকেন। এদের সাহায্য নিয়ে খ্রীস্টানরা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেবার জন্য **তাদের মন মত *Syllabus*** (কি শিখানো হবে তার তালিকা) ও ***Curricullum*** (কি প্রক্রিয়ায় শেখানো হবে) তৈরী কোরে তা শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। আমাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ কোর'আনে সুরা তওবার ৩৮-৩৯নং আয়াতে দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমাদের ব্রিটিশদের গোলামে পরিণত কোরে দিয়েছিলেন। এই উপমহাদেশের ভাইসরয় *(Viceroy)* বা **বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংকস ১৭৮০ সনে তদানিন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে শেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া দীনুল এসলাম নয়, তাদের প্রাচ্যবিদদের *(Orientalist)* দ্বারা তৈরী করা একটি বিকৃত এসলাম শিক্ষা দিতে আরম্ভ কোরলেন।** খ্রীস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা তৈরী করা এই এসলামে প্রথমে কালেমার অর্থ বিকৃতি করা হোল; লা এলাহা এল্লাল্লাহ-র প্রকৃত অর্থ– 'আল্লাহ ছাড়া আদেশদাতা নেই' কে বদলিয়ে করা হোল– আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই, যেটাকে আরবীতে ভাষান্তর কোরলে হয়– লা মা'বুদ এল্লাল্লাহ। এটা করা হোল এই জন্য যে, আল্লাহকে একমাত্র আদেশদাতা হিসাবে নিলে এ জাতিতো ব্রিটিশদের আদেশ মানবে না, মুসলিম থাকতে হোলে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। আর কালেমার মধ্যে এলাহ শব্দের অর্থ বদলিয়ে যদি উপাস্য বা মা'বুদ শেখানো যায় তবে এ জাতির লোকজন ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর উপাসনা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি নানা উপাসনা কোরতে থাকবে এবং জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ প্রভুদের আদেশ পালন কোরতে থাকবে; তাদের অধিকার ও শাসন দৃঢ় ও স্থায়ী হবে। এই উদ্দেশ্যে ঐ বিকৃত এসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, আত্মার পরিচ্ছন্নতার জন্য নানারকম ঘষামাজা, আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হোল। কারণ **এরা ঐ এবাদত, উপাসনা নিয়ে যত বেশী ব্যস্ত থাকবে ব্রিটিশরা তত নিরাপদ হবে।**

(খ) ব্রিটিশ শাসকরা এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার *(Syllabus)* মধ্যে প্রধানতঃ **বিতর্কিত বিষয়গুলির প্রাধান্য দিলো,** যেগুলো অতি আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো এমামদের এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে, কোর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে। এগুলোকে প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় বোলে *Syllabus* এর অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো এই যে **এই মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা যেন ঐগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তর্কাতর্কি, এমনকি মারামারি কোরতে থাকে, শাসকদের দিকে তাদের দৃষ্টি দেবার সময় না থাকে।**

(গ) খ্রীস্টানদের প্রাচ্যবিদদের তৈরী ঐ এসলামে কোর'আনের **গুরুত্ব একেবারে কমিয়ে দিয়ে সেখানে হাদীসের প্রবল প্রাধান্য দেয়া হলো।** কারণ এই যে কোর'আন চৌদ্দশ' বছর আগে যা ছিলো আজও ঠিক তাই-ই আছে, এর একটা শব্দ নয় একটা অক্ষরও কেউ বদলাতে বা বাদ দিতে পারে নাই, কারণ এর রক্ষা ব্যবস্থা আল্লাহ তার নিজের হাতে রেখেছেন[১], কিন্তু হাদীস তা নয়। বহু হাদীস মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী কোরেছে, খেলাফতের পরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমী ইত্যাদি খেলাফতের নামে আসলে রাজতন্ত্রের রাজারা তাদের যার যার সিংহাসন রক্ষার জন্য অজস্র মিথ্যা হাদীস তৈরী কোরে আল্লাহর রসুলের নামে চালিয়েছে। সুন্নীরা তাদের মতবাদের পক্ষে, শিয়ারা তাদের মতবাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরী কোরে নিয়েছে যার যার মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য। আরও বিভিন্নভাবে হাদীস বিকৃত হোয়েছে। কোর'আনের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে হাদীসের ওপর এত জোর এবং গুরুত্ব দেয়ার **উদ্দেশ্য হলো বিতর্ক, বিভেদ শুধু জিইয়ে রাখা নয় ওটাকে শক্তিশালী করা।**

(ঘ) তারপর তারা যে কাজটি কোরল তা সাংঘাতিক এবং যার ফল সুদূর প্রসারী। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তাদের তৈরী করা বিকৃত এসলামে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু কোরল তাতে **মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ কোরে বেরিয়ে এসে তাদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার কোন শিক্ষা দেয়া হোল না।** অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা ইত্যাদির কোন কিছুই ঐ সব মাদ্রাসার সিলেবাসে *(Syllabus)* রাখা হোল না। খ্রীস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরল যে, তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যেন **ওখান থেকে বেরিয়ে যেয়ে তাদের শেখানো বিকৃত এসলামটাকে বিক্রি কোরে পয়সা উপার্জন করা ছাড়া আর কোন পথে উপার্জন কোরতে না পারে;** কারণ ঐ মানুষগুলির মধ্য থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে যদি কেউ বুঝতে পারে যে তাদের শিক্ষা দেয়া ঐ এসলামটা প্রকৃতপক্ষে নবীর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া সত্য এসলাম নয়, ওটা বিকৃত, তাহোলেও যেন সে বাধ্য হয় ওটাকেই বিক্রি কোরে উপার্জন কোরতে, কারণ তাকে **এমন আর কিছুই শিক্ষা দেয়া হয়নি যে কাজ কোরে সে টাকা পয়সা উপার্জন কোরে খেতে পারে। মুর্খ জনসাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য, ফতওয়া নেবার জন্য স্বভাবতই এদের কাছেই যেতে বাধ্য এবং তারা অবশ্যই ব্রিটিশ-খ্রীস্টানদের তৈরী করা ঐ প্রাণহীন, আত্মাহীন, বিতর্ক-সর্বস্ব এসলামটাই তাদের শিক্ষা দেবে ;** এবং এই ভাবেই ঐ বিকৃত এসলামই সর্বত্র গৃহিত হবে, চালু হবে। খ্রীস্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতে এই নীতিই কার্য্যকরি কোরেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ (১০০%) সফল হোয়েছে। ১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে খ্রীস্টান শাসকরা এর পরিচালনার ভার অর্পণ কোরলো এ দেশীয় একজন মোল্লার হাতে যিনি খ্রীস্টানদের বেঁধে দেওয়া শিক্ষাক্রম *(Curricullum)* অনুযায়ী মুসলমান ছাত্রদেরকে তাদেরই বেঁধে দেওয়া পাঠ্যসূচি *(Syllabus)* অর্থাৎ এসলাম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু এ মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের হাতে রাখলো। তারা অর্ধশতাব্দির অধিক সময় এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান চালু রাখলো। অর্ধশতাব্দীর পর্যবেক্ষণের পর তারা যখন দেখলো যে এ থেকে তাদের আশানুরূপ ফল আসছে না, তখন মুসলিম বোলে পরিচিত এই জাতিটাকে নিজেদের তৈরী বিকৃত এসলামের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য পঙ্গু, অথর্ব কোরে নিজেদের শাসন দীর্ঘদিনের জন্য পাকাপোখ্ত করার এই জঘন্য পরিকল্পনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ খ্রীস্টান শাসকরা **তাদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ *(Principal)* পদটিও নিজেদের হাতে নিয়ে নিলো।** প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হোলেন ডঃ স্প্রিংগার *(Springer)*। **তারপর একাধিক্রমে ২৭ জন খ্রীস্টান ৭৬ বৎসর (১৮৫০-১৯২৭) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে আসীন থেকে এই মুসলিম জাতিকে এসলাম শিক্ষা দিলেন।**

১। কোর'আন- সুরা হেজর ৯

খ্রীস্টানদের গোলাম, দাস হবার আগেই আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলাম বিকৃত হোয়ে গিয়েছিলো তা না হোলে তো আর গোলাম হোতে হোত না, কিন্তু ওটার **যা কিছু প্রাণ অবশিষ্ট ছিলো খ্রীস্টানদের তৈরী এই এসলামে তা শেষ হোয়ে গেলো** এবং এটার শুধু কংকাল ছাড়া আর কিছুই রোইল না। দীর্ঘ ১৪৬ বছর (১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু কোরে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছর মুসলিম নামধারী মোল্লাদেরকে অধ্যক্ষ পদে রেখে এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছর খ্রীস্টান পণ্ডিতরা নিজেরা সরাসরি অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে) এ খ্রীস্টান এসলাম শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হোল যে, তাদের তৈরী করা বিকৃত এসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হোয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হোতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিলো।[১] তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার *Syllabus* ও *Curricullum* শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশীর ভাগ মাদ্রাসায় চালু কোরল।

উপমহাদেশ ভাগ হোয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলীয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে **বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রীস্টানদের তৈরী বিকৃত এসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে;** শুধু ইদানিং এতে কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা হোচ্ছে যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা দীন বিক্রী কোরে খাওয়া ছাড়াও ইচ্ছা হোলে অন্য একটা কিছু কোরে খেতে পরতে পারে। **অর্থাৎ মুসলিম বোলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে** সেজন্য খ্রীস্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তাদের তৈরী যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত এসলামটা ১৪৬ বৎসর ধোরে শিক্ষা দিয়েছিলো সেই বিকৃত, আত্মাহীন এসলামটাকেই **প্রকৃত এসলাম মনে কোরে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্য্যকরি করার চেষ্টায় আছি।**

এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে তুলে ধরায়, প্রকাশ করায় বর্ত্তমানের আলেম শ্রেণী আমার ওপর ক্ষিপ্ত হোয়ে যান। দ্বিতীয় কারণ হোল, আমি কোর'আন থেকে প্রমাণ কোরে দেখিয়ে দিয়েছি যে, আল্লাহ বোলেছেন – আমি যা প্রেরণ কোরেছি (কোর'আন ও তার আয়াত সমূহ) যারা তা থেকে গোপন করে ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে, তারা তাদের পেটে (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছু প্রবেশ করায় না; হাশরের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোন কথা বোলবেন না, কিম্বা তাদের পবিত্রও কোরবেন না, এবং তাদের হবে কঠিন শাস্তি।[২] অথচ তারা আল্লাহর এই সুস্পষ্ট আদেশ গোপন ও অমান্য কোরে আল্লাহর আয়াত বিক্রি কোরে অর্থাৎ নামায পড়িয়ে, জুমা-ঈদ পড়িয়ে, খতম পড়িয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, তারাবি, জানাজা পড়িয়ে ইত্যাদি নানাভাবে আগুন খাচ্ছেন। পেছনে বোলে এসেছি **মাদ্রাসা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই তাই ছিলো**। আমার এই কথায় তারা আরও ক্ষেপে গেলেন কারণ **এ কথায় তাদের রুজী-রোজগারের পথ বন্ধ হোয়ে যায়।**

আরও একটা কারণ হোল– আলেমদের আত্মসম্মানে একটা আঘাত লাগলো, কী? আমরা মাদ্রাসায় এত পড়াশোনা কোরে আলেম হোলাম আর এই লোকটি কোনো মাদ্রাসায় লেখা-পড়া না কোরেই বোলছে যে, আমরা যে এসলাম করি তা প্রকৃত এসলাম নয়?

১। আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Faundation Bangladesh),* মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২। কোর'আন- সুরা বাকারা, আয়াত ১৭৩-১৭৫

ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই **আলেম সমাজ আমার ও আমার এই সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেলেন**। তারা নিজেরা ভীরু, তাই তারা আমাদের সামনে না এসে মসজিদে মসজিদে, মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় এবং জনসভা কোরে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু কোরলেন। এই অপপ্রচারে তারা আল্লাহর ঘর মসজিদে দাঁড়িয়ে যে মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগলেন তা বিশ্বাস করা মুশকিল। তারা মুসুল্লি ও জনসাধারণকে বোললেন– হেযবুত তওহীদ খ্রীস্টান হোয়ে গেছে, তারা ইহুদী ও খ্রীস্টানদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়ে এসলাম ধর্ম ধ্বংস কোরছে, ওদের কোন কথা শুনো না, ওদের কাছেও যেও না, **যেখানে পাও সেখানে ওদের মারো, তাহোলে অনেক নেকী, সওয়াব হাসেল হবে**। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্বন্ধে তারা যে সব কথা প্রচার কোরতে লাগলেন তা এখানে লেখা যাবে না, তা শুনলেও কানে আংগুল দিতে হয়। তাদের এই অবিশ্রান্ত অপপ্রচারের ফলে তারা ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং জনসাধারণকে আমার ও হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হোলেন। আমাদের **কর্মীদের ওপর বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ আরম্ভ হোল**। রাত্রে পথচলার সময়, সত্য এসলামের দাওয়াহ দেবার সময়, সুযোগ পেলেই আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ আসতে লাগলো। কর্মীরা আমার কাছে অভিযোগ কোরতে লাগলো যে, আমরা কি এমনিভাবে মারই খাব কেবল? কিন্তু আমি প্রথম থেকেই স্থির কোরে নিয়েছিলাম যে **রসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরব। মক্কী জীবনে অর্থাৎ যতদিন তিনি মক্কায় ছিলেন ততদিন সর্বপ্রকার নিগ্রহ ও অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি তার অনুসারীদের প্রত্যাঘাত করার অনুমতি দেন নাই**। কাজেই হেযবুত তওহীদের কর্মীদের আমি কঠোর নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলাম যে, যত বাধা আসুক, তোমাদের ওপর যত নিগ্রহ নিপীড়ন আসুক, যত অপমানিতই হও, কেউ উল্টো আঘাত কোরবে না। সব সহ্য কোরবে, কারণ এটাই রসুলের সুন্নাহ, **তোমরা কোন অবস্থাতেই কোন আইন ভঙ্গ কোরবে না**। কর্মীরাও আমার এ আদেশ পুরোপুরিভাবেই পালন কোরেছে এবং কোরছে। কিন্তু এই সব অত্যাচার সহ্য করা এবং কোন প্রত্যাঘাত না করার ফল এই হোল যে আলেম, মোল্লাদের দ্বারা লেলিয়ে দেওয়া লোকজন উৎসাহিত হোয়ে তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে দিলো। আমার কিছু কর্মী বেশ ভালোভাবেই **আহত হোল, অনেকে পঙ্গু হোয়ে গেলো, অনেক কর্মীর বাড়ী-ঘর ভাঙচুর করা হোল, বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোল**। আমি চিন্তিত হোয়ে পড়লাম; এভাবে চোললে হয়ত কেউ প্রাণই হারাবে, কর্মীদের আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখার অনুমতিও দিতে পারি না কারণ তাহলে আইন ভঙ্গ করা হয়; আমার নীতি থেকে আমি বিচ্যুত হোয়ে যাই। এই সময় একদিন একজন কর্মীকে দেখলাম তার কাছে একটি ছোট হাতুড়ি। ভাবলাম ঘরের কোন মেরামতি কাজে হয়ত ওটা নিয়ে যাচ্ছে। তবুও জিজ্ঞাসা কোরলাম ওটা দিয়ে কি কোরছ? সে জবাব দিলো– এমাম! আপনি আমাদের আত্মরক্ষার জন্যও কোন অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ কোরেছেন, কিন্তু আমরা জান বাঁচাবো কেমন কোরে? সে দিন রাত্রে আমি বাড়ি ফিরছিলাম, ওঁৎ পেতে থাকা কয়েকজন লোক আমাকে মারার জন্য ধাওয়া করে, আমি খুব জোরে দৌড়ে প্রাণ বাঁচাই। ওদের মধ্যে দু'জনকে আমি চিনতে পেরেছি, মাদ্রাসার ছাত্র। যদি ওরা আমাকে ধোরতে পারতো তবে হয়ত আমাকে মেরেই ফেলতো। তারপর থেকে রাত-বেরাতে আমাকে বাইরে যেতে হোলে আমি এই হাতুড়িটি সঙ্গে রাখি, আমাকে বাঁচতে হবে তো। আমি আপনার আদেশ অমান্য করি নি; কারণ হাতুড়ি অস্ত্র নয়। সুতরাং এটা বে-আইনী নয়।' তার অনুকরণে তখন থেকে অনেকেই সাথে হাতুড়ি রাখতে শুরু করে।

আমিও চিন্তা কোরে দেখলাম এটাতো আত্মরক্ষার একটা ভালো উপায়; এটা সঙ্গে রাখা বে-আইনি নয়, কিন্তু আক্রান্ত হোলে, বিপদে পোড়লে জান বাঁচানোর চেষ্টা করা যায় এবং যখন দেখলাম আক্রান্ত হোলে আত্মরক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার অধিকারের কথা বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে *(Penal Code)* **আত্মরক্ষা সংক্রান্ত ধারা-৯৬ এবং ধারা-৯৭** নং এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে তখন আমি কর্মীদেরকে এই বোলে সতর্ক

কোরে দিলাম যে, তোমরা জান বাঁচানোর জন্য, আত্মরক্ষার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা কোরতে পারো, তবে কারো প্রাণনাশ হতে পারে এমন কোন কার্য্যক্রম কোরবে না। আমি বোলে দিলাম, পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক তারা কিল চড়, ঘুষি, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত সব সহ্য কোরবে। শুধু যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সে নিশ্চিত হয় যে অপরপক্ষ তাকে প্রাণে মেরে ফেলতে আক্রমণ কোরেছে বা হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ কোরেছে তখন এবং শুধু তখন সে আত্মরক্ষার চেষ্টা কোরবে। আক্রমণকারীকে যথাসাধ্য প্রতিহত কোরে **সুযোগ পেলেই সেখান থেকে পালিয়ে আসবে**। কোন অবস্থায়ই আক্রমণকারীর মাথায় আঘাত কোরবে না। এ অনুমতি আমি দিলাম বাধ্য হোয়ে এবং এই জন্য যে আত্মরক্ষার অধিকার বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রতিটি সংবিধানে দেওয়া আছে এবং এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংবিধানেও দেয়া আছে। তারপরও এই **আন্দোলনের একজন পুরুষ এবং একজন নারী কর্মী** মোল্লাদের দ্বারা প্ররোচিত ও উত্তেজিত লোকজনের আক্রমণে **শহীদ হোয়ে গেছেন**।

আত্মরক্ষার জন্য এই অনুমতি দেবার পরও আমার দুঃশ্চিন্তা ও আশংকা দূর হোল না, কারণ একটি আন্দোলনের মধ্যে কত রকম লোকই তো থাকবে। কখনও কোন রাগী লোক যদি আক্রান্ত হোয়ে ওদের কাউকে এমনভাবে আঘাত করে যে দুর্ভাগ্যক্রমে সে লোক মারা যায় তবে তো একটা বিপদ হবে। মামলা-মোকদ্দমা ছাড়াও সেটা আন্দোলনের জন্যও খারাপ হবে। সুতরাং কয়েক মাস পরেই (আল্লাহর রহমে এই সময়ের মধ্যে হাতুড়ি নিয়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি) আমি ঐ অনুমতি প্রত্যাহার কোরে নিলাম এবং সব কর্মীদের নির্দেশ দিলাম আর যেন কেউ হাতুড়ি সঙ্গে না রাখে। ইতিমধ্যে আমি একদিন টেলিভিশনে দেখলাম, পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে মেয়েরা যাদের একা একা চলাফেরা কোরতে হয় তারা তাদের হাতব্যাগে *Spray* রাখে যাতে একরকম পাউডার ভরা থাকে। ছিনতাইকারী বা ধর্ষণকারী দ্বারা আক্রান্ত হোলে (বিশেষ কোরে ধর্ষণকারী) তারা *Spray* দিয়ে ঐ পাউডার আক্রমণকারীর চোখে ছিটিয়ে দেয়। ঐ পাউডার আক্রমণকারীর চোখে প্রচণ্ড জ্বালা সৃষ্টি কোরে তাকে বেশ খানিকক্ষণের জন্য অচল কোরে দেয় এবং এই সুযোগে ঐ মেয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আমি টিভি'র এই অনুষ্ঠানটি থেকে আইডিয়া *(Idea)* পেয়ে কর্মীদের নির্দেশ দিলাম- সবাই একটি কোরে ছোট কৌটাতে *(Container)* মরিচের গুঁড়া পকেটে রাখবে। পূর্বনির্দেশ মত সব কিছু সহ্য করার পরও যদি প্রাণের ওপর আঘাত আসে তবে পকেট থেকে বের কোরে ঐ মরিচের গুড়া আক্রমণকারীর চোখে ছিটিয়ে দেবে। তাতে সে যখন চোখের জ্বালায় ব্যস্ত হোয়ে পোড়বে তখনই ছুটে ওখান থেকে পালাবে। আমার এই কাজকে এই অপপ্রচার করা হোয়েছে যে, হেযবুত তওহীদের জঙ্গীরা মানুষের চোখে মরিচের গুড়া ছিটিয়ে দিয়ে তাকে হাতুড়ি দিয়ে মারে। **অথচ যখন হাতুড়ি রাখা নিষেধ কোরে দিয়ে তার বিকল্পে ঐ মরিচের গুড়া দিয়ে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন কারো সঙ্গে হাতুড়ি ছিলো না**। তার কিছুদিন পরে আমি ঐ মরিচের গুড়া রাখতেও নিষেধ কোরে দিয়েছি।

এ গেলো একটা দিক, খ্রীস্টান ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা তৈরী করা প্রাণহীন, আত্মাহীন, বিকৃত প্রচলিত এসলামের আলেম, মোল্লাদের দিক, যাদের সম্বন্ধে চৌদ্দশ' বছর আগে আল্লাহর রসুল বোলে গেছেন যে, **আখেরী যামানায় আমার উম্মতের আলেমরা হবে আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট জীব;**[১] দ্বিতীয় দিকটা হোল– যারা মাদ্রাসায় শিক্ষিত হন নি। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শাস্তি হিসাবে ইউরোপিয়ান খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলি দিয়ে এ জাতিকে গোলাম বানিয়ে দেবার পর খ্রীস্টানরা এ জাতির জন্য যে **শিক্ষা ব্যবস্থা কার্য্যকরি কোরল সেটাকে তারা দুই ভাগে ভাগ কোরল**। একটা ভাগ মাদ্রাসার মাধ্যমে তাদের তৈরী বিকৃত এসলাম শিক্ষা দিল যেটা সম্বন্ধে এতক্ষণ বোলে আসলাম। **আরেকটা ভাগ তারা কোরল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কোরে।**

১। হাদীস, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বায়হাকী

দ্বিতীয় ভাগটা তারা কোরল এই জন্য যে, এই বিরাট উপমহাদেশ শাসন কোরতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা তাদের দেশ থেকে আনা প্রায় অসম্ভব; অসামরিক *(Civil)* ও সামরিক *(Military)* প্রশাসন চালু রাখতে এই উপমহাদেশের মানুষই তাদের প্রয়োজন হবে। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ তৈরীর জন্যই তারা স্কুল-কলেজ স্থাপন কোরে তাতে ইংরেজী ভাষা, অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ডের রাজা-রাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, দর্শন অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; **কিন্তু সেখানে আল্লাহ, রাসুল, কোর'আন, হাদীস, দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না**। অন্য ভাগ **মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন পার্থিব কিছুই শেখানোর ব্যবস্থা রাখা হোল না তেমনি এই ভাগে ধর্ম সম্বন্ধে** (ধর্ম বোলতে ওরা যা বুঝে) **কিছুই না শিখিয়ে প্রশাসন চালাতে যা যা দরকার তা শেখানোর ব্যবস্থা করা হোল**।

শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিষ্কার দু'টি ভাগে বিভক্ত হোয়ে গেলো। এক ভাগ শিখলো একটা বিকৃত মরা বিতর্ক-সর্বস্ব ধর্ম যেখানে পার্থিব কিছুই নেই কাজেই **ঐ ধর্ম বিক্রি করা ছাড়া রোজগারের কোন পথ নেই;** অন্য ভাগে মানুষ যা শিখলো তার প্রায় **সবটুকুই পার্থিব রোজগার কোরে চাকরি-বাকরি কোরে জীবন যাপন কোরতে পারে, কিন্তু ধর্ম, আত্মা, মুসলিম হিসাবে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই শিখলো না**। নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে তারা রোইলো অজ্ঞ, নিজেদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের চেয়ে তারা বেশী জানলো ইউরোপের রাজ-রাজড়াদের সম্বন্ধে। এই দুই ব্যবস্থা পরস্পর বিপরীতমুখী। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কোরে যে ধর্মশিক্ষাহীন ব্যবস্থাটা খ্রীস্টানরা চালু কোরল তা থেকে যে শ্রেণীটি বের হোয়ে আসলো, সেটা থেকেই খ্রীস্টান শাসকরা তাদের অসামরিক *(Civil)* ও সামরিক *(Military)* প্রশাসন চালাবার লোক সংগ্রহ কোরল, সরকার ও প্রশাসন চালাতে যা প্রয়োজন সব স্থানেই তাদের নিযুক্ত কোরল এবং তাদের দিয়েই তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও আধিপত্য চালু রাখলো। **এই সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত এবং বিপরীতমুখী দুই শিক্ষা ব্যবস্থায়** শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বিধর্মী ও বিদেশী শাসকদের অতি অনুগত ও বিশ্বস্ত হোয়ে তাদের পক্ষ হোয়ে শাসন কোরতে লাগলো এবং অপর শিক্ষিত শ্রেণীটি খ্রীস্টান প্রভুদের কাছ থেকে যে বিকৃত দীন, ধর্মটাকে শিখেছে সেটা বিক্রি কোরে জীবন-যাপন কোরতে লাগলো। বাকি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা রোইলো অশিক্ষিত, মুর্খ।

এই অবস্থা চোলতে থাকাকালীন বিভিন্ন কারণে ঐ বিদেশী ইউরোপীয়ান শক্তিকে এই উপমহাদেশটাকে দুই ভাগে ভাগ কোরে দিয়ে চোলে যেতে হোল। যে সব কারণে ব্রিটিশকে এ উপমহাদেশটাকে স্বাধীনতা দিয়ে চোলে যেতে হোল সেগুলো অনেক এবং এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে প্রধান কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যা হোক **খ্রীস্টান শাসকরা চোলে যাবার পরও তাদের সৃষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক তেমনই চালু রোইল**। যে *Syllabus* এবং *Curricullam* দিয়ে এ মাদ্রাসা এবং স্কুল-কলেজ চোলত তা প্রায় ঠিক সেই ভাবেই চালু রাখা হোল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বিষয়বস্তুগুলি বিদেশী শাসকরা এমনভাবে সন্নিবেশিত কোরেছিলো যে ওগুলোয় শিক্ষিত হোলে মানুষ যেন তাদের খ্রীস্টান শাসক সম্বন্ধে হীনম্মন্যতায় আপ্লুত হয়। ঐ শিক্ষার মাধ্যমে শাসকরা সর্বদিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাসিতদের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়। শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীস্টান শাসকরা এ জাতির মন-মগজে, আল্লাহ, রসুল দীন সম্বন্ধে শুধু নিরাসক্ততাই নয় একটা বৈরীভাব *(A hostile attitude)* প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। বিপরীতমুখী ঐ দুই ভাগে বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা শাসকদের চোলে যাবার পরও চালু থাকার ফলে আজ আমাদের অবস্থা বর্ত্তমানে এই :-

জাতি আজ প্রধানতঃ **তিন ভাগে বিভক্ত। বৃহত্তম ভাগ** অশিক্ষিত, প্রায় নিরক্ষর, খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকাই তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিজেদের বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞানের অভাবের কারণে বাকি দুই ভাগের শিক্ষিতরা যা বলেন তাই বিশ্বাস করে, যে বেশী জোর গলায় বোলতে পারে তারটা বিশ্বাস করে। **আরেক ভাগ** পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত শিক্ষা বিষয় থেকে বঞ্চিত একমাত্র মূলধন বিকৃত এসলামটাকে বিক্রি কোরে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। **শেষ ভাগটি** হোল ঔপনিবেশিক শাসক প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের শিক্ষিত ধর্মবর্জিত,

জড়বাদী শিক্ষিত শ্রেণী যাদের কাছে **পাশ্চাত্যের সব কিছু শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, একমাত্র সত্য,** পাশ্চাত্যের শেখানো রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর দেওয়া যে ব্যবস্থাটা তাদের আছে সেটার প্রতি তাদের অপরিসীম অবজ্ঞা, কারণ ওটা সম্বন্ধে তাদের অপরিসীম অজ্ঞতা- ওটা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শেখানো হয় নি। শুধু যে শেখানো হয় নি তা নয়, ওটা সম্বন্ধে অবজ্ঞা বিদেশী শাসকরা তাদের মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রবিষ্ট কোরে দিয়েছে। যেহেতু তারা বিদেশীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হোয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত, সেহেতু তারা ঐ সব জ্ঞান বিবর্জিত মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রতি স্বভাবতই একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন। কিন্তু **ঐ অবজ্ঞা সত্ত্বেও ধর্মের ব্যাপারে তারা ঐ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ওপর নির্ভরশীল** কারণ ওটার কিছুমাত্র তারা জানেন না এবং ধর্ম বিষয়ে ঐ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কাছ থেকে শিখেন খ্রীস্টানদের তৈরী করা বিকৃত এসলামটাই, ব্যক্তি জীবনে এরা জন্মগতভাবে আল্লাহ, রসুল, কোর'আন, এসলাম ইত্যাদিতে ভাসা-ভাসাভাবে বিশ্বাসী হোলেও সামষ্টিক জীবনে এরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারি। এরা চান জাতির ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক মানুষ নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা অন্যান্য নিয়ম-কানুন পালন করুক আপত্তি নেই; কিন্তু জাতীয়, সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ এবং কার্য্যকরি করুক। অর্থাৎ **খ্রীস্টান শাসকরা যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তাদের তৈরী করা তাদের পছন্দসই দীন (জীবন-ব্যবস্থা) শিক্ষা দিয়েছিলো, ঠিক সেইটা।**

আমরা হেযবুত তওহীদ আন্দোলন বোলছি যে, মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং **মানুষ দ্বারা তৈরী জীবনব্যবস্থা মানুষকে এমন একটা সমাজ দিতে পারবে না** যে সমাজে অবিচার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কোন রকম অবিচার নেই, অশান্তি, গোলযোগ নেই, অন্যায় নেই, সংঘাত নেই, রক্তপাত নেই, জীবনের, সম্পদের, সম্মানের নিরাপত্তাহীনতা নেই। কারণ তেমন একটা জীবনব্যবস্থা তৈরী কোরতে গেলে যে জ্ঞান প্রয়োজন তা মানুষের নেই, নিজের দেহটাই কিভাবে বেঁচে আছে, কেমন কোরে চোলছে তাই-ই সে আজ পর্যন্ত জানতে পারে নি। তার প্রমাণ পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা। আল্লাহ বোলেছেন– আমি মানুষকে অতি অল্প জ্ঞান দিয়েছি।[১] তেমন একটা জীবনব্যবস্থা তৈরী কোরতে গেলে প্রকৃতপক্ষে যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তার সমান জ্ঞান প্রয়োজন হবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ নিজে যে যুক্তি দিয়েছেন তার কোন জবাব আছে? তিনি প্রশ্ন কোরেছেন– যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তার চেয়ে তোমরা বেশী জানো? তিনি সুক্ষ্মতম বিষয়ও জানেন।[২]

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবন-ব্যবস্থা, দীন মানুষের জীবনে প্রয়োগ ও কার্য্যকরী কোরলে কি ফল হয় তা ইতিহাস। আমরা এইটা গ্রহণ করার জন্য মানুষকে আহ্বান কোরছি। কিন্তু আমাদের কোন মিডিয়া নেই। আমাদের একমাত্র উপায় হোচ্ছে যারা আমাদের সাথে একমত হবেন, আমাদের সাথে যোগ দেবেন তারা পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে ঘুরে ঘুরে মানুষকে এই দাওয়াত পৌঁছাবেন।

বর্ত্তমানে এদেশের মিডিয়া *(Media)* ব্রিটিশ খ্রীস্টানদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে শিক্ষিত শ্রেণীটির হাতে; *Print* ও *Electronic* দু'টোই। যেহেতু এই শ্রেণীটি শুধু যে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থার প্রয়োগ চান না তাই নয় এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব অবজ্ঞা ও শত্রুভাবাপন্ন। **তারা তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সম্বন্ধে অবিশ্রান্ত মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।** তারা গত ১২ বছর ধোরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার কোরে যাচ্ছেন যে, হেযবুত তওহীদ জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী ইত্যাদি, **যদিও আমরা শুধু যে এর একটাও নই তাই নয়, আমরা ওগুলোর বিরোধী।** আমরা যে ঐগুলো অর্থাৎ জঙ্গী ইত্যাদি তা মানুষের, বিশেষ কোরে প্রশাসনের

১। কোর'আন, সুরা বনী এসরাঈল ৮৫

২। কোর'আন, সুরা মুলক, আয়াত ১৪

মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেবার জন্য তারা একেবারে **জঘন্য মিথ্যারও আশ্রয় নিয়েছেন। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য হোচ্ছে প্রশাসনকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা।** গত শতাব্দীতে জার্মানির চ্যান্সেলর এডলফ্ হিটলারের জনসংযোগ ও প্রচারমন্ত্রী ভন গোয়েবলসের নীতি ছিলো এই যে, যদি একটা মিথ্যাকে ক্রমাগত একশ' বার বোলে যাও তবে সেটা মানুষ সত্য বোলে বিশ্বাস কোরবে। এসলাম বিরোধী এদেশের মিডিয়া এই কথাটা নীতি হিসাবে নিয়েছে এবং বর্ত্তমানে তাতে সাফল্য লাভ কোরছে। **হেযবুত তওহীদ সত্যই জঙ্গী কিনা, তারা সন্ত্রাস কোরছে কিনা, আইন ভঙ্গ কোরছে কিনা এসব দেখার প্রয়োজন নেই, হেযবুত তওহীদ মানবজীবনে আল্লাহর দীন, জীবনব্যবস্থা কার্য্যকরী, প্রয়োগ কোরতে চায় এই অপরাধই তাদের কাছে যথেষ্ট।** *Print* এবং *Electronic* মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশাসন এবং জনসাধারণের মাথায় এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যে, হেযবুত তওহীদ জঙ্গী, সন্ত্রাসী, তারা গোপনে অস্ত্রের এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়, বিদেশী সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে তাদের কাছে বিরাট অংকের টাকা এবং অস্ত্র-শস্ত্র আসে ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে হেযবুত তওহীদ কি, আমরা সত্যই জঙ্গী কিনা, সন্ত্রাসী কিনা এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই, **তারা সত্য জানলেও আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েই যাবেন** একটি মাত্র কারণে এবং সেটা হোল এই যে, আমরা সমাজের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থার (দীনুল এসলাম) প্রয়োগ দেখতে চাই কিন্তু তা তাদের কাছে অসহ্য, তারা কিছুতেই তা চান না।

তারা যে সত্য জানতে চান না তার একটি মাত্র প্রমাণ উপস্থাপন কোরছি। গত ১২ বছর থেকে এদেশের মিডিয়া আমার এবং হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে লিখে যাচ্ছে। যা লিখে যাচ্ছে তার শতকরা ৯৫ ভাগ ডাহা মিথ্যা; আমার নাম ও (ইদানিং একটি দৈনিক কাগজে আমার নাম বড় বড় অক্ষরে জুনাইদ খান পন্নী বোলে লেখা হোয়েছে) ঠিকানা এবং পেশা ছাড়া আর কোনও সত্য নেই। যিনি সন্দেহ করেন তিনি মেহেরবানী কোরে আমার সঙ্গে বসুন, আমার কাছে প্রায় সব খবরের কাগজের ক্লিপিং আছে তা থেকে দেখিয়ে দেব আমার কথা সত্য কিনা। এই যে ১২ বছর ধোরে আমার এবং হেযবুত তওহীদের সম্বন্ধে লিখে যাচ্ছেন এবং মিথ্যা লিখে যাচ্ছেন এই সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক, রিপোর্টারদের মনে কি একবারও এ কথা এলো না যে, **যার বিরুদ্ধে এত লেখা লিখছি তার সঙ্গে একবার দেখা কোরে কথা বোলে দেখি– লোকটা কী বলে, কী চায়? এই দীর্ঘ সময়ে তারা হাজার হাজার শব্দ, হাজার হাজার লাইন লিখেছেন আমার ও হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে কিন্তু একবারের জন্যও কোন একটি খবরের কাগজের, রেডিওর, টিভির কোনও প্রতিনিধি, কোন লোক আমার কাছে সত্য জানার জন্য আসেন নি;** এই ১২ বছরে আমি এক মিনিটের জন্য কোথাও লুকাই নি, কোন গা-ঢাকা দেই নি, যেখানেই থেকেছি আমার নাম *(Name-plate)* সমস্তক্ষণ গেটে ঝুলানো আছে। যারা নিজেদের জাতির বিবেক বোলে দাবি করেন তারা কোন বিবেকের পরিচয় দিচ্ছেন? সত্যের প্রতি এই সাংবাদিকদের কী অসীম শ্রদ্ধা!

তবে এইখানে একটা কথা আছে; জাতির যে তৃতীয় ভাগটা অর্থাৎ অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ভাগটা; এটা শিক্ষার অভাবে এই অপপ্রচার বিশ্বাস কোরে নিতে পারে, তারা ধর্মের ব্যাপারে আলেম, মোল্লা সমাজের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আমরা খ্রীস্টান হোয়ে গেছি এ মিথ্যাও বিশ্বাস কোরতে পারে, কিন্তু আমার অবাক লাগে তখন যখন আমি দেখি যে দেশের প্রশাসন, বিশেষ কোরে নিরাপত্তা *(Security)* ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা *(Law and order)* যাদের দায়িত্ব, যেটা শিক্ষিত লোকদের দিয়ে পরিচালিত, **সেটাও ঐ অশিক্ষিত তৃতীয় ভাগের মতই মিডিয়ার ঐ উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাগুলিকে নির্বিচারে বিশ্বাস কোরছে।** অশিক্ষিত ঐ বৃহত্তর ভাগ মিডিয়ার পরিবেশিত খবর সত্য কি অসত্য তা যাচাই করার শক্তি নেই; কিন্তু প্রশাসন, যাদের হাতে পুলিস, র‌্যাব, ডি.বি *(Detective Branch)*, এস.বি *(Sepecial Branch)* ইত্যাদি, এমন কি ডি.জি.এফ.আই. ইত্যাদি গোয়েন্দা *(Intelligence)* সংস্থা রোয়েছে তাদের কাছ থেকে এমন কাজ খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

প্রশাসনের পক্ষে সঠিক, যথাযথ হোত যদি আমাদের সম্বন্ধে মিডিয়ায় পরিবেশিত খবর এবং প্রচারণাগুলি বিশ্বাস, অবিশ্বাস কোনটাই না কোরে আপনাদের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দিয়ে আমাদের ব্যাপারে সঠিকভাবে তদন্ত কোরে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। চিলে তোমার কান নিয়ে গেলো শুনে কানে হাত দিয়ে সত্যিই চিলে কান নিয়ে গেছে কিনা না দেখে চিলের পেছনে দৌড় দেওয়াটা আমাদের দেশে বোকার উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। প্রশাসন যদি কানে হাত দিয়ে দেখতেন যে চিলে সত্যিই কান নিয়ে গেছে অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ সত্যই জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী তাহোলে তৎক্ষণাৎ সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কোরতেন, আমাদের গ্রেফতার করে, বিচার কোরে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন। আর যদি তদন্ত কোরে দেখতেন যে মিডিয়ার ঐ প্রচারণা মিথ্যা তবে প্রশাসনের জন্য যথাযথ হোত সেই মোতাবেক নীতি গ্রহণ করা, আমাদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ না কোরে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া যে, তারা যেন আমাদের অযথা হয়রানি না করে। কিন্তু আপনারা তা করেন নি। ফল এই হোয়েছে যে, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা যখন আল্লাহর তওহীদের আহ্বান নিয়ে পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, দ্বারে-দ্বারে ঘুরে **যে তওহীদের ওপর এসলাম প্রতিষ্ঠিত, যে তওহীদ ছাড়া এসলামই নেই,** সেই তওহীদের ডাক দিতে গেছে তখন অনেক জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিস, র‍্যাব তাদের গ্রেফতার কোরেছে। শুধু গ্রেফতার নয়, **অনেক স্থানে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হোয়েছে, তারপর কোন দোষ না পাওয়ায়, দোষ না থাকায় তাদের "ধর্ত্তব্য অপরাধে জড়িত সন্দেহে" ৫৪ ধারায় বা এই ধরণের অন্যান্য ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে চালান দেয়া হোয়েছে।** অনর্থক দীর্ঘদিন জেল হাজতে থেকে **প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কর্মীরা আদালতের বিচারে খালাস হোয়ে মুক্তি পেয়েছে।** আমার নির্দেশ দেওয়া আছে যে, **কর্মীরা যখন কোন এলাকাতে বালাগ (দাওয়াতের) কাজে যাবে তখন প্রথমে ঐ এলাকার থানায় যেয়ে পুলিস কর্মকর্ত্তাকে অবহিত কোরবে যে, তারা ঐ থানা এলাকায় দাওয়াতের কাজ কোরবে এবং তারপর কাজে যাবে।** হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে আপনাদের কোন নির্দিষ্ট নীতি *(Consistent Policy)* নেই বোলে কর্মীরা এক এক থানায় কর্মকর্ত্তার *(O.C)* কাছ থেকে একেক রকম প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হোয়েছে। কোন কোন কর্মকর্ত্তা কর্মীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরেছেন, বোলেছেন হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়, আপনারা ধর্মীয় কাজ কোরছেন, করুন, কোন অসুবিধা হোলে আমাদের সংবাদ দেবেন; কর্মকর্ত্তা তার ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছেন। কোন কর্মকর্ত্তা কর্মীদের বক্তব্য, দাওয়াত মন নিয়ে শুনেছেন, তাদের চা-নাস্তা খাইয়েছেন; আমাদের কার্য্যক্রমের ও বক্তব্যের প্রশংসা কোরে মৌখিক অনুমতি দিয়েছেন, **অনেক জেলার এস.পি ও অনেক থানার ওসি** কর্মীদের প্রদত্ত অবগতিপত্রটি (সংশ্লিষ্ট থানা এলাকায় দাওয়াতি কাজ করার পূর্বে প্রশাসনকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে লিখিত স্মারক) অফিশিয়ালি রিসিভ কোরে সেখানে দাওয়াতি কাজ করার অনুমতিও দিয়েছেন। আবার কোথাও তারা **দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন** হোয়েছেন, থানার কর্মকর্ত্তা তাদের **অকথ্য ভাষায় গালাগালি** দিয়ে বের কোরে দিয়েছেন, তারা এলাকায় বালাগের (দাওয়াতের) কাজে বের হোলে তাদের গ্রেফতার করা হবে বোলে শাসিয়েছেন। এমন কি এও হোয়েছে যে **কর্মীরা থানায়, এমন কি এস.পি অফিসে যেয়ে তাদের অবহিত কোরতে গেলে তাদের গ্রেফতার কোরে চালান দেয়া হোয়েছে।** দেখা গেছে প্রায় অর্দ্ধেকের মত থানায় কর্মকর্ত্তারা **হেযবুত তওহীদ আন্দোলন নিষিদ্ধ কি নিষিদ্ধ নয় তাও জানেন না।** যে সব থানায় কর্মকর্ত্তারা মিডিয়ার অপপ্রচারের শিকার হোয়ে হেযবুত তওহীদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হোয়ে আছেন তাদেরকে "আমাদের দাওয়াতি কাজ, বই-হ্যান্ডবিল বিতরণ আইন সঙ্গত" মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এই রায় *(Verdict)* দেখাবার পরও তারা তা অবজ্ঞা কোরে তাদের এলাকায় কাজ কোরতে নিষেধ করেন এবং গ্রেফতারের ভয় দেখান, এবং করেনও। এমন ঘটনাও একাধিকবার ঘোটেছে যে, যে এলাকার ওসি **অফিশিয়ালি আমাদের প্রদত্ত অবগতিপত্রটি রিসিভ কোরে** সেখানে দাওয়াতি কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন, সে এলাকায় দাওয়াতি কাজ করতে গেলে যদি সেখানে সাংবাদিক, মিডিয়ার লোক পৌঁছে যায়, তাহোলে তাদের ভয়ে **তিনিই আবার কর্মীদেরকে গ্রেফতার কোরেছেন এবং জেলে পুরেছেন।**

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার **এই বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী আচরণের কারণ হোচ্ছে আমাদের সম্বন্ধে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি *(Consistant Policy)* নেই**। মিডিয়ার অবিশ্রান্ত অপপ্রচারে ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত কর্মচারির *(Officer)* মগজ ধোলাই হোয়ে গেছে তারা আমাদের প্রতি মারমুখি, আমাদের হেনস্থা *(Harassment)* করার কোন সুযোগ তারা ছাড়েন না; আর যাদের কিছুটা বিচার-বুদ্ধি আছে তারা দেখেন যে- কই? হেযবুত তওহীদ তো কোথাও কোন আইন ভঙ্গ করে নাই, তারা আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না। আপনাদের গোয়েন্দা *(Intelligence)* সংস্থাগুলি আমাদের সম্বন্ধে কি তদন্ত কোরেছেন কি করেন নাই তা আমরা জানি না, জানার কথাও নয়, কিন্তু আমরা কি, হেযবুত তওহীদ কি তা আমরা ভালো কোরেই জানি। জানি বোলেই আমরা কোথাও লুকাই না, **আমাদের কোন গোপন কর্মকাণ্ড নেই, আমাদের সবকিছু প্রকাশ্য।**

Print এবং *Electronic* মিডিয়ার অবিশ্রান্ত অপপ্রচারের ফলে আজ এই অবস্থা যে সরকার, প্রশাসন, জনসাধারণ এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কি বিচার বিভাগ *(Judiciary)* পর্যন্ত গভীর ভাবে প্রভাবিত। **বছরের পর বছর উদ্দেশ্যমূলক একতরফা মিথ্যা প্রচারকে তারা সত্য বোলে মেনে নিয়েছেন**। আমরা বহুবার তাদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ কোরে তা তাদের কাগজে ছাপাবার অনুরোধ কোরেছি। **জাতির বিবেকের দাবীদার এই মিডিয়া একটি বারের জন্যও তাদের কাগজে আমাদের প্রতিবাদ ও বক্তব্য ছাপেন নি**। জাতির বিবেক হবার দাবীদারদের সত্যের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা! সংবাদ সম্মেলন *(Press Conference)* কোরেও সে প্রচেষ্টা বাদ দিলাম কারণ আমাদের বক্তব্যকে মিডিয়া কেটে ছেটে বিকৃত কোরে তাদের কাগজে ছাপালেন। সমাজ জীবনে যারা আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা চায় না আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচারের প্রতিবাদ বা জবাব দেবার কোন পথ নেই। একটা সংবাদপত্র প্রকাশ কোরে আমাদের বক্তব্য দেশের মানুষকে জানাবো সে উপায়ও নেই কারণ সেটা করার মত টাকা আমাদের নেই। **আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল বিচারালয়, যদিও বিচারকরাও সংবাদপত্র পড়েন, টিভি দেখেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে প্রভাবিত হন**। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে কিন্তু তা উল্লেখ কোরছিনা কারণ তাতে আদালত অবমাননার ভয় আছে। পূর্ববর্ত্তী নির্বাচিত সরকারগুলি মিডিয়াকে ভয় কোরত, স্বভাবতই কারণ মিডিয়া জনমত গঠন করে এবং সরকারের ভোটের প্রয়োজন আছে। আমার আশা ছিলো যে **বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার মিডিয়াকে তোয়াক্কা না কোরে যেটা সত্য, সঠিক সেটাই কোরবে কারণ এ সরকারের ভোটের প্রয়োজন নেই**। কিন্তু দেখছি মিডিয়াকে, সংবাদপত্র ও টিভিকে খুশী রাখার প্রচেষ্টায় এ সরকার পূববর্ত্তি নির্বাচিত সরকারগুলির চেয়ে কম নয় এবং সিদ্ধান্তগুলিও নির্বাচিত সরকারগুলির চেয়ে মিডিয়ার দ্বারা কম প্রভাবিত নয়।

অতি, অতি সংক্ষেপে হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে এই হলো সম্পূর্ণ তথ্য।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি:

বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই যে, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা মানুষের দ্বারে দ্বারে যেয়ে তাদের আল্লাহর তওহীদের দাওয়াহ দিচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে যারা আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থার বিরোধী তারা, আমরা খ্রীস্টান হোয়ে গেছি মোল্লা শ্রেণীর এই মিথ্যা প্রচারকে যারা বিশ্বাস কোরেছে তারা এবং হেযবুত তওহীদ জঙ্গী মিডিয়ার এই অপপ্রচারকে যারা বিশ্বাস কোরে নিয়েছে তারা কর্মীদের আক্রমণ কোরে মারধোর কোরে পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিস কোন কথা না শুনে তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার কোরে কোর্টে চালান দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে চালান দেবার আগে **অপরাধের কোন কারণ ছাড়াই কর্মীদের অমানুষিক নির্যাতন কোরছে, ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে**। চালান দেবার পরও রিমান্ডের নামে আবার থানায় এনে বার বার

নির্যাতন কোরছে, এমনকি জে.আই.সি-তে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হোয়েছে। আদালতে যেয়েও এই নিরপরাধ **কর্মীরা মিডিয়া প্রভাবিত বিচারকদের সম্মুখীন হোচ্ছেন। কিন্তু প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও কোন অপরাধ না পেয়ে তাদের খালাস দিতে বাধ্য হোচ্ছেন। গত বেশ কয়েক বছর ধোরে এ যেন একটা রুটিনে *(Routine)* পরিণত হোয়েছে।** মোল্লা ও মিডিয়ার অপপ্রচারে প্রভাবিত সাধারণ মানুষ হেযবুত তওহীদের কর্মীদের দাওয়াতের কাজের সময় ধোরে অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা তাদের মারধোর কোরে পুলিস বা র‍্যাবের হাতে ধোরিয়ে দিচ্ছে; পুলিস তাদের ওপর আরেক দফা শারীরিক নির্যাতন কোরে আর কিছু না পেয়ে ৫৪ ধারায় আদালতে প্রেরণ কোরছে এবং কর্মীরা যাতে জামিন না পায় সেজন্য নানাবিধ চেষ্টা কোরে তাদের যতদিন সম্ভব কারাগারে আটকে রাখছে। কর্মীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হোচ্ছে, বহু কর্মী তাদের চাকরি হারিয়েছেন, শিশুসহ তাদের পরিবার অর্ধাহারে, অনাহারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন। **কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে তারা খালাস পেয়েছেন।**

এই প্রক্রিয়ায় গত **১২/১৩ বছরে একটিবার মাত্রও আইন ভঙ্গ না কোরলেও** হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে **৯০টি মামলা দায়ের করা হোয়েছে; তার মধ্যে ৬৬টি বেকসুর খালাস, ২৪টি বিচারাধীন আছে।** দায়েরকৃত মামলাগুলির মধ্যে ৭৫টি মামলাতেই গ্রেফতার করা হোয়েছে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগে নয়, 'ধর্তব্য অপরাধে জড়িত সন্দেহে', যার মধ্যে ৬০টি ইতমধ্যেই খালাস হোয়ে গেছে। **মোট ৯০টি মামলার মধ্যে মাত্র ২টি মামলায় হেযবুত তওহীদের কর্মীদের শাস্তি প্রদান করা হোয়েছে।** এবং এই দুইটিতেও শাস্তি হোয়েছে বে-আইনি অস্ত্র রাখার জন্য নয়, বোমা মারার জন্য নয়, সরকারের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার জন্য নয়, হোয়েছে জরুরী আইন ভঙ্গ কোরে ঘরের মধ্যে সমাবেশ করার অপরাধে। শাস্তির এ কারণটাও সঠিক নয়, কেননা নিজেদের ঘরে ৩ জন লোকের অবস্থান সমাবেশের সংজ্ঞায় পড়ে না। এটাও হোয়েছে মিডিয়ার অবিশ্রান্ত অপপ্রচারের ফলে। আমরা উক্ত রায় দু'টির বিরুদ্ধে আপীল কোরেছি, যার একটিতে জজকোর্ট থেকে রায় ঘোষিত হয়েছে যাতে আমার কর্মীদের বিরুদ্ধে জরুরী বিধিমালা ২০০৭ এর ৮ ধারা বহাল রেখে ৩ (১) ধারা থেকে একজন এবং একই মামলায় ৩ (১) ধারা বহাল রেখে ৮ ধারা থেকে ৩ জন অব্যহতি লাভ করেছে, অর্থাৎ তারা মামলা থেকে অর্ধেক খালাস পেয়েছেন। বাকী অর্ধেকের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল গৃহীত হোয়েছে এবং ১৬/০৩/২০০৮ ইং তারিখে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে জামিনে মুক্তিলাভ কোরেছে। বাকী সাজা থেকে তারা খুব শীঘ্রই খালাস পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। এই সম্পর্কে যদি মামলাগুলির নং, তারিখ, প্রকৃতি, ফলাফল অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ *(Breakdown)* জানতে চান তাহোলে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তা সরবরাহ *(Supply)* কোরতে প্রস্তুত আছি।

তাহোলে– কি দাঁড়ালো? ১২/১৩ বছরে ৯০টি মামলা কোরে আপনারা কি ফল লাভ কোরলেন? আপনারা চেষ্টা কম করেন নি, ৫৪ ধারা ছাড়া আর কোন অপরাধ না থাকায় একটিবারও কোন আইন ভঙ্গ না করায় কিন্তু মিডিয়া দ্বারা অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রচারে আপ্লুত থাকায় **যেমন কোরেই হোক হেযবুত তওহীদের এ কর্মীদের শাস্তি দিতেই হবে** এই জিদে পুলিস ছয়টি মামলায় মিথ্যা অভিযোগ যুক্ত কোরে দিয়েছে; তিনটি হত্যা যার মধ্যে একটি আবার ধর্ষণ ও হত্যা, দুইটি ছিনতাই ও অপরটি আর কিছু না- চুরি!! আর কদ্দুর যাওয়া যায়? **ঐ হত্যা ও চুরির মামলায় হেযবুত তওহীদের কর্মীরা বিচারে বেকসুর খালাস হোয়ে গেছেন।** এখানেই শেষ নয়, পুলিস হেযবুত তওহীদকে বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত কোরে শাস্তি দেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা কোরেছে। এমনকি ১৭ আগস্টের আলোড়ন সৃষ্টিকারী জে.এম.বি'র সিরিজ বোমা হামলার মামলায় আমাদের এক কর্মীকে আসামী করা হয়। সেই মামলাতে দীর্ঘ দুই বছর ধোরে রিমান্ডের নামে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও কারাভোগের পর সেই কর্মী নির্দোষ প্রমাণিত হোয়ে বেকসুর খালাস পায়। **১২/১৩ বছরে এই ৯০টি মামলায় সরকারের কত শ্রম, কত সময় এবং কত টাকা খরচ হোয়েছে আমি জানি না।**

অবশ্যই নেহায়েৎ কম হবে না। শেষ ফল *(Net result)* কী হোয়েছে? আপনাদের এই শ্রম, সময় ও টাকা সম্পূর্ণ অপচয় *(Waste)* হোয়েছে। আর এই অপচয়ের একমাত্র কারণ হোচ্ছে– ধর্ম বিক্রি কোরে হারাম খেয়ে [আল্লাহর ভাষায় (জাহান্নামের) আগুন দিয়ে পেট ভর্ত্তি করে][১] আলেম, মোল্লা শ্রেণীর এবং মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারে প্ররোচিত হোয়ে আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী, নিরপরাধ হেযবুত তওহীদের ওপর অন্যায় করা, তাদের নির্যাতন করা। এটা চোলছে গত ১২ বছর ধোরে।

ক্রমাগত নির্যাতিত হওয়ার পর আমার কোন কর্মী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা কোরতে গেলে মামলা গ্রহণ করা হয় নি। সেক্ষেত্রে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। কোর্ট থানাকে তদন্তের দায়িত্ব দিলে থানা যেনতেন প্রকারের তদন্ত করেন। কোথাও কোথাও এমন কোন ঘটনা ঘোটেছে বোলে থানা অস্বীকার কোরেছেন। আবার কোথাও কোথাও আমার কর্মীরা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হোয়েছে। এমন কি এও হোয়েছে যে থানা থেকে তাদেরকে উল্টো গ্রেফতার করার হুমকি দিয়ে বের কোরে দিয়েছে।

এই অবস্থার একটা সুরাহা হওয়া দরকার, না হোলে এই অন্যায় জুলুম অবস্থা চোলতেই থাকবে। আমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তার দিকে ফিরে আসতে ডাকতেই থাকব, কারণ এটা আমাদের ধর্মীয়, সাংবিধানিক, আইনসঙ্গত, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার, আর আপনারা মিডিয়া ও মোল্লাদের মিথ্যা প্ররোচনায় প্রভাবিত হোয়ে আমাদের গ্রেফতার কোরতেই থাকবেন, হয়রানি, নির্যাতন *(Torture)* কোরতেই থাকবেন এবং কোন অপরাধ না পেয়ে ৫৪ ধারায় আদালতে চালান দিতেই থাকবেন, গত ১২ (বার) বছর ধোরে যেমন দিচ্ছেন, নিরপরাধ কর্মীরা বহুদিন জেলে পঁচে, আদালতের বিচারে খালাস পেয়ে বের হোয়ে আসতেই থাকবেন, আর আপনাদের শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় হোতেই থাকবে। **এই অন্যায় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে আমি আপনাদের কাছে দু'টি প্রস্তাবনা পেশ কোরতে চাই। আশা কোরছি এ দু'টি প্রস্তাবনার মধ্যে যে কোন একটি আপনারা গ্রহণ কোরবেন।** আমার প্রথম প্রস্তাবনা হলো :-

আসুন, আমরা একটি সমঝোতায় *[Memorandum of Understanding (MoU)]* উপনীত হই :-

১। আমি হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ কোরব যে, হেযবুত তওহীদ কোন আইন ভঙ্গ কোরবে না। এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন কারণ এটা আমাদের মৌলিক *(Basic)* নীতির অন্যতম। তার প্রমাণ গত ১২ বছরের মধ্যে আপনারা ৯০টি মামলা দায়ের কোরেও হেযবুত তওহীদের কোন কর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলাতেও কোন প্রকার আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ প্রমাণ কোরতে পারেন নি।

২। আমি আরও দায়িত্ব গ্রহণ কোরব যে, হেযবুত তওহীদ শুধুমাত্র দীনের (অর্থাৎ ধর্মীয় কাজকর্মে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায়, তার সঠিক দীনে ফিরে আসার দাওয়াতের) কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না, কোন মিছিল বিক্ষোভ কোরবেনা বা তাতে যোগ দেবে না, প্রচলিত কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না যেমন ইতিপূর্বে কোথাও নেয় নি; তবুও আবার এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

৩। আমি দায়িত্ব গ্রহণ কোরব যে, হেযবুত তওহীদ কোন বে-আইনি অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, কোথাও কোন বোমা ফাটাবে না, শুধু আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া কাউকে আঘাত কোরবেনা এবং আইন-শৃঙ্খলার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ হেযবুত তওহীদ অতীতেও যেমন করে নাই, তেমনি ভবিষ্যতেও কোরবে না।

১। কোর'আন- সুরা বাকারা, আয়াত ১৭৩-১৭৫

৪। আমি দায়িত্ব গ্রহণ কোরবো যে, হেযবুত তওহীদ অতীতেও যেমন অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর ধর্মের উপর আঘাত হানে নাই, তেমনি ভবিষ্যতেও হানবে না।

৫। আমি দায়িত্ব গ্রহণ কোরবো যে, হেযবুত তওহীদ শুধুমাত্র দীনের অর্থাৎ ধর্মীয় কাজকর্মে, মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় তার সঠিক দীনে ফিরে আসার দাওয়াতের কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমরা মানুষকে কী বোলব তা আপনাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখনও বোলছি এবং এরপরও বোলব যে- সভ্যতায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে সম্ভবতঃ **মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ চূড়ায় *(Pinnacle)* অবস্থিত হোলেও মানবজাতির মধ্যে নিরাপত্তা, সুবিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।** বরং অন্যায়, অবিচারে, অশান্তিতে, সশস্ত্র সংঘাতে, রক্তপাতে ভরপুর হোয়ে আছে। শুধু তাই নয়, তা ক্রমাগত বাড়ছে। এর কারণ, যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তার দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে মানুষ তার নিজের তৈরী করা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরেছে। আমরা মানুষকে ডাকছি এবং ডাকবো আবার আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসার জন্য, আবার নবী-রাসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত তার দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। আমাদের কাজ এই পর্যন্তই। **আমাদের ডাক মানুষ যদি গ্রহণ না করে তবে আমাদের কিছুই করার নাই।** এই বিশাল জনসাধারণকে বাধ্য করার কোন উপায় নাই। এবং আমরা বাধ্য করার নিষ্ফল চেষ্টাও কোরব না। কিন্তু এই ডাক দেবার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে; এটা মানবাধিকার ও দেশের সাংবিধানিক অধিকার। সমাজতন্ত্রীরা *(Socialist)* মানুষকে সমাজতন্ত্র গ্রহণ কোরতে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে; সাম্যবাদীরা *(Communist)* মানুষকে সাম্যবাদ গ্রহণ করার জন্য প্রচার, আন্দোলন কোরছে, এমনকি বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অপসারণ *(Remove)* দাবী কোরে তদস্থলে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সরকার গঠন কোরতে চাচ্ছে। তাতে আপনারা বাধা দেন না। ওগুলোও জীবন-ব্যবস্থা; কিন্তু আমরা তাও কোরছি না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থার দিকে আহ্বান কোরছি। এবং এ আহ্বানও আমারা একাই কোরছি না, আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এসলামী দলও কোরছে যাদের এ গণতান্ত্রিক অধিকার আপনারা মেনে নিয়েছেন। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের এবং ঐ সমস্ত এসলামী দলগুলোর যে অধিকার আপনারা মেনে নিয়েছেন আমাদের দাবী তার চেয়ে বেশী নয়।

৬। এর পরও যদি হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে কোন কারণে আপনাদের বিন্দুমাত্র কোন আশঙ্কা থেকে থাকে, তবে এক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কর্মকাণ্ড আমরা পরিচালিত কোরবো না।

পক্ষান্তরেঃ

১। বহুদিন ধোরে মিডিয়ার অবিশ্রান্ত অপপ্রচারের ফলে **হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে যে বিরূপ ও বৈরী ধারণা সৃষ্টি হোয়েছে তা থেকে আপনারা মুক্ত হবেন।**

২। আমাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার কোরবেন।

৩। আপনারা দায়িত্ব নেবেন যে, এখন থেকে হেযবুত তওহীদের ওপর অন্যায়, হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন বন্ধ হবে।

৪। আপনাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেবেন যে, হেযবুত তওহীদের কর্মীদের দাওয়াতের কাজে তারা যেন বাধা সৃষ্টি না করে। আলেম, মোল্লা ও মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের ফলে জনসাধারণ পর্যন্ত মগজ ধোলাই হোয়ে গেছে। সাধারণের মধ্যে যারা কিছুটা ধার্মিক প্রকৃতির তারা মোল্লাদের প্রচারে বিশ্বাস কোরে ভাবে হেযবুত তওহীদ খ্রীস্টান হোয়েছে, ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে টাকা পেয়ে তারা এসলাম বিদ্বেষী হোয়েছে; আর মিডিয়ার অপপ্রচারে জনগণের যে অংশ বিভ্রান্ত হোয়েছে তারা ভাবে হেযবুত

তওহীদ জঙ্গী। দাওয়াতি কাজে বের হোলে হয় এই অংশ নয় ঐ অংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দু'টো একত্রে কর্মীদের পুলিস না হয় র‍্যাব *(RAB)* ডেকে তাদের ধোরিয়ে দেয়। ন্যায়-অন্যায় বিচার না কোরে র‍্যাব, পুলিসও তাদের কথামত কর্মীদের গ্রেফতার কোরে শুধু হাজতে ভরে দেয় না, তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করে। আপনারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেবেন যে, দাওয়াত দেওয়াকালীন অবস্থায় তারা হেযবুত তওহীদের কর্মীদের নিরাপত্তা দেবে এবং যারা কর্মীদের বাধা দেয় তাদের বোলবে যে, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা তাদের আইন সঙ্গত, সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে থেকেই দাওয়াতি কাজ কোরছে। তাদের বাধা দেয়া আইন ভঙ্গ করার অপরাধ।

৫। বহুক্ষেত্রে যেমন হোয়েছে তেমন ভাবে আপনাদের কাছে সমর্পণ করার আগেই যদি লোকজন হেযবুত তওহীদের কর্মীদের ওপর কোন মারধর বা নির্যাতন করে তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা আইন নিজ হাতে তুলে নেবার অপরাধে তাদের গ্রেফতার কোরে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কোরবেন।

৬। যে সকল মিডিয়া বা মিডিয়াকর্মী আমাদের বিরুদ্ধে জনগণ ও প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা, বানোয়াট, আজগুবি তথ্য ও শব্দ ব্যবহার কোরে অপপ্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কোরবেন।

৭। পুলিস এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার আমাদের সঙ্গে ব্যবহার হবে তেমনই, যেমন হওয়া উচিৎ আইনানুগ লোকজনের *(Law abiding citizen)* সাথে। **কারণ আমরা কখনও, একবারের জন্যও আইন ভঙ্গ করি নাই,** তা পেছনে প্রমাণ কোরে এসেছি।

৮। হেযবুত তওহীদ কখনো কোন ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান বা সভা, সেমিনার কোরতে চাইলে আপনারা যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা কোরবেন।

৯। আমাদের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারক *(MoU)* হোয়ে যাবার পর ভবিষ্যতে হেযবুত তওহীদের কোন কর্মী কখনও কোন অপরাধ কোরে ফেলতে পারে, এটা অসম্ভব নয়। কারণ বহু ধরণের লোকের সমষ্টি নিয়েই একটি আন্দোলন বলেন, সংগঠন বলেন গঠিত হয়। **সরকারের বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংস্থাগুলির লোকজন দ্বারাও অতীতে অনেক অপরাধ সংঘঠিত হোয়েছে, আইন ভঙ্গ হোয়েছে।** সেরূপ ঘটনায় যেমন সমগ্র পুলিস বা র‍্যাব বা অন্য কোন সংস্থা দায়ী হয় নি, অনুরূপভাবে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনকে দায়ী করা যাবে না, এবং সে রকম কোন ঘটনা সংঘটিত হোলে সেই অপরাধীকে ধরার জন্য এবং **যথাযথ শাস্তির জন্য আমি সর্বতোভাবে আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য কোরব।** কারণ সে আইন ভঙ্গ কোরে হেযবুত তওহীদের শুধু নীতি ভঙ্গ কোরবে তাই নয়, আন্দোলনের বড় রকমের ক্ষতি কোরবে।

১০। হেযবুত তওহীদের বয়স ১৩ বছর। গত ১৩ বছরে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যত সংস্থা আছে তার প্রত্যেকটিতে ওগুলোর কোনও না কোন সদস্যদের দিয়ে আইন ভঙ্গ করা হোয়েছে, অপরাধ সংঘটিত হোয়েছে। আমার ভুল হোলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি; কিন্তু পুলিস, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি, বি.ডি.আর, আনসার এমনকি প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কোনটাই দাবী কোরতে পারবেন না যে, তাদের কাউকে দিয়ে গত ১৩ বছরে কোন অপরাধ সংঘটিত হয় নাই, কোন আইন ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু **হেযবুত তওহীদের ১৩ বছর আয়ুষ্কালে তাদের কোন কর্মী দিয়ে, কোন সদস্য, সদস্যা দিয়ে একবারের জন্যও কোন অপরাধ সংঘটিত হয় নাই, একবারও আইন ভঙ্গ করা হয় নাই।**

১১। যদি আপনারা আমার এই প্রস্তাবনায় সম্মত হন, তবে আমি আপনাদের পরামর্শ *(Suggestion)* দেব যে, আমরা আমাদের পক্ষের শর্ত্ত পালন কোরছি কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের উপর আপনাদের নজরদারী *(Surveillance)* বর্ত্তমানে যা আছে তা থেকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়িয়ে দিন। হেযবুত

তওহীদের কোন অফিস *(Office)* নেই, এর যা কিছু কর্মকাণ্ড তা প্রায় সবই, এবং পরিচালনা আমার বাসা থেকেই হয়। আপনারা আপনাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি *(Intelligence)* থেকে এক বা একাধিক লোক আমার বাসায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কোরতে পারেন। তারা আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ কোরবে। আমরা গরীবানাভাবে যা খাই তারা তাই খাবে। তবে আমি তাদের বেতন দিতে পারব না, ওটা আপনারা দেবেন।

চুক্তির *(MoU)* শর্তগুলির মধ্যে কোন সংশোধন রদবদল, বাদ ও যোগ কোরতে চাইলেও তা আমাকে জানালে বাধিত হব।

আর যদি আপনারা আমার উপরোক্ত প্রথম প্রস্তাবনা অর্থাৎ সমঝোতা স্মারকে *(MoU)* আসতে না চান, তবে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হোচ্ছে :-

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ দু'টি মামলায় হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে দু'টি রায় দিয়েছেন[১]। এর একটিতে বলা হোয়েছে যে, **হেযবুত তওহীদ সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ নয়**। গত ২৫/০৩/২০০৭ তারিখে উক্ত মামলার রায়ে (ক্রিমিনাল মিসকেস নং: ১৮৫১/০৭) সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি এস. কে. সিনহা এবং বিচারপতি আব্দুল হাফিজ সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় দেন যে- *"It (State) failed to collect information that the said organization was dissolved by the government. In this connection the learned DAG has read out the FAX massege recieved from the Ministry of Home Affairs. In view of the submission of learned DAG, we find that the petitioners' alleged organization 'Hizbut Tawheed' has not been dissolved by the Ministry of Home Affairs or by any other government organization."* ('উল্লেখিত সংগঠনটি নিষিদ্ধ' এমন তথ্য সংগ্রহ কোরতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ব্যর্থ হোয়েছে। বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নি জেনারেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফ্যাক্সযোগে প্রেরিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি আদালতে পড়ে শুনিয়েছেন। উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে আমরা দেখছি যে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেযবুত তওহীদ নামের যে সংগঠনের সাথে জড়িত তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়।) রায়ের পরবর্ত্তী অংশে এসে মহামান্য আদালত আরও নিশ্চিত কোরে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ কোরেছেন যে, *"The state fails to show any legal document that the petitioner's organization 'Hizbut Tawheed' has been dissolved by the government."* (রাষ্ট্র হেযবুত তওহীদের নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার দলিল দাখিল কোরতে ব্যর্থ হোয়েছে।)

সুতরাং এ রায়ে পরিষ্কারভাবে বলা হোয়েছে যে, হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। **হেযবুত তওহীদ গত ১৩ বছরে অর্থাৎ এর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও আইন ভঙ্গ করে নাই, একটাও অপরাধ *(Crime)* করে নাই, কাজেই এটা নিষিদ্ধ হবার প্রশ্নই ওঠে না।**

মহমান্য হাইকোর্টের প্রদত্ত অপর রায়টিতে বলা হোয়েছে যে, হেযবুত তওহীদ কর্ত্তৃক প্রকৃত এসলামের দিকে আহ্বানকারী প্রচারপত্র *(Handbill)* বিলি করায় (অর্থাৎ আমাদের মতবাদ প্রচারকার্য্যে) কোন বাধা নেই। গত ৩০/০৩/২০০৬ তারিখে উক্ত মামলার (ক্রিমিনাল মিসকেস নং: ১১৮৪/০৬) রায়ে হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি মোহাম্মাদ আব্দুর রশিদ এবং বিচারপতি মোঃ মিজানুর রহমান ভুইয়া এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের রায়ে ঘোষণা করা হয়, *"In the grounds, it is stated that the detenue was a member of "Hizbut Tawheed", he along with others were distributing handbill inviting to*

১। আপনারা চাইলে সকল রায়ের কপি সরবরাহ করা হবে ইনশাল্লাহ।

hear the call of real Islam. Distribution of the leaflet as mentioned in the grounds does not if so facto incur any liability to detained unless a law and order situation arose thereupon." (অভিযোগপত্রটিতে বলা হোয়েছে যে, আটকাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেযবুত তওহীদের একজন সদস্য; তিনি ও অন্যান্যরা একটি হ্যান্ডবিল বিতরণ কোরছিলেন যাতে **"প্রকৃত এসলামের ডাক"** শোনার জন্য আহ্বান করা হোয়েছে। হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্য্যে ব্যবহৃত এ হ্যান্ডবিলটি বিলি করার ক্ষেত্রে কোন আইনগত বাধা নেই যদি না তারা সেখানে কোন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান।) আমরা যে হ্যান্ডবিলটি আমাদের প্রচারকার্য্যে ব্যবহার কোরে থাকি তার শিরোনাম হোচ্ছে "প্রকৃত এসলামের ডাক"। এ রায়ে সুস্পষ্টভাবেই হেযবুত তওহীদের হ্যান্ডবিল বিতরণ অর্থাৎ প্রচারকার্য্যকে অনুমোদন দেওয়া হোয়েছে। শুধু তাই নয়, মামলায় অভিযুক্তদের আটকাদেশ *(Detention)* অবৈধ ঘোষণা কোরে রায়ে এও বলা হোয়েছে *"Lastly it is already settled that after arrest of a citizen under section 54 of the code of criminal procedure, order of detention under the special powers act is nothing but a **colorable exercise of state power."*** (সর্বোপরি এটা ইতিমধ্যেই স্থিরকৃত হোয়েছে যে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারকৃত কোন নাগরিককে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে আটকাদেশ দেওয়া **রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়)।**

সুতরাং হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্য্য সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

আরেকটি বিষয় হোচ্ছে, পুলিস হেযবুত তওহীদের কর্মীদের গ্রেফতার করার পর অনেক সময়েই তাদের নিকট থেকে অথবা বাড়ী ঘর থেকে হেযবুত তওহীদের বই ও কাগজপত্র জব্দ কোরে নিয়ে যায় যা শত চেষ্টা কোরেও আর ফেরত পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সুনামগঞ্জের একটি মামলার রায়ে[১] আদালত পুলিস কর্তৃক জব্দকৃত বই ও কাগজপত্র যথা: এসলামের প্রকৃত সালাহ্ বই ৮টি, এসলামের প্রকৃত রূপরেখা বই ১৮টি, প্রকৃত এসলামের ডাক হ্যান্ডবিল ৫৫টি সহ অন্যান্য কাগজ পত্র পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা কোরে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন। **আদালতের এ আদেশে পরিষ্কার হোয়ে যায় যে, হেযবুত তওহীদের বই ও কাগজপত্র জব্দ করার কোন সুযোগ নেই, তা বে-আইনী।**

ধর্ম প্রচারের অধিকার মানুষের মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৪১ (১) নং অনুচ্ছেদ (যা বর্ত্তমানের জরুরী অবস্থাতেও বলবৎ আছে), অনুযায়ী নিজস্ব ধর্মীয় মতবাদ **প্রচারের অধিকার আমাদের আছে;** তদুপরি জরুরী আইন বিধিমালা সংক্রান্ত সরকারী গেজেটের ৩ (২) নং ধারাতেও দেশের সকল নাগরিককে তাদের ধর্মীয় কাজ করার পূর্ণ অধিকার দেয়া আছে। এতে বলা হোয়েছে, **".... ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত কোন মিছিল, সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান করা বা উহাতে অংশগ্রহণ করা যাইবে।"** হেযবুত তওহীদ যে একটি অ-রাজনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলন ইতিপূর্বেই মহামান্য উচ্চ আদালত কর্ত্তৃক এ স্বীকৃতি দেওয়া হোয়েছে। ক্রিমিনাল মিস কেস নং: ১৮৫১/০৭ এর রায়ে বলা হয়েছে যে, *Since there is positive statement that **Hizbut Tawheed, a religion organization,** with which the petitioners are involved..."* (যেহেতু বিবরণীতে ইতিবাচক তথ্য দেওয়া হোয়েছে যে, **হেযবুত তওহীদ একটি ধর্মীয় সংগঠন** যার সাথে এই মামলার বিচারপ্রার্থী সম্পৃক্ত...)

সুতরাং জরুরী অবস্থাতেও একটি ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্য্য করার, এমনকি মিছিল, সভা-সমাবেশ করারও আইনসঙ্গত অধিকার রোয়েছে।

১। মামলা নং- ৯/০৭, তাহেরপুর, তারিখ- ১০/০৯/২০০৭, সাধারণ ডায়রী নং- ২৫২, আদেশের তারিখ- ০৭/১০/২০০৭ ইং

আমি এ কথায় নিশ্চিত যে, আপনারা আমার সাথে একমত যে মহামান্য উচ্চ আদালতের রায় দেশের জনগণের শিরোধার্য্য বিষয়, এবং **সরকারের দায়িত্ব *(Duty and responsibility)* সেই রায় দেশের সর্বত্র কার্য্যকরী করা**। সরকার যদি এই দায়িত্ব পালন করেন অর্থাৎ প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সব সংস্থাকে হেযবুত তওহীদ বিষয়ক উচ্চ আদালতের রায়গুলি এবং বাংলাদেশ সংবিধান ও জরুরী বিধিমালা সংক্রান্ত অধ্যাদেশে যে ধর্মীয় অধিকার আপনারাই আমাদেরকে দিয়েছেন তা কার্য্যকর করার নির্দেশ দেন তবে সরকারের দায়িত্ব পালন করা হলো।

যদি আপনারা আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন তবে,

(১) আপনারা সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে হেযবুত তওহীদ-এর ব্যাপারে মহামান্য উচ্চ আদালতের রায় কার্য্যকরী করার নির্দেশ দান কোরবেন। অর্থাৎ প্রথম রায় **(হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়,** ক্রিমিনাল মিসকেস নং: ১৮৫১/০৭, রায় প্রদানের তারিখ- ২৫/০৩/২০০৭) মোতাবেক হেযবুত তওহীদকে একটি সম্পূর্ণ আইনানুগত *(Law abiding)* সত্তা *(Entity)* হিসাবে গ্রহণ কোরে তার সঙ্গে সেই মোতাবেক আচরণ করার নির্দেশ দেবেন। হেযবুত তওহীদের সদস্য, সদস্যাদের সঙ্গে আচরণের সময় তারা মনে রাখবেন যে, তারা তাদের সঙ্গে আচরণ কোরছেন যাদের সম্বন্ধে মহামান্য উচ্চ আদালত আইনসঙ্গত বোলে রায় দিয়েছেন এবং **যারা গত ১৩ বছরে একটিও অপরাধ করে নাই, একটি বারের জন্যও আইন ভঙ্গ করে নাই।**

(২) আদালতের দ্বিতীয় রায় **(হেযবুত তওহীদের প্রচার কার্য্যক্রম বৈধ,** ক্রিমিনাল মিসকেস নং: ১১৮৪/০৬, রায় ঘোষণার তারিখ-৩০/৩/২০০৬ ইং) এবং বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ (১) অনুচ্ছেদ কার্য্যকরী করার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিবেন যে, তারা মনে রাখবেন যে, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা যখন বালাগ কোরছে, অর্থাৎ লোকজনের মধ্যে হ্যান্ডবিল *(Handbill)* বিলি কোরছে, তাদের বই ও পুস্তিকা বিক্রি কোরছে তখন তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের সাংবিধানিক অধিকারভুক্ত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত কাজ কোরছে। সুতরাং তাদের বাধা না দিয়ে, সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য কোরবেন। ধর্ম ব্যবসায়ী ও এসলাম বিরোধী চক্রের ১০/১২ বছর ধোরে অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত জন-সাধারণ যদি কর্মীদের তাদের বালাগের (দাওয়াতের) কাজে বাধা দেয় তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলি প্রথমে তাদের বুঝিয়ে দেবেন যে, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা তাদের অধিকারের মধ্যেই কাজ কোরছে এবং আইনসঙ্গত কাজই কোরছে, কাজেই তাদের কোন বাধা দেবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তারা বাধা দেয় বা তাদের ওপর কোন অত্যাচার, মারধোর করে তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থাভেদে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ও ৩৪০ (চলাচলে বাধাদান), ২৯৮ (ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত), ৩২৩ (স্বেচ্ছাকৃত আঘাতদান), ৩২৭ ও ৩২৯ (বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া) ইত্যাদি ধারা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ কোরবেন, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ও মহামান্য উচ্চ আদালত স্বীকৃত কাজে বাধা দেবার অপরাধে আদালত অবমাননা আইনে *(Contempt of court)* মামলা দায়ের কোরবেন।

(৩) হেযবুত তওহীদের কর্মীদের বালাগের (দাওয়াতের) কাজে বাধা প্রদানকারীগণ তাদের কাছ থেকে অনেক সময় হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ আদালতের রায় **(হেযবুত তওহীদের বই ও কাগজপত্র ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ,** মামলা নং-৯/০৭ (তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ), আদেশের তারিখ- ০৭/১০/২০০৭ ইং) কার্য্যকরী করার লক্ষ্যে ঐ সব হ্যান্ডবিল, বই ইত্যাদি উদ্ধার কোরে কর্মীদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন।

(৪) জরুরি আইন বিধিমালার ৩ (২) নং ধারা **(ধর্মীয় মিছিল ও সভা-সমাবেশ করা যাবে)** অনুযায়ী আপনারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে এই নির্দেশ দেবেন যে, হেযবুত তওহীদ কোন ধর্মীয় সভা-সমাবেশ বা র‍্যালির আয়োজন কোরলে তারা যেন আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও নিরাপত্তা প্রদান করেন।

আমার উপরোল্লিখিত প্রস্তাব দু'টির কোনটি আপনারা গ্রহণ কোরছেন তা যথাসম্ভব শীঘ্র আমাকে জানালে খুশি হব। আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায়।

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম ঃ হেযবুত তওহীদ

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২. উপদেষ্টা, আইন মন্ত্রণালয়

৩. সচিব, আইন মন্ত্রণালয়

৪. উপদেষ্টা, তথ্য মন্ত্রণালয়

৫. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

৬. উপদেষ্টা, ধর্ম মন্ত্রণালয়

৭. সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়

৮. পুলিস মহাপরিদর্শক (আই.জি.পি)

৯. এডিশনাল আই.জি.পি, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ

১০. মহা-পরিচালক, এন.এস.আই

১১. এডিশনাল আই.জি.পি (সি.আই.ডি)

১২. মহা-পরিচালক, র‍্যাব

১৩. জয়েন্ট কমিশনার, ডিটেক্টিভ ব্র্যাঞ্চ

১৪. সেনাবাহিনী প্রধান

১৫. নৌ-বাহিনী প্রধান

১৬. বিমান বাহিনী প্রধান

১৭. মহা-পরিচালক, ডি.জি.এফ.আই

১৮. চিফ অফ টাস্কফোর্স

১৯. মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্

// হেযবুত তওহীদ
প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
বাসা নং ৪৬, রোড নং ১, সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা
ফোন : ৮৯২৩৬২৩

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

তারিখ: ০৪/০৯/২০০৮ ঈসায়ী

বরাবর,

উপদেষ্টা,

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

বাংলাদেশ সচিবালয়,

রমনা, ঢাকা-১০০০।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আরজ এই যে,

ইতিপূর্বে ১৮/০৫/২০০৮ তারিখে আমি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনার নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলাম। ঐ প্রতিবেদন পাঠাবার আমার দুইটি লক্ষ্য ছিলো। প্রথমটি হোচ্ছে এই যে, মিডিয়ার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হোয়ে সরকার ও প্রশাসন এই আন্দোলনের ওপর যে অন্যায়, অবিচার, হয়রানী *(Persecution)*, বিনা অপরাধে গ্রেফতার ও নির্যাতন *(Torture)* চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে সরকারকে বিরত করা।

দ্বিতীয়টি হোচ্ছে এই যে, ঐ কাজে অসংখ্য মামলা মোকাদ্দমায় যার একটিতেও হেযবুত তওহীদের কোন কর্মীর কোন অপরাধ বা আইন ভঙ্গ আদালতে প্রমাণ কোরতে পারেন নাই। এতে সরকারের বিপুল সময়, শ্রম এবং অর্থের অপচয় হোয়েছে এবং হোচ্ছে, তা থেকে সরকারকে বিরত করা।

এই উভয় লক্ষ্যে আমি উক্ত প্রতিবেদনে দুইটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন কোরেছিলাম এবং ঐ দুইটির যে কোন একটিকে গ্রহণ ও কার্য্যকরী করার অনুরোধ কোরেছিলাম।

আজ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে আমার প্রস্তাবনার কোন জবাব পাই নাই, যদিও ঐ প্রতিবেদনে আমি যেভাবে প্রকৃত অবস্থা *(Realities)* আপনার সামনে উপস্থিত কোরেছিলাম তাতে আমার বিশ্বাস ছিলো যে, আপনার কাছ থেকে কোন না কোন সাড়া পাব।

আমি বিশ্বাস কোরি আপনার ন্যায়বিচার ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে, সুতরাং ন্যায়বিচারের জন্য ও আপনার সরকারের বিপুল শ্রম, সময় ও অর্থ অপচয় রোধ করার জন্য আমি আবারও আশা কোরছি যে, আমার ঐ দুই প্রস্তাবনার যে কোন একটি গ্রহণ কোরে বাধিত কোরবেন।

আপনার জবাবের অপেক্ষায় রোইলাম।

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : হেযবুত তওহীদ

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২. উপদেষ্টা, আইন মন্ত্রণালয়

৩. সচিব, আইন মন্ত্রণালয়

৪. উপদেষ্টা, তথ্য মন্ত্রণালয়

৫. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

৬. উপদেষ্টা, ধর্ম মন্ত্রণালয়

৭. সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়

৮. পুলিস মহাপরিদর্শক (আই.জি.পি)

৯. এডিশনাল আই.জি.পি, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ

১০. মহা-পরিচালক, এন.এস.আই

১১. এডিশনাল আই.জি.পি (সি.আই.ডি)

১২. মহা-পরিচালক, র‍্যাব

১৩. জয়েন্ট কমিশনার, ডিটেক্টিভ ব্র্যাঞ্চ

১৪. সেনাবাহিনী প্রধান

১৫. নৌ-বাহিনী প্রধান

১৬. বিমান বাহিনী প্রধান

১৭. মহা-পরিচালক, ডি.জি.এফ.আই

১৮. চিফ অফ টাস্কফোর্স

১৯. মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বাসা নং ৪৬, রোড নং ১, সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা

ফোন : ৮৯২৩৬২৩

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

তারিখ: ২২/০৩/২০০৯ ঈসায়ী

মাননীয়া

মন্ত্রী মহোদয়া,

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

বাংলাদেশ সচিবালয়,

তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

জনাবা,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ১৮/০৫/২০০৮ ঈসায়ী তারিখে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার নিকট হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের পক্ষ থেকে সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় আসার প্রস্তাব *(Memorandum of Understanding)* দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে হেযবুত তওহীদ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এবং এর প্রচারকার্য বৈধ হওয়া সত্ত্বেও মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারে অভিভূত হয়ে প্রশাসন কর্তৃক এ আন্দোলনের উপর যে অবিশ্রান্ত হয়রানী ও নির্যাতন *(Persecution)* চোলছে তা বন্ধ করা এবং সরকারের শ্রম, সময় ও অর্থের বিপুল অপচয় রোধ করা।

বিভিন্ন সন্ত্রাসী দলের লোকগুলো যারা বোমা মেরে মানুষ হত্যাসহ আরো অনেক অপরাধ করে তাদের সঙ্গে প্রশাসন যে আচরণ করে ঐ একই আচরণ প্রশাসন হেযবুত তওহীদের সাথেও কোরে আসছে। কিন্তু হেযবুত তওহীদ এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গত চৌদ্দ বছরে একটিও অপরাধ করে নি, কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ধারে কাছেও যায় নি। তবুও মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণাকে বিশ্বাস কোরে সরকার এই আন্দোলনের কর্মীদের বিনা কারণে ধোরে নিয়ে রিমান্ড দেয়, নির্যাতন করে, ডিটেনশন দেয়, জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সন্ত্রাসী সংগঠন আর আইন মান্যকারী নিরপরাধ আন্দোলনের সঙ্গে একইরূপ আচরণ করা হোলে ভালো-মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে তফাৎ কি রোইল?

আমার এই সমঝোতা প্রস্তাবনার পর আরও অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। আজ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা দায়ের করা হোয়েছে যার একটি মাত্র মামলাতেও আমাদের কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় নি। চলমান মাত্র কয়েকটি মামলা ছাড়া বাকী সব মামলাতে আমাদের কর্মীরা নিরপরাধ প্রমাণিত হোয়েছেন। এমনকি হাইকোর্টের রায়ে আমাদের কার্য্যক্রমকে বৈধ বলা সত্ত্বেও মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণায় এবং ধর্মব্যবসায়ীদের থানায় অভিযোগ করায় আমাদের আন্দোলনের কর্মীদেরকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা দায়ের করা চোলছেই এবং সরকারের শ্রম, সময় ও অর্থ অপচয় চোলছেই।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭, শনিবার রাজারবাগ পুলিস লাইনে অফিসার্স কল্যাণ সমিতির বাৎসরিক সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দানের পর হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে পুলিসের বর্ত্তমান আই.জি.পি জনাব নুর মোহাম্মদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, **"হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের আশংকা করি না। কারণ হেযবুত তওহীদ শুধু দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, এ পর্যন্ত তারা কোন প্রকার নাশকতা সৃষ্টির কাজে জড়িত হয় নি। আমি যতটুকু জানি, এমন কোন ঘটনা ঘটানোর কাজে এরা জড়িত হবে না।"** তার এ বক্তব্য বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হোয়েছিল এবং পরদিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও তা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বয়ং পুলিস প্রধানের এ বক্তব্য প্রদানের পরও আমাদের উপর কেন এ নির্যাতন চোলছে তার কোন যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না।

আমার ঐ সমঝোতা প্রস্তাবের *(MoU)* কোন উত্তর বা কোনরূপ সাড়া পাই নি। অতঃপর তিন মাসের বেশী অপেক্ষা কোরে ০৪/০৯/২০০৮ ঈসায়ী তারিখে আমি একটি স্মারক *(Reminder)* পাঠিয়েছিলাম। তারও কোন উত্তর পাই নি। হোতে পারে ঐ সরকার কোন নির্বাচিত সরকার ছিল না বোলে তারা এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেয় নি। বর্ত্তমানে দেশে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে যেটা আশা করি ১০ বছর থেকে চলমান অন্যায় অবিচার ও সরকারের বিপুল শ্রম, সময় ও অর্থ অপচয় রোধ করার জন্য সচেতন।

যাহোক, আমার অনুরোধ এই যে, বর্ত্তমান নির্বাচিত সরকার আমার প্রস্তাবনা মোতাবেক একটি সমঝোতায় এসে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা কোরবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রোইলাম।

ধন্যবাদান্তে,

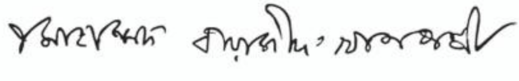

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)

এমাম, হেযবুত তওহীদ।

সংযুক্তি:

১। সমঝোতা স্মারক *(Memorandum of Understanding)* - ১ কপি

২। *Reminder* - ১ কপি

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১. মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২. মাননীয় মন্ত্রী, আইন মন্ত্রণালয়
৩. মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
৪. মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়
৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, আইন মন্ত্রণালয়
৯. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
১০. সেনাবাহিনী প্রধান
১১. নৌ-বাহিনী প্রধান
১২. বিমান বাহিনী প্রধান
১৩. পুলিস মহাপরিদর্শক (আই.জি.পি)
১৪. এডিশনাল আই.জি.পি, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ
১৫. মহা-পরিচালক, এন.এস.আই
১৬. এডিশনাল আই.জি.পি (সি.আই.ডি)
১৭. মহা-পরিচালক, র‍্যাব
১৮. জয়েন্ট কমিশনার, ডিটেক্টিভ ব্র্যাঞ্চ
১৯. মহা-পরিচালক, ডি.জি.এফ.আই
২০. মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বাসা নং ৪৬, রোড নং ১, সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা

ফোন : ৮৯২৩৬২৩

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

২২/০৪/২০০৯ ঈসায়ী

মাননীয়া,

প্রধানমন্ত্রী,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মহোদয়া,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে,

বর্ত্তমানে সারা বিশ্ব এক মহা সংকটকাল অতিক্রম কোরছে। সন্ত্রাসবাদ, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে সমগ্র বিশ্ব চরম অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে পতিত হোয়েছে। বিশেষ কোরে এসলামিক সন্ত্রাসবাদ প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্বকে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের দেশও এ সমস্যার বাইরে নয়। বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মোকাবেলায় তারা শক্তিপ্রয়োগকে *(Violence)* নীতি হিসাবে গ্রহণ কোরেছে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরও এই পথে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হোচ্ছে না; বরং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে *(War on terror)* যে জয়ের ব্যাপারে তারা একসময় নিশ্চিত ছিল তা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রশ্নটি হোচ্ছে-

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সফলতা আসবে কি?

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি তাদের বিশাল শক্তি, অর্থ ব্যয় করে বিশ্বময় সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও বক্তব্যের মধ্যেই তাদের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠছে। তাদের অধিকাংশই একমত যে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নেতৃত্বদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্প্রতি সি.বি.এস টেলিভিশনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার কোরেছেন যে, *US Afghan plan must have 'exit strategy.'* **যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে চলে আসার পথ সুগম করতে হবে।**[১] একই মত প্রকাশ কোরেছেন আফগান যুদ্ধে নিয়োজিত ব্রিটিশ সেনা সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ। তিনি বলেন যে, *"The Afghan war is un-winnable.* অর্থাৎ-**আফগান যুদ্ধে কোনভাবেই জেতা সম্ভব নয়।**[২]

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের কুটনীতিক রিচার্ড হলব্রুকও আফগান যুদ্ধের জয় সম্পর্কে একই মত প্রকাশ কোরেছেন- *First of all, the victory, as defined in purely military*

১। বিবিসি ও এএফপি-র বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও *The Daly Star* ২৪ মার্চ, ২০০৯, পৃ: ১০

২। ১৪ মার্চ, ২০০৯, ইন্টারনেট, *www.paktribune.com*

terms, is not achievable অর্থাৎ প্রথম কথাই হোচ্ছে, সামরিক পরিভাষায় জয় বোলতে যা বোঝায় এখানে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।[১] এ যুদ্ধে যৌথবাহিনীর সহায়ক শক্তি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীও বোলেছেন, *US failed to accomplish desired goals so far in Afghanistan* অর্থাৎ আফগানিস্তানে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হোয়েছে।[২]

শক্তিপ্রয়োগ করে সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রচেষ্টা যে শুধু সফলই হোচ্ছে না, তাই নয় বরং ইরাক, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তানসহ যেখানেই যত বেশী শক্তিপ্রয়োগ করা হোয়েছে সেখানেই সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন ও বেপরোয়া আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হোয়ে পোড়েছে। মার্কিন নেভাল পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের সমর বিশেষজ্ঞ মি. আরকুইলা সন্ত্রাসী হামলার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সম্পর্কে বোলেছেন যে, *"It is most curious that the areas where we have military operations have the most attacks."* অর্থাৎ--এটা সাংঘাতিক অনুসন্ধানজ্ঞাপক বিষয় যে, যেখানেই আমরা সামরিক অভিযান চালিয়েছি সেখানেই আমাদের উপর সবচেয়ে বেশী হামলা করা হোয়েছে।[৩] গত দুই বছরেরও কম সময়ে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় ১৭০০ মানুষ নিহত হোয়েছে।[৪] বিগত কয়েকমাসে এ হামলার পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। পাশাপাশি যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসবিরোধীদেরকে নাজেহাল কোরে ফেলছে তা হলো আত্মঘাতী বোমা হামলা।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে দুর্বল কোরতে সর্বত্রই সন্ত্রাসীরা আত্মঘাতি হামলার কৌশল অবলম্বন কোরেছে। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্বের কোথাও না কোথাও আত্মঘাতি বোমা হামলা চোলেছেই। দিন দিন এ ধরণের হামলার তীব্রতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুধু এক ইরাকেই আত্মঘাতি বোমা হামলা হোয়েছে মোট ১২৬০টিরও উপরে অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে ২০৯টিরও বেশী। একই বছরে এ ধরণের হামলা হোয়েছে সর্বোচ্চ ৪৭৮টি।[৫] এ হামলাগুলি যে শুধুমাত্র তরুণরা কোরছে তা নয়। সব ধরণের মানুষ, বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের পুরুষ ও নারী নিজেদের শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, এমনকি অনেক গর্ভবতী নারীও আত্মঘাতি হোয়েছেন। সন্ত্রাসীদেরকে দমন করার জন্য যারা মরিয়া তাদের সবাই এখন একবাক্যে স্বীকার কোরছেন যে তাদের পক্ষে আত্মঘাতি হামলা বন্ধ করা সম্ভব নয়, নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। কাবুলে নিয়োজিত ন্যাটো পরিচালিত *International Security Assistance Force (ISAF)* এর মুখপাত্র মেজর ল্যাক নিটিং বলেছেন, *"It is simply impossible for law enforcement agencies to prevent suicide attacks since they could not be predicted and, therefore, not to be averted."* অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির পক্ষে আত্মঘাতি বোমা হামলা বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। যেহেতু কখন হামলা হবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না, তাই এটি এড়ানোও সম্ভব নয়।[৬]

কল্পনাতীত ব্যয়:

গত প্রায় ৭/৮ বছর ধোরে পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হোচ্ছে তা আমাদের ধারণারও অনেক বাইরে। ২০০৮ সনে শুধু ইরাক যুদ্ধের পেছনে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাসে ১২

১। Washington, February 18, 2009 (AP), The NewsHour (Internet)
২। ANI, Islamabad থেকে The Daily Star, ২৫, মার্চ, ২০০৯।
৩। ০১/০৫/২০০৭, New York Times, Internet
৪। AFP, PTI, Peshawar এর বরাতে The Daily Star-March, 30, 2009
৫। Wickipedia, 23/3/2009.
৬। ইন্টারনেট, www.paktribune.com

বিলিয়ন ডলার ব্যয় হোয়েছে। এ যুদ্ধে তাদের এ যাবত ব্যয় হোয়েছে মোট ৬,৪৯,৪৮,৪২,২৩,৩৫৮ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪,৫৪,৬৩,৮৯,৫৬,৩৫,০৬০ টাকা। প্রতি সেকেন্ডে ব্যয় হোচ্ছে ৫,০০০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩,৫০,০০০ টাকা। প্রতি মার্কিন সৈন্যের জন্য এক বছরে খরচ হয় ৩,৯০,০০০ ডলার বা দুই কোটি তেহাত্তর লক্ষ টাকা (প্রতি মার্কিন ডলার ৭০ টাকা হিসাবে)।[১] আফগান যুদ্ধে ব্যয় হোয়েছে এর চেয়ে আরো অনেক বেশী, কারণ সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হোয়েছে তারও দুই বছর আগে। আজ সারা দুনিয়া যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হোয়েছে এ বিপুল অর্থব্যয় তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সুতরাং সন্ত্রাসবিরোধী এ যুদ্ধের নেট ফল হোচ্ছে--সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ কোরে, অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ ব্যয় কোরেও সন্ত্রাসীদেরকে দমন তো করা যাচ্ছেই না বরং তাদের হামলা উত্তরোত্তর বেড়েই চোলেছে এবং এ যুদ্ধের ব্যয় যোগাতে গিয়ে সারা বিশ্ব চরম অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হোয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মিডিয়াগুলিও নিরবচ্ছিন্ন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোচ্ছে না। ক্রমশই দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ বিস্তার লাভ কোরছে। ব্রিটেনের একটি স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা গেছে ২০০৮ সালের জুন মাসে সেখানে মাত্র ১০টি শিশুর সন্ত্রাসী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অথচ মাত্র ৯ মাস পরে এমন শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ তে।[২] খোদ ব্রিটেনের যদি এই অবস্থা হোয়ে থাকে তাহোলে মোসলেমপ্রধান দেশগুলির অবস্থা কি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ দশকের শুরু থেকেই কতগুলি সংগঠন আমাদের দেশেও তাদের উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম আরম্ভ কোরেছে। আজ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সন্ত্রাসী হামলা হোয়েছে, সারা দেশের প্রায় সবকটি জেলায় সন্ত্রাসীরা একযোগে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, অনেকগুলি আত্মঘাতী বোমা হামলাও সংঘটিত হোয়েছে, অনেক নিরীহ মানুষ হতাহত হোয়েছেন। আমাদের দেশেও তাদেরকে দমন করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের মত শক্তি প্রয়োগের নীতিই *(Violence)* গ্রহণ করা হোয়েছে। সারাদেশ তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রপাতি উদ্ধার করা হোচ্ছে। সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ, শ্রম, সময় ব্যয় কোরে এবং মিডিয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের মাধ্যমে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগেও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অত্যাধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হোয়েছে, এমন প্রায়ই হোচ্ছে। শক্তিপ্রয়োগ কোরে চরমপন্থীদের দমন করার চেষ্টার ব্যর্থতা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে পশ্চিমা শক্তিগুলির ও পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের পরও ১৩/০৪/২০০৯ তারিখে পাকিস্তানকে তালেবানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আসতে হোয়েছে এবং পাকিস্তান সরকার সোয়াতে এসলামী শরীয়াহ আইন চালুর অনুমোদন দিতে বাধ্য হোয়েছে। এভাবে সারা পৃথিবীতেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় দমননীতি ও সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হবার পর সকলেই এখন বিকল্প পথ খুঁজছে।

শক্তিপ্রয়োগের বিকল্প পথ খুঁজছে পশ্চিমা বিশ্বঃ

যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে কি কল্পনাতীত পরিমাণ অর্থ ব্যয় কোরে চোলেছে তার পরিসংখ্যান একটু আগেই দিলাম। তাদের মত মহাশক্তির পক্ষেও আর সম্ভব হোচ্ছে না এ যুদ্ধ বেশীদিন চালিয়ে যাওয়া কারণ যুদ্ধের সীমাহীন ব্যয় মেটাতে গিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও দিন দিন আরো সংকটজনক হোয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হোয়ে

১। Internet- Iraq War Results & Statistics as of February 18, 2009

২। তথ্যটি প্রদান কোরেছেন ব্রিটেনের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের পুলিসপ্রধান ও ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীন কর্মকর্তা স্যার নরম্যান বেটিসন (ব্রিটেনের পত্রিকা Independent-এর বরাত দিয়ে আমাদের সময়, ২৯ মার্চ, ২০০৯ ইং)।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী শক্তি প্রয়োগের *(Violence)* বিকল্প পথ খুঁজছে। ২০০৭ এর গোড়ার দিকেই মার্কিন নেভাল পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের সমর বিশেষজ্ঞ মি. আরকুইলা ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসী হামলার পরিসংখ্যান সম্পর্কে বলেছিলেন যে, *"These statistics suggest that our war on global terrorism is not going very well. It suggests we need to try a new approach."*

অর্থাৎ-- এ পরিসংখ্যান আমাদেরকে বলে দেয় যে, বিশ্বব্যাপী যে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আমরা শুরু কোরেছি তার অবস্থা খুব ভালো নয়। এ পরিসংখ্যান আরো বলে যে **এখনই আমাদের বিকল্প কোন পথে চেষ্টা চালানো দরকার।**[১]

অতি সম্প্রতি ব্রিটিশ সেনা সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত কোরতে গিয়ে বলেন যে, *"The war against the Taliban cannot be won. British public should not expect a 'decisive military victory' but should be prepared for a possible deal with the Taliban.* অর্থাৎ- তালেবানদের সাথে যুদ্ধ কোরে জেতা যাবে না। তাই ব্রিটিশ নাগরিকদের এ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আশা করা ঠিক হবে না, **বরং তালেবানদের সাথে সম্ভাব্য কোন আপোষ-মীমাংসায় আসা হতে পারে** এমনটি দেখার জন্যই তাদের প্রস্তুত থাকা উচিৎ হবে।[২] অর্থাৎ তিনিও যুদ্ধ ছাড়াও বিকল্প পথের কথা ভাবছেন। এমন কি ২৮ মার্চ, ০৯ তারিখে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে তার নতুন রণকৌশল *(New Strategy)* প্রসঙ্গে বলেন, *A campaign against extremism will not succeed with bullets or bombs alone.* অর্থাৎ চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে শুধু বুলেট ও বোমা দিয়ে সফল হওয়া যাবে না।[৩]

যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মত মহা পরাশক্তি সন্ত্রাস দমন কোরতে পারছে না এবং শক্তি প্রয়োগের বিকল্প পথ চিন্তা কোরছে সেখানে আমাদের মত দরিদ্র দেশের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আর যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযানে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় কোরছে আমাদের পক্ষে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থও ব্যয় করা সম্ভব নয়। **এ পরিস্থিতিতে আমরা কি এখনও শক্তি প্রয়োগের পথে সন্ত্রাসীদেরকে দমনের চেষ্টা চালিয়ে যাবো, নাকি আমাদেরও উচিৎ বিকল্প পথের অনুসন্ধান করা?**

বিকল্প পথ আছে কি?

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীতে মোসলেম বোলে পরিচিত ১৫০ কোটির যে জনসংখ্যাটি আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আন্তরিকভাবে চায় যে তাদের জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠিত হোক। এসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এমনভাবে অনুপ্রাণিত *(Motivated)* ও সংকল্পবদ্ধ *(Determined)* যে তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ কোরে দিয়েছেন। তারা কোন পার্থিব স্বার্থে এ পথ বেছে নেন নি। তারা আল্লাহকে, আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসেন ও পরকালে বিশ্বাস করেন। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ কোরতে পারলেই তারা চূড়ান্ত সফল, এর বিনিময়ে তারা আখেরাতে জান্নাতে যেতে পারবেন। এজন্য তারা শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন কোরে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হোচ্ছেন না, এবং এমন লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চোলছে। **প্রকৃত এসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা (আকীদা) ভুল ও বিকৃত হওয়ার কারণে**

১। 01/05/2007, New York Times, Internet
২। ১৪ মার্চ, ২০০৯, ইন্টারনেট, www.paktribune.com
৩। বিবিসি, The STAR, 3 April, 2009

তারা বুঝতে পারছেন না যে, তারা যে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ কোরেছেন সেই পথে চোললে তারা দুনিয়াও পাবেন না, আখেরাতও পাবেন না অর্থাৎ দুই কূলই হারাবেন। যতদিন তারা তাদের এই ভুল না বুঝতে পারবেন ততদিন শক্তি প্রয়োগ কোরে বড়জোর তাদের কার্য্যক্রমকে কিছু সময়ের জন্য স্তিমিত করা যেতে পারে, বন্ধ করা যাবে না। তার প্রমাণ হোচ্ছে ২০০২ সালে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান আক্রমণ কোরল মাত্র কিছুদিনের মধ্যে তালেবানরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোয়ে পালিয়ে গেল। আমেরিকা সেখানে তার অনুগত সরকার নিয়োগ দিল এবং দাবী কোরল, আফগান যুদ্ধে তালেবানরা চূর্ণ-বিচূর্ণ *(Crushed)* হোয়ে গেছে, তারা আর দাঁড়াতে পারবে না। তাদের এ কথা বাকী বিশ্ব মেনে নিল। অথচ তার সাত বছর পর এসে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সেনাপ্রধান থেকে শুরু কোরে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাই এখন বোলছেন, আফগানিস্তানে তালেবানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তাই তারা সেখান থেকে চোলে আসার পথ খুঁজছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উল্লেখিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাত বছর আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে আজ মহা পরাশক্তিগুলি কার্যতঃ তাদের হার স্বীকার কোরে নিচ্ছে এবং সেখান থেকে চোলে আসার পথ খুঁজছে। ২০০৩ সালে ইরাক জয় করার কিছুদিন পরই যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সদম্ভে ঘোষণা কোরেছিলেন যে, ইরাক যুদ্ধ শেষ। আজ ছয় বছর পরও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, প্রতিদিনই সেখানে গোলাগুলী, বোমাবাজি ও আত্মঘাতী বোমা হামলা চোলছেই। এই ১২ এপ্রিলও সন্ত্রাসীদের হামলায় সেখানে পাঁচজন আমেরিকার সৈন্য নিহত হোয়েছে।

তাহোলে বোঝা গেল সন্ত্রাসদমনের একটি মাত্র উপায় আছে, তা হলো- সন্ত্রাসীদেরকে যদি কোর'আন হাদীস থেকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাদের পথটি এসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয় এবং এ পথে জীবন দিয়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে না একমাত্র তাহোলেই তারা সন্ত্রাসের এই পথ ত্যাগ কোরবেন। এর আর কোন বিকল্প নেই। তারা যে ভুল পথে আছেন তা তাদেরকে বোঝানোর জন্য কোর'আন ও হাদীসভিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি আমাদের হাতে আছে। এগুলি তাদেরকে বোঝাতে পারলে আশা করা যায় তারা সন্ত্রাসী পথ ত্যাগ কোরবেন।

অতএব আমাদের প্রস্তাবনা হোচ্ছে...

আপনারা আপনাদের পছন্দনীয় কোন স্থানে আপনাদের হাতে গ্রেফতারকৃত এসলামী সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর মধ্য থেকে আপনাদের পছন্দমত বাছাই করা ব্যক্তিগণকে একত্রিত কোরবেন। তারা কারা হবেন এবং সংখ্যায় কতজন হবেন তা আপনারাই স্থির কোরবেন। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা কোরব আমাদের কাছে থাকা সকল যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে বোমা মেরে, গুলি কোরে মানুষ হত্যা কোরে দেশ ও সমাজের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি কোরে এসলাম বা শান্তি আনা যাবে না। আমাদের হাতে থাকা কোর'আন ও হাদীসভিত্তিক যুক্তিগুলি তাদের সামনে উপস্থাপন কোরতে পারলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে সম্পূর্ণ না হোলেও তাদের অধিকাংশই সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ কোরে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে শান্তির ধর্ম এসলামের পথে আনার চেষ্টা কোরবে। আমরা যখন তাদেরকে বোঝাবো তখন প্রয়োজন হোলে আপনার প্রতিনিধিরা সেখানে থাকবেন, তারা শুনবেন আমরা সন্ত্রাসীদেরকে কি বলি, কি বুঝাই। সেখানে আপনাদের যতসংখ্যক ইচ্ছা নিরাপত্তাকর্মী রাখবেন। ইচ্ছা হোলে আমাদের বক্তব্য রেকর্ড কোরবেন।

এই উদ্যোগে যদি কাঙ্খিত সফলতা আসে তবে যারা এখনও গ্রেফতার হয় নি কিন্তু সন্ত্রাসী কার্য্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য যারা সন্ত্রাসী পথ অবলম্বন করার চেষ্টা কোরছে, আমাদের কাছে থাকা তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ প্রকাশ্যে প্রচার কোরলে তারাও অবশ্যই তাদের ভুল পথ পরিত্যাগ কোরে শান্তির পথে আসবে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, আমার এ প্রস্তাবনা কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। জাতির একটি অংশ আজ বিপথগামী হোয়ে নিরীহ মানুষজনকে হত্যা কোরছে এবং নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে।

এটা আমায় ব্যথিত কোরে দিয়েছে বোলেই আপনার কাছে আমার এই অকপট ও আন্তরিক নিবেদন। আমি আশা কোরছি, নিরীহ মানুষের প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমার এ প্রস্তাবনাটি আপনি বিবেচনা কোরে দেখবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায়।

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম: হেযবুত তওহীদ

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২. মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩. মাননীয় মন্ত্রী, আইন মন্ত্রণালয়

৪. মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

৫. মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়

৬. মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৯. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়

১০. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, আইন মন্ত্রণালয়

১১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

১২. সেনাবাহিনী প্রধান

১৩. নৌ-বাহিনী প্রধান

১৪. বিমান বাহিনী প্রধান

১৫. পুলিস মহাপরিদর্শক (আই.জি.পি)

১৬. এডিশনাল আই.জি.পি, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ

১৭. মহা-পরিচালক, এন.এস.আই

১৮. এডিশনাল আই.জি.পি (সি.আই.ডি)

১৯. মহা-পরিচালক, র‍্যাব

২০. জয়েন্ট কমিশনার, ডিটেক্টিভ ব্র্যাঞ্চ

২১. মহা-পরিচালক, ডি.জি.এফ.আই

২২. মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বাসা নং ২০, রোড নং ৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

ফোন : ৮৯২৩৬২৩

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

তারিখ: ২৬ আগস্ট, ২০১০ ঈসায়ী

বরাবর,

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত্তা ও সহকর্মীবৃন্দ

বিষয়: হেযবুত তওহীদের প্রতি সুবিচার প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আরজ এই যে,

হেযবুত তওহীদ তার জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৫ বছর থেকে শুধু একটি মাত্র কাজই কোরে আসছে। সেটা হোল:-

মানব জাতি আল্লাহর দেওয়া পথপ্রদর্শন ও দিক নির্দেশনা পরিত্যাগ কোরে ভুল পথে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় জীবন পরিচালনা কোরছে। যার ফলে মোসলেম নামে পরিচিত এই জাতিটি সহ সমস্ত মানবজাতি অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, সংঘর্ষ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ হোয়ে আছে। মানুষের জীবনে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি কোথাও নেই। যে জাতিটি তার ধর্মের নাম বলে এসলাম অর্থাৎ শান্তি, সেই জাতির মধ্যেও নেই। আল্লাহর দেওয়া দিক নির্দেশনা অর্থাৎ হেদায়াহ পরিত্যাগ কোরে মানুষ নানা রকম তন্ত্রমন্ত্র এবং *ism* তাদের জাতীয় জীবনে প্রয়োগ কোরে একটার পর একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা *(Experiment)* কোরে চোলছে। এই তন্ত্রমন্ত্র এবং *ism* মানুষকে কোথাও কোন সমাজে সেই সুফল এনে দিতে পারে নি যে সুফল পেলে মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তায় সুখী ও প্রগতিশীল জীবনযাপন কোরতে পারে। এইসব তন্ত্রমন্ত্র মানুষের সমষ্টিগত জীবনে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে আজ মানবজীবন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ এবং তা যতোই দিন যাচ্ছে ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ থেকে ১০০ বছর আগের জনসংখ্যার পরিমাপে সংঘটিত অপরাধ ও আইনভঙ্গের একটি পরিসংখ্যান ও বর্ত্তমানে জনসংখ্যার পরিমাপে একই বিষয়ের আরেকটি পরিসংখ্যানের মধ্যে তুলনা কোরলেই এ কথা পরিষ্কার হোয়ে যাবে। আমার মতে, এই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অন্যায়, অত্যাচার, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে একটি সুখ সমৃদ্ধিময় মানবজীবন পাওয়ার একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর দেখানো পথে ফিরে যাওয়া। শুধু এই কথাটি মাত্র আমি ও আমার আন্দোলনের কর্মীরা গত ১৫ বছর ধোরে মানুষকে বলার চেষ্টা কোরে আসছি।

একদম প্রথম থেকেই আমাদের নীতি হোল এই যে, আমরা কোথাও কোন আইনভঙ্গ কোরব না, কোন অপরাধ কোরব না, আমরা শুধু সঠিক যুক্তি দিয়ে মানুষকে আমাদের এই কথাটিই বোঝাবার চেষ্টা কোরব। **জোর কোরে, শক্তি প্রয়োগ কোরে মানুষকে কোন জিনিস বোঝানো যায় না, এটা সাধারণ জ্ঞান *(Common sense)***। আমাদের এই নীতি আমরা অতি কঠোরভাবে পালন কোরে আসছি। যার ফলে এই ১৫ বছরে

আমাদের কর্মীরা একবারের জন্যও কোন অপরাধ করেন নাই, একটিও আইনভঙ্গ করেন নাই। এটা আমাদের বিগত দিনের দলিল *(Track Record)*।

আশ্চর্য্য বিষয় হোল এই যে, এতদসত্ত্বেও, জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ১৫ বছরে হেযবুত তওহীদের কোন কর্মী ছোট বড় কোন প্রকার অপরাধ না করা সত্ত্বেও, একটি মাত্র আইন ভঙ্গ না করা সত্ত্বেও আমার ও আন্দোলনের কর্মীদের বহুবার গ্রেফতার করা হোয়েছে, রিমান্ডে নিয়ে বহুবার তাদের ওপর শারীরিক, মানসিক নির্য্যাতন করা হোয়েছে। তারপর তাদের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত ১৪৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হোয়েছে। এমনকি এ মিথ্যার উপর আরো মিথ্যা চাপাবার জন্য হত্যা, চুরি, প্রতারণা, ধর্ম অবমাননা, এমনকি রাষ্ট্রবিরোধিতার ধারা যোগ করা হোয়েছে। যেহেতু এই সবগুলিই মিথ্যা সেহেতু এর অধিকাংশই আদালতের বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় কর্মীরা বেকসুর খালাস পেয়েছেন। ১৪৬টির মধ্যে ১১৬টি মামলায় আমার কর্মীরা ইতিমধ্যেই নির্দোষ প্রমাণিত হোয়ে গেছেন। বাকী ৩০টি মামলা এখনও বিচারাধীন, এবং আমি নিশ্চিত যে এনশা'আল্লাহ সবগুলিতেই আমার কর্মীরা নির্দোষ প্রমাণিত হবেন। প্রকৃত সত্য এই যে, ১৫ বছরে যারা একটিও অপরাধ করে নি, একটিও আইনভঙ্গ করে নি, তারপরও তাদের বহুবার গ্রেফতার করা হোয়েছে, তাদের রিমান্ডে নেওয়া হোয়েছে, তাদের জে.আই.সি. ও টি.এফ.আই.- তে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে সর্বতোভাবে যন্ত্রণাদায়ক হয়রানী করা হোয়েছে এবং এখনও হোচ্ছে।

এই অদ্ভুত অবস্থার কারণ কি?

এর প্রধান দুইটি কারণের প্রথমটি হোচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ীদের বিরোধিতা। খ্রীস্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিতে একটি বিকৃত এসলাম শিক্ষা কোরে ধর্ম বিক্রী কোরে রুজি রোজগার করা যে অন্যায় ও গোনাহ্ তা আমরা কোর'আন হাদীস থেকে দেখিয়ে দিয়েছি। এতে তাদের উপার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এবং তারা যে খ্রীস্টান শিক্ষকদের কাছ থেকে বিকৃত এসলাম শিখেছেন তা ইতিহাস থেকে প্রমাণ কোরে দেওয়ায় তারা আমার ও হেযবুত তওহীদের ওপর ক্ষিপ্ত হোয়ে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সর্ব রকম মিথ্যা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কোরে চোলেছেন এবং জনসাধারণকেও আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কোরে তুলেছেন। দ্বিতীয় কারণ, দেশের মিডিয়া- প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক উভয়েই, প্রথম থেকেই হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। এর কারণ হোল, মিডিয়া তাদের হাতে যারা মানুষ স্রষ্টার নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করুক তা চান না। এরা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্তভাবে মিথ্যা প্রচার কোরে যাচ্ছেন। হেযবুত তওহীদ যা কখনও করে নি, তাও তারা প্রচার কোরে চোলছেন।

এই দুই ধারার অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফল এই হোয়েছে যে, জনসাধারণ, প্রশাসন এমন কি বিচার বিভাগ পর্যন্ত, আদালতের বিচারকগণ পর্যন্ত এই মিথ্যা প্রচার দিয়ে প্রভাবিত হোয়ে গেছেন। এই সবার মনে হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে একটি বিরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হোয়েছে। আমরা এই অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ কোরতে পারি নি। কারণ আমাদের কোন সংবাদপত্র নেই, রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই। মিডিয়ায় প্রকাশিত জ্বলজ্যান্ত জঘন্য মিথ্যার প্রতিবাদ কোরে আমরা সংবাদপত্রে চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু 'জাতির বিবেক' খেতাবের দাবীদার এই মিডিয়া আমাদের ঐ প্রতিবাদলিপি তাদের কাগজে প্রকাশ কোরতে প্রত্যাখ্যান কোরেছে। আমাদের বক্তব্য দেশের মানুষকে জানাবার উপায় একমাত্র বই, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ধর্মব্যবসায়ীদের মিলিত মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের এই হ্যান্ডবিল বিতরণ বিশেষ কোনই কাজে আসে নি। ফলে হেযবুত তওহীদ আজ বিরাট মিথ্যাচার এবং অপপ্রচারের শিকার। হ্যান্ডবিল ও বই বিলি বিতরণের মত আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তারা ব্যাহত করার চেষ্টা কোরছেন। হ্যান্ডবিল বিতরণকারীদেরকে আপনাদের দ্বারা গ্রেফতার কোরিয়ে জেলে ঢোকাচ্ছেন। আন্দোলনের এই কর্মীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জেলে কাটিয়ে আদালতের বিচারে নিরপরাধ প্রমাণিত হোয়ে বের হোয়ে আসছেন। তারা অনর্থক যন্ত্রণাদায়ক হয়রানীর শিকার হোচ্ছেন।

ধর্ম ব্যবসায়ী ও মিডিয়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টা হোচ্ছে এই যে, তারা এই অপপ্রচারের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত কোরে সরকার ও প্রশাসন দিয়ে এই আন্দোলনকে বিলুপ্ত কোরে দিবে, প্রচণ্ড অপপ্রচারের চাপে সরকার ও প্রশাসনকে আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার কোরবে। হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি কোরতে অর্থাৎ যাকে বলা হয় *Forcing the hands,* কাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ তার লিস্ট বহুবার জাতীয় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ কোরেছে এই বোলে যে সরকার অতি শীঘ্র এদের নিষিদ্ধ ঘোষণা কোরতে যাচ্ছে।[১] এই লিস্টগুলির অধিকাংশেই এক নম্বরে হেযবুত তওহীদের নাম তারা ঘোষণা কোরেছে। কিছু আশার কথা এই যে, এই ব্যাপারে পুলিস প্রশাসন পুংখানুপুংখভাবে তদন্ত কোরে হেযবুত তওহীদের নির্দোষিতা বুঝতে সক্ষম হোয়েছেন এবং **তারা সরকারের কাছে কোন্ কোন্ দল নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত তার একটি তালিকা দাখিল কোরেছেন, যে তালিকায় হেযবুত তওহীদের নাম নেই** এবং প্রকৃতপক্ষেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু সন্ত্রাসী দলের নাম সেখানে উল্লেখ করা হোয়েছে। এই মিডিয়া যে কতোখানি নির্লজ্জ তার একটি নমুনা হোচ্ছে এই যে, পুলিস প্রণিত উক্ত তালিকাটি প্রকাশ হওয়ার পর পরই তারা আবারও একটি তালিকা প্রকাশ করে যার এক নম্বরেই হেযবুত তওহীদের নাম।[২]

লক্ষ্য কোরলে দেখা যায় যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে (অন্যান্য অঞ্চলেও) বহু সন্ত্রাসী দল বীভৎস অপরাধ কোরে যাচ্ছে, মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে ধোরে নিয়ে যেয়ে নির্মমভাবে হত্যা কোরছে, দেহের খণ্ডিতাংশ জন সমাগম পূর্ণ এলাকায় ফেলে রাখছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে কাটা মাথা ঝুলিয়ে রাখছে, শুধু তাই নয়, তারা বহু থানা, পুলিস ফাঁড়ি আক্রমণ কোরে অস্ত্রপাতি লুট কোরেছে, শত শত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী লোককে তারা হত্যা কোরেছে, এমন আরো বহু ধরণের অপরাধ তারা কোরছে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ততখানি সোচ্চার নয় যতখানি তারা সোচ্চার হেযবুত তওহীদের মত দলের বিরুদ্ধে যারা কোনদিন কোন অপরাধ করে নি। এর অন্যতম কারণ, এদের এসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ। দক্ষিণাঞ্চলের সন্ত্রাসী দলগুলিও মিডিয়া যাদের হাতে তাদের মতই এসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিদ্বেষী। এসলাম বিরোধিতার ব্যাপারে উক্ত সন্ত্রাসী দলগুলি এবং মিডিয়ার মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোন পার্থক্য নেই। কাজেই তারা ভয়ঙ্কর অপরাধী হোলেও মিডিয়া সরকারের ওপর তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বা তাদের দমন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে না যেমন তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ হোলেও এসলামপন্থী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার কোরে যাচ্ছে এবং তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং দমন করার জন্য সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ কোরে যাচ্ছে। এ বিষয়টি সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকমাত্রই লক্ষ্য কোরে থাকবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত একটি বিষয় এই যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলির উচ্চ পর্যায়ের বিভাগ এত বছর ধোরে পুংখানুপুংখভাবে তদন্ত কোরে হেযবুত তওহীদের প্রকৃত অবস্থান বুঝতে পেরে মিডিয়ার মিথ্যা অপপ্রচারের প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত হোয়েছেন। তার প্রমাণ আমি একটু আগেই দিয়ে এসেছি যে, মিডিয়া আপ্রাণ চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রশাসনকে বাধ্য কোরতে পারে নি। পুলিস প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা আই.জি.পি. সাহেব প্রকাশ্যেই মিডিয়াকে বোলেছেন, **"হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের আশংকা করি না। কারণ হেযবুত তওহীদ শুধু দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, এ পর্যন্ত তারা কোন প্রকার নাশকতা সৃষ্টির কাজে জড়িত হয় নি। আমি যতটুকু জানি, এমন কোন ঘটনা ঘটানোর কাজে এরা জড়িত হবে না।"** গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭, শনিবার রাজারবাগ পুলিস লাইনে অফিসার্স কল্যাণ সমিতির বাৎসরিক সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হোয়েছিল এবং পরদিন পত্র পত্রিকাতেও তা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বয়ং পুলিস প্রধানের

১। ২৪/১০/২০০৯, দৈনিক যুগান্তর
২। ৩০/১০/২০০৯, দৈনিক যুগান্তর

এ বক্তব্য প্রদানের পরও প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ের বিভাগসমূহ মিডিয়ার প্রভাবমুক্ত হোতে পারে নাই এবং আগের মতই হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ কোরছে। বিভিন্ন জেলার এস.পি.-ও হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আই.জি.পি. সাহেবের অনুরূপ মন্তব্য কোরেছেন। যেমন সাতক্ষীরার এস.পি. সাহেব তার তদন্তে বোলেছিলেন, **"হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, জঙ্গী ও মৌলবাদী সংগঠন নয়।"**[১] আমার কয়েকজন কর্মীকে ময়মনসিংহে গ্রেফতার করার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ময়মনসিংহের এস.পি. সাহেব বলেন, **"এর আগেও হেযবুত তওহীদের সদস্যদের গ্রেফতার করা হোয়েছিল। কিন্তু কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।"**[২] হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে এক পুলিস কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল কোরেছেন এই বোলে যে, **"প্রকাশ্য ও গোপনে ব্যাপকভাবে তদন্তকালে ও আসামীদের হেফাজতে থাকা বই (হেযবুত তওহীদের বইসমূহ) পর্যালোচনায় ইসলাম বিরোধী ও জঙ্গী সংগঠনের কোনকিছু পরিলক্ষিত হয় নাই। কোন অপ্রীতিকর কাজের সহিত জড়িত আছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।"**[৩] একজন বোলেছেন, **"তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মত প্রয়োজনীয় তথ্য বা সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় নি বা আল্লাহ্প্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠার আড়ালে তাদের ইসলামী জঙ্গীদের সাথে জড়িত থাকার স্বপক্ষে কোন তথ্যও পাওয়া যায় নি।"**[৪] অপর এক অফিসার লিখেছেন, **"ইসলাম ও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে হেযবুত তওহীদ জড়িত নয় এবং এর সাথে উগ্র মৌলবাদী কোন সংগঠনের সম্পর্ক নেই।"**[৫] হেযবুত তওহীদের কর্মীদের নির্দোষিতা সম্পর্কে একজন কর্মকর্তা বোলেছেন, **"তারা হেযবুত তওহীদের সাথে জড়িত থাকলেও কোন জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয় মর্মে জানা যায়।"** স্থানীয় তদন্তে থানার রেকর্ড পত্রে বর্ণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধজনক তথ্য নেই বোলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান।[৬]

পুলিস একটি সুশৃংখল বাহিনী। এর ঊর্দ্ধতন ভাগ হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, অন্যভাগটি এখনও মিডিয়ার অপপ্রচারে প্রভাবান্বিত হওয়ায় তাদের চোখে হেযবুত তওহীদ এখনও একটি আইনভঙ্গকারী দুস্কৃতিকারী দল। এটি বড়ই আশ্চর্য্যজনক যে, একদিকে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ঘোষণা দিচ্ছেন হেযবুত তওহীদ শুধু যে কোন রকম নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত নয় তা-ই নয়, বরং ভবিষ্যতেও তা হবে না এ কথাও তিনি বোলে দিচ্ছেন, অপরদিকে জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রশাসন সেই আগের মতই হয়রানী *(Persecution)*, কথায় কথায় গ্রেফতার, বিভিন্ন ধারায় আদালতে প্রেরণ কোরে চোলেছেন; যদিও এ পর্যন্ত ১৪৬টি মামলা কোরেও একটিতেও তারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণ কোরতে পারেন নাই। ১৪৬টি মামলা কোরেও একটি বারও অপরাধ প্রমাণ না কোরতে পারলেও নতুন নতুন মামলা দেওয়াই হোচ্ছে। আই.জি.পি. সাহেবের হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে উপরোক্ত ঘোষণার পরও দুই বছর আট মাসের মধ্যে আরো ৫২টি নতুন মামলা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হোয়েছে।

এটা অস্বাভাবিক নয় যে, বহু লোক দ্বারা গঠিত কোন সংগঠন, সেটা যত সুশৃংখলই হোক সংগঠনের মধ্যে সর্বরকম চরিত্রের লোক থাকায় অপরাধ সংঘটিত হোতেই পারে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলির সদস্য দ্বারাও নানারূপ অপরাধ ও আইনভঙ্গ করা হোয়েছে, এমন কি সেনাবাহিনীও এ থেকে মুক্ত নয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যানই এ কথা বোলে দেবে। গত তিন বছরে পুলিস বাহিনীর সদস্যগণের বিরুদ্ধে চুরি ছিনতাইসহ অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগগুলি তদন্ত কোরে পুলিস সদর দফতরের সিকিউরিটি সেলের মাধ্যমে তিন বছরে ৩৭,২০৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হোয়েছে।[৭]

১। কালীগঞ্জ থানা, জিডি-৬৪৯, ১৭/০৫/০৭

২। দৈনিক ইত্তেফাক, পৃষ্ঠা-১৫, তারিখ-২১/০৭/০৯

৩। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ঢাকা; থানা তদন্ত রিপোর্ট, ১২/০৮/০৮, দ: কেরাণীগঞ্জ থানা, জিডি নং-১৭১৮, তাং-১৯/০৭/০৮

৪। খিলক্ষেত থানা জিডি-৮৭২, ১৯/০৯/০৮, পুলিস প্রতিবেদন-২০/১০/০৮

৫। তাং ১৪/০১/০৯, কালীয়াকৈর থানা জিডি-৪৮২, ১৮/১২/০৮

৬। সূত্র: চট্টগ্রাম কোতয়ালী থানা জিডি নং-১১৫৬, তাং-১৯/০৭/০৯, তদন্ত রিপোর্ট-০১/০৮/০৯

৭। ১১/০৩/২০১০, দৈনিক ইত্তেফাক

অপরপক্ষে হেযবুত তওহীদের কর্মী/সদস্যদের দ্বারা আজ পর্যন্ত একটিও অপরাধ বা আইনভঙ্গ সংঘটিত হয় নাই। কেউ বোলতে পারেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ বিরাট বাহিনী, তাদের অসংখ্য লোক, তাই তাদের কারো কারো দ্বারা এ ধরণের ঘটনা হোতেই পারে, পক্ষান্তরে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের সংখ্যা অতি সামান্য, তাই এ তুলনা গ্রহণযোগ্য নয়। এর জবাব হোচ্ছে এই যে, হেযবুত তওহীদের এই নির্দোষিতার ট্র্যাক রেকর্ড ১৫ বছরের। আর পুলিসের অপরাধ সম্বন্ধে উপরে যে উদ্ধৃত্তি দিলাম তা মাত্র তিন বছরের। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিন বছরে সাঁইত্রিশ হাজার অপরাধ সংঘটনকারী একটি বাহিনী এমন একটি দলের উপর গ্রেফতার, নির্যাতন, হয়রানী *(Persecution)* ও মামলা দায়ের কোরে যাচ্ছে যে দলটি গত ১৫ বছরে একটিও অপরাধ করে নি, একটিও আইনভঙ্গ করে নি।

সবশেষে আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনারা হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে মিডিয়ার অবিশ্রান্ত মিথ্যা অপপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত হোন এবং ন্যায়বিচারের খাতিরে হেযবুত তওহীদের উপর হয়রানী *(Persecution),* কথায় কথায় গ্রেফতার কোরে নির্যাতন কোরে, তাদের জেলে পাঠিয়ে তাদের উপর মামলা রুজু করা বন্ধ কোরে আপনাদের শ্রম, সময় এবং সরকারের অর্থ অপচয় বন্ধ করুন। হেযবুত তওহীদের কোন কর্মী যদি সত্যই কোন অপরাধ করে বা আইনভঙ্গ করে তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যথারীতি আইনগত ব্যবস্থা নিবেন এবং সেখানে আমি আপনাদের সাহায্য কোরব।

কিছুদিন যাবৎ আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, **আমাদের 'হেযবুত তওহীদ'-কে অনেক কর্মকর্তা নিষিদ্ধ ঘোষিত 'হিযবুত তাহ্‌রীর' বোলে ভুল কোরছেন এবং গ্রেফতার কোরে হয়রানী কোরছেন।** এটা আমাদের জন্য একটি বাড়তি হয়রানী। এই ব্যাপারে প্রশাসন যদি আরো সতর্ক হন, তবে আমার অনেক নিরপরাধ কর্মী অযথা হয়রানী থেকে রেহাই পাবেন এবং আপনাদেরও অকারণে সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় হবে না।

হেযবুত তওহীদের প্রকৃত অবস্থান কি তা ব্যাখ্যা কোরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, পরে নির্বাচিত সরকারের প্রতি কতগুলো প্রস্তাব আমি পেশ কোরেছিলাম। তারপর সরকারকে সন্ত্রাসবিরোধী কাজে সহযোগিতা করার জন্যও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার প্রস্তাব প্রেরণ কোরেছি। এগুলোর কোনটারই জবাব পাই নাই। এ বিষয়ে আপনাদের জানার জন্য ও চিন্তার জন্য এগুলির কপি এই সাথে সংযুক্ত করা গেল।

ধন্যবাদান্তে,

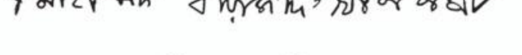

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম : হেযবুত তওহীদ

সংযুক্তি:-

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি প্রেরিত সমঝোতা স্মারক

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি প্রেরিত সমঝোতা স্মারকের রিমাইন্ডার

৩. বর্ত্তমান নির্বাচিত সরকারের প্রতি প্রেরিত সমঝোতা স্মারকের রিমাইন্ডার

৪. সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিঠি

৫. "আপনি জানেন কি?" শিরোনামের হ্যান্ডবিল

মো'জেজা উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতাসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে মাননীয় এমামুয্‌যামানের প্রেরিত নিমন্ত্রণ

আল্লাহর মো'জেজার প্রথম বর্ষ উদ্‌যাপন ২০০৯

২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী, সোমবার
৫ সফর ১৪৩০ হেজরী

হেযবুত তওহীদ

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

অনুষ্ঠান সূচী

অতিথিদের আসন গ্রহণ	:	বিকাল	০৫ : ০০
উদ্বোধনী ঘোষণা	:	বিকাল	০৫ : ০৫
পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত	:	বিকাল	০৫ : ১০
মাগরেবের বিরতি	:	সন্ধ্যা	০৫ : ২০
শোকরানা সালাহ্‌	:	সন্ধ্যা	০৬ : ১০
মাননীয় এমামুয্‌যামানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	:	রাত	০৭ : ৪৫
প্রীতিভোজ	:	রাত	১০ : ৩০

স্থান : গোধূলী, ৪র্থ তলা, বাসা ৩৬, রোড ১৮, ব্লক জে, বনানী, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কাজেই তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সতর্ক ও সজাগ থাকতে হোচ্ছে। আমন্ত্রিত অতিথিগণ সেজন্য এই দাওয়াতপত্রটি মেহেরবানী কোরে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের কেউ আসেন এবং তার নিকট এই দাওয়াতপত্রটি না থাকে তাহোলে অনুগ্রহপূর্বক তার সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচয়পত্র (আই.ডি.কার্ড) সঙ্গে আনবেন। তাহোলে তাদের সাদরে প্রবেশে কোন বাধা থাকবে না।

জনাব
গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী তারিখে মহান আল্লাহ অলৌকিকভাবে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনকে কতগুলো বিষয় জানিয়ে দেন। এই ঘটনাকে আমরা একটি অসাধারণ ঘটনা মনে করি, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর অসীম রহমতের- দয়ার চিহ্ন। আল্লাহর এই অপার অনুগ্রহকে স্মরণ কোরে আমরা এই বছরপূর্তিকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন কোরছি। আমাদের এই আনন্দ এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুষ্ঠানে আপনাকে আমাদের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

অপারগতায়: ০১৬৭০ ১৭ ৪৬ ৪২

জনাব,

গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী তারিখে মহান আল্লাহ অলৌকিকভাবে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনকে কতগুলো বিষয় জানিয়ে দেন। এই ঘটনাকে আমরাএকটি অসাধারণ ঘটনা মনে করি, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ অসীম রহমতের - দয়ার চিহ্ন। আল্লাহর এই অপার অনুগ্রহকে স্মরণ কোরে আমরা এই বছরপূর্ত্তিকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন কোরছি। আমাদের এই আনন্দ এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুষ্ঠানে আপনাকে আমাদের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কাজেই তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সতর্ক ও সজাগ থাকতে হোচ্ছে। আমন্ত্রিত অতিথিগণ সেজন্য এই দাওয়াতপত্রটি মেহেরবানী কোরে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যদি রাষ্ট্রীয় বিভাগের কেউ আসেন এবং তার নিকট এই দাওয়াতপত্রটি না থাকে তাহোলে অনুগ্রহপূর্বক তার সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচয়পত্র (আই.ডি. কার্ড) সঙ্গে আনবেন। তাহোলে তাদের সাদরে প্রবেশে কোন বাধা থাকবে না।

মো'জেজা উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের পটভূমি

২৪ মহররম ১৪২৯ হেজরী মোতাবেক ০২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী তারিখটি হেযবুত তওহীদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ এই দিনে আল্লাহ নিজে হেযবুত তওহীদের বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান দেন যার সাথে শুধু এই আন্দোলন নয়, গোটা মানবজাতির ভবিষ্যত জড়িত। অতি সংক্ষেপে বিষয়টি বর্ণনা করার চেষ্টা কোরছি।

দুনিয়াময় এসলামের নামে বহু মত, পথ, মতবাদ চালু আছে। যারা যে পথের অনুসারী তারা সেটাকেই আল্লাহর ও রসুলের প্রকৃত পথ বোলে বিশ্বাস করে এবং প্রচার করে। কিন্তু সঠিক পথ কখনও একাধিক হোতে পারে না। তাহোলে হেযবুত তওহীদের এমাম যেটাকে সত্য এসলাম বোলে উপস্থাপন কোরছেন সেটা যে সঠিক তার নিশ্চয়তা *(Guarantee)* কি? এই প্রশ্নের অকাট্য উত্তর আল্লাহ প্রদান কোরেছেন ০২/০২/২০০৮ তারিখে একটি মো'জেজা সংঘটন কোরে। মাননীয় এমামুয্‌যামানের একটি ভাষণের মাধ্যমে এ মো'জেজাটি আল্লাহ ঘটান। এ মো'জেজার বিষয়টি এত ব্যাপক ও তাৎপর্য্যমণ্ডিত যার বর্ণনা দেওয়া স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমরা এখানে কেবলমাত্র কি কি মোজেজা সেদিন হোয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উল্লেখ কোরছি। মো'জেজা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **"আল্লাহর মো'জেজাঃ হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা"** নামক বইটি পড়ার অনুরোধ কোরছি।

আল্লাহর সংঘটিত মো'জেজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত ০২/০২/২০০৮ ঈসায়ী তারিখে যাত্রাবাড়ীতে একজন মোজাহেদে বাড়ির ছাদে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোয়েছিলো। এ অনুষ্ঠানে চাঁদপুর ও সিলেটের কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ২৫ জন মোজাহেদ এবং আন্দোলনের সকল জেলা আমীরগণ, ঢাকার সকল মোজাহেদ মোজাহেদাকে পরিবারসহ আমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোয়েছিলো ছাদের ওপর প্যান্ডেল টানিয়ে; ওপরে এবং চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা দিয়ে। অনুষ্ঠানে ২৭৫ জন মোজাহেদ-মোজাহেদা ও ৪৩টির মত বাচ্চা ও শিশু, যাদের মধ্যে ৩ মাস থেকে ১ বছর বয়সের অন্ততঃ ৩টি কোলের শিশু থেকে ১০-১২ বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে উপস্থিত ছিলো। ছাদের ওপর এতগুলি মানুষের স্থান সংকুলানের একটু সমস্যা হোচ্ছিল। অনুষ্ঠানে এমামুয্‌যামানের আসার কথা ছিল না, তবে সম্মানিত আম্মাজান উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার পর শেষ বিকালে ঢাকার আমীর সাহেব উত্তরায় এমামুয্‌যামানকে ফোন কোরে বোললেন যে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত মোজাহেদ মোজাহেদারা আপনার কাছ থেকে ফোনে কিছু শুনতে চায়। এমামুয্‌যামান তাকে বোললেন, মাগরেবের সালাতের পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। মাগরেবের পরে মোবাইল ফোনের সঙ্গে লাউড স্পিকারের সংযোগ কোরে দিলে এমামুয্‌যামান সবার জন্য ১০ মিনিটের একটি ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণের পর যথারীতি অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি আবার আরম্ভ হোল এবং যথাসময়ে তার সমাপ্তিও হোল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তিন শতেরও বেশী মোজাহেদ ও মোজাহেদারা কেউ বুঝলেন না, উপলব্ধি কোরলেন না যে এমামুয্‌যামানের ঐ ১০ মিনিটের ভাষণের মধ্যে রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'আলা তাঁর কয়েকটি অলৌকিক (মো'জেজা- *Miracle)* ব্যাপার প্রদর্শন কোরলেন। এমামুয্‌যামানের বক্তব্য প্রদানের পূর্ব মুহূর্তে ছাদের পরিবেশ ছিল খুবই হট্টগোলপূর্ণ, ঠিক যেমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে হোয়ে থাকে। ৪৩টি বাচ্চার চিৎকার, চেঁচামেচি তো আছেই নিকটেই কোন মসজিদ বা ওয়াজ মাহফিল থেকে লাউড স্পিকারের আওয়াজ আসছিল। বাড়িটি বিশ্বরোড সংলগ্ন হওয়ায় গাড়ির হর্নের ক্রমাগত আওয়াজ তো ছিলই। কাছেই কোথাও একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকারে বাজানো গান-বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বাইরে ছিল প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ। প্রচণ্ড বাতাসে প্যান্ডেলের কাপড় পত্ পত্ কোরে শব্দ কোরছিল। সেদিন ছিল ঐ বছরের অন্যতম

শীতল দিন। ছাদের অর্দ্ধেক অংশ প্যান্ডেলে ঘেরা হোলেও বাকি অর্দ্ধেক ছিল খোলা। যারা সেই খোলা অংশে ছিলেন তাদের শীতে খুব কষ্ট হোচ্ছিল, যারা ভিতরে ছিলেন তারাও খুব কাহিল হোয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন এমামুয্যামান তাঁর ভাষণ আরম্ভ কোরলেন তখন পরিবেশ পুরো অন্যরকম হোয়ে গেল, যদিও সেখানে উপস্থিত কেউই তা খেয়াল কোরল না। কিন্তু প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কিছু অনুভূতি হোয়েছিল যা কেউই আমল দেন নি, তা নিয়ে কোন আলোচনাও করেন নি। অনুষ্ঠান শেষে আম্মাজান বাসায় ফিরে গেলে রাতে এমামুয্যামান স্বাভাবিকভাবেই তার কাছ থেকে অনুষ্ঠানের খোঁজ খবর নেন। এমামের বক্তব্য ভালো শোনা গেছে কিনা জানতে চাইলে আম্মাজান যা বলেন তা হোচ্ছে, তার কাছে ভাষণ চলাকালীন পরিবেশটা এমন নিস্তব্ধ মনে হোয়েছে যেন তিনি গভীর পানির মধ্যে বোসে এমামের কথা শুনছেন। এবং শুনছেন অনেক দিন পরে। তার কাছে মনে হয় যেন এমাম মাত্র ২ মিনিট কথা বোলেছেন। এমাম তাঁর কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হন, কারণ তিনি জানতে পারেন অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ এর কাছাকাছি বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা উপস্থিত ছিল। এতগুলো বাচ্চার ১০ মিনিট ধোরে এমন চুপ কোরে থাকা সম্ভব নয়। এ থেকে এমামুয্যামানের মনে ধারণা সৃষ্টি হয় যে সেখানে আল্লাহ কোন অলৌকিক বিষয় ঘোটিয়েছেন। তিনি পরদিন অন্য মোজাহেদদের কাছ থেকেও অনুষ্ঠানস্থলের বিবরণ শোনেন এবং মো'জেজা সংঘটনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হন। তখন এমামের হুকুমে শুরু হয় অনুষ্ঠানটির বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান। উপস্থিত সকলকে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলি লিখে জমা দেন। সেই অনুসন্ধানে বেরিয়ে এলো কতগুলি সাংঘাতিক অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেগুলি হেচ্ছে:-

১. এমামুয্যামানের ভাষণ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত থেকে চারিদিকে একটি অদ্ভুত পিনপতন নীরবতা, নিস্তব্ধতা নেমে এলো। মনে হোচ্ছিল পৃথিবীর সমস্ত শব্দ থেমে গেছে। কোথাও সামান্যতম শব্দ নেই, শুধু এমামুয্যামানের বলিষ্ঠ, সুন্দর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে এবং প্রতিটি শব্দ এত পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছে যে, পরে অনেকে বোলেছেন তাঁর সামনে বোসেও তাঁর কথা কোন দিন এত পরিষ্কারভাবে শোনা যায় নি। কেউ কেউ বোলেছেন যে, মনে হোচ্ছিল তাঁর সামনে বোসে কথা শুনছি। কেউ বোলেছেন যে, মনে হোচ্ছিল তাঁর প্রতিটি কথা সরাসরি হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ কোরছে। কেউ বোলেছেন যে, এমামের ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম এই বোধ ছিলো না, আমি পৃথিবীতে নাকি আসমানে ছিলাম এ বোধও ছিলো না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমন অনেককে জিজ্ঞাসা কোরে দেখা গেছে এই নিস্তব্ধতার এবং একাগ্রতার প্রভাব প্রায় প্রত্যেকের ওপর পড়েছিলো - কারো কম, কারো বেশী। মনে হোচ্ছিল বিশেষ মুহূর্তে এমামুয্যামান আমাদের কোন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। এই নিস্তব্ধতা ও একাগ্রতা এমামুয্যামানের ভাষণের শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিলো।

২. এমামের ভাষণ আরম্ভের একটু আগে পর্যন্তও আমাদের সেই লাউড স্পিকার দু'টির শব্দ ছিল অস্পষ্ট, খুব খেয়াল কোরে বুঝতে হোচ্ছিল। কারণ সাউন্ড সিস্টেমটাই ছিল অনেক পুরানো। কিন্তু এমাম কথা বলার সামান্য আগেই হঠাৎ লাউড স্পিকারের শব্দ একদম পরিষ্কার হোয়ে গেল। সাউন্ড সিস্টেমের যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তিনি নিজেই অবাক হোয়ে ভেবেছিলেন যে আমি এত সুন্দর সাউন্ড এ্যাডজাস্ট কোরেছি!

৩. এমামের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩টি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ ৪৩টি শিশু একদম চুপ হোয়ে গেলো এবং এই চুপ হওয়া এমামুয্যামানের ভাষণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত জারি রোইলো। কোন বাচ্চা একটা 'টু' শব্দও কোরল না। ৩/৪ টা বাচ্চাকে ২ মিনিট চুপ কোরিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার একথা সবাই মানবেন। সেখানে ৪৩টি বিভিন্ন বয়সের শিশুকে, যার মধ্যে তিনটি কোলের শিশু, তাদেরকে পুরো ১০ মিনিট একদম চুপ কোরিয়ে রাখা অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনাই সেদিন ঘোটল। ছাদের ঐ স্বল্প পরিসরে শিশু বাচ্চাগুলি সবার মধ্যে মিশে বোসেছিলো - কেউ তাদের চুপ কোরতে বলে নাই। কিন্তু এমামের ভাষণ শুরু

হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শিশু বাচ্চা একটা 'টু' শব্দ কোরল না। তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার পর যথারীতি বাচ্চাদের যা স্বাভাবিক কাজ, অর্থাৎ গোলমাল, হৈ চৈ শুরু কোরে দিলো।

৪. অনুষ্ঠানের আগে থেকেই বাইরের যে ২টি লাউড স্পিকারের *(Loud Speaker)* শব্দ ভেসে আসছিলো, এমামের ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেউ সেগুলির শব্দ শুনতে পান নি। অর্থাৎ ঐ লাউড স্পিকার দু'টি বন্ধ কোরে দেওয়া হোয়েছিলো, না হয় ওগুলোর শব্দ আমাদের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পৌছাতে দেওয়া হয় নি।

৫. বিকাল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো। মাঝে মাঝেই বাতাস বেশ জোরে বইছিলো। প্যান্ডেলের কাপড়গুলো বাতাসে পত্ পত্ শব্দ কোরছিলো। এমামুয্যামানের ভাষণ শুরু হবার আগ পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চোলছিলো। ঠাণ্ডা বাতাসে অনেকেই বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন, বিশেষ কোরে যারা ফাঁকা অংশে ছিলেন। মাগরেবের পর এমামুয্যামানের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস একদম বন্ধ হোয়ে গেলো। অনুষ্ঠান হোচ্ছিলো চারতলার ছাদের ওপরে। কিন্তু এমামের ভাষণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত শৈত্য প্রবাহ বন্ধ হোয়ে গেল। ভাষণ শুরু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত যে কনকনে ঠাণ্ডা ছিল তা পরিবর্ত্তিত হোয়ে আরামদায়ক উষ্ণতায় পর্য্যবসিত হোল। এ সময় প্যান্ডেলের কাপড়ের কোন পত্ পত্ শব্দও শোনা যায় নি। এতক্ষণ শীতে যারা কাঁপছিলেন প্রায়, তাদের জন্য আবহাওয়া আরামদায়ক হোয়ে গেল, শীতের কোন অনুভূতিই তাদের রোইল না।

৬. অনুষ্ঠানস্থলে ২৭৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক মোজাহেদ মোজাহেদার প্রায় সকলেরই কাছে মোবাইল ফোন ছিল। বেশীর ভাগই তাদের ফোন বন্ধ রাখলেও ৫২টি ফোন অন করা ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারাদেশের আমীরগণ, যাদের প্রত্যেকের ফোনে প্রচুর কল আসে। কিন্তু এমামের ভাষণের সময় এই ৫২টির একটিতেও কোন রিং বাজে নাই, কোন কল আসে নাই। এতগুলি ফোনের মধ্যে ১০ মিনিটে একটিও কল না আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৭. সকলের মনকে আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ভাষণের প্রতি কেন্দ্রীভূত কোরেছিলেন। কেউ এ সময় বাইরের কোন আওয়াজ শুনতে পান নি, শীতের অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, বাচ্চারা নীরব হোয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তাদের মনোযোগে বিচ্যুতি হোতে পারে এমন কোন ঘটনাই তখন আল্লাহ ঘোটতে দেন নি। কেউ বোলেছেন, মনে হোল যেন গভীর পানির মধ্যে বোসে এমামের কথা শুনছি, কেউ বোলেছেন, তখন মনে হোয়েছে পৃথিবীতে কেবল আমি আর এমাম আছি। অনেক বাবা-মা বোলেছেন তাদের বাচ্চা তাদের কাছে বোসে ছিল কিন্তু কখন যে তারা চোলে গেছে তারা বোলতেও পারবেন না। মোট কথা এমামের ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই আত্মবিস্মৃত হোয়ে শুধু তাঁর কথা শুনেছেন, আর কিছুই শোনেন নাই। এইভাবে সকলের মনোযোগকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হওয়াকে এমাম সেদিনের সবচেয়ে বড় মো'জেজা বোলেছেন।

৮. ঘটনার চারমাস পরে আমরা উদ্ঘাটন কোরি যে, এই ভাষণে এমামুয্যামানের কথাগুলির মধ্যে আল্লাহ তিন (৩) সংখ্যার একটি অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন কোরেছেন। ভাষণের অন্তত ৩০টির অধিক বিষয় তিনবার কোরে এসেছে বা ৩ দ্বারা বিভাজ্য। এই আটটি মো'জেজার মধ্যে সাতটি মো'জেজা আল্লাহ এমনভাবে ঘটালেন যেগুলি কেবলমাত্র ঐ সময়ে ঐ স্থানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাই দেখতে পেলেন। আর বাকী যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, বা যারা পরবর্ত্তীতে আসবেন তাদের জন্য আল্লাহ এই সংখ্যাজালের মো'জেজা ঘটালেন এমনভাবে যেটি ঐ স্থান-কাল-পাত্রের সীমানায় সীমাবদ্ধ রোইল না। এটি আল্লাহ ঘটালেন কোর'আনের সংখ্যা সংক্রান্ত মো'জেজাটির সাথে মিল রেখে। সমস্ত কোর'আনকে আল্লাহ যেভাবে উনিশ সংখ্যার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন, ঠিক একইভাবে সেদিন এমামের সংক্ষিপ্ত ভাষণটিকে আল্লাহ বাঁধলেন তিন (৩) সংখ্যার জাল দিয়ে। এ ভাষণটি যদি মানবীয় চিন্তাপ্রসূত হোত তাহোলে এই স্বল্প সময়ের ভাষণের মধ্যে এতগুলি ৩ সংখ্যার সমন্বয়বিধান করা সম্ভব হোত না। এই অলৌকিক সংখ্যাজাল এটাই প্রমাণ করে যে সেদিন এমামুয্যামান যা বোলেছেন সেগুলি আল্লাহরই কথা যা তিনি এমামের মুখ দিয়ে বোলিয়েছেন।

সব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সেদিন এমামুয্যামানের ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানের এ ছাদটি আল্লাহ পাক দুনিয়া থেকে আলাদা, পৃথক কোরে দিয়েছিলেন। একটা নিচ্ছিদ্র নীরবতা, নিস্তব্ধতা দিয়ে জায়গাটি সীল *(Seal)* কোরে দিয়েছিলেন। বাইরের কোন শব্দ আসছিলো না, ছাদের ওপরে মোজাহেদ মোজাহেদাদের তো কথাই নেই, ৪৩টির মত শিশু-বাচ্চাদের কাছ থেকেও কোন সামান্যতম শব্দ শোনা যায় নি। ঠাণ্ডা বাতাস চলা বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো। সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩১৮ মোজাহেদ মোজাহেদার মধ্যে কেউ উপলব্ধি কোরতে পারেন নাই যে, আল্লাহ তায়ালা নিজে কত বড় একটা মো'জেজা সংঘটন কোরলেন, এমনকি স্বয়ং এমামও বুঝতে পারেন নাই। পরে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেওয়ার পর, তদন্তের পর আমরা বুঝতে পারলাম যে কী বিরাট একটি ঘটনা সেখানে হোয়েছে।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে, মহামহীম আল্লাহ তা'আলা সেদিন কি উদ্দেশ্যে এই অলৌকিক ঘটনা, মো'জেজা ঘটালেন? এই মো'জেজার আসল উদ্দেশ্য হোল এমামের ভাষণটি সেখানে উপস্থিত সকলকে এবং তাদের মাধ্যমে অনুপস্থিতদেরকেও শোনানো। সেদিনের সংঘটিত সবগুলির মো'জেজার মধ্যে এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার বোঝা যায়। এমামের ভাষণ শুনতে ব্যাঘাত সৃষ্টি কোরবে এমন অনেকগুলি কারণ সেখানে ছিল, যে কারণগুলি দূর করার সাধ্য ও ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর মোজাহেদরা তাঁর মনোনীত এমামের কথাগুলি সর্বোচ্চ মনোযোগের সাথে শুনতে পান। তাই তিনি পুরো ছাদটিতে বাইরের সবরকম শব্দ আসা বন্ধ কোরে দিলেন। সেখানে অপার্থিব একটি নীরবতা সৃষ্টি হোল। ৪৩টি শিশুকে ১০ মিনিটের জন্য নীরব কোরে দিলেন। শীতল ঝোড়ো বাতাস বন্ধ কোরে দিলেন যেন কারও প্যান্ডেলের কাপড়ের আওয়াজ বা শীতের দিকে মনোযোগ না যায়। মোবাইলে কোন রিং আসা বন্ধ কোরে দিলেন। লাউড স্পিকারের শব্দ অসাধারণ পরিষ্কার কোরে দিলেন। সবাইকে আত্মবিস্মৃত কোরে এমামের কথার প্রতি তাদের মনকে কেন্দ্রীভূত কোরলেন। এ সব কিছুই কোরলেন একটি উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ চান আমরা এমামের ঐদিনের কথাগুলি যেন শতভাগ পুর্ণাঙ্গভাবে শুনতে পাই। **তাহোলে পরবর্ত্তী মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল, কি সংবাদ ছিল সেই ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যার জন্য তিনি নিজে এতগুলি মো'জেজা একত্রে সংঘটন কোরলেন?**

খেয়াল কোরে পর্য্যবেক্ষণ কোরলে দেখা যায় এতে মানবজাতির জন্য বিরাট একটি সুসংবাদ আল্লাহ জানিয়েছেন। তা হোল: **এক, হেযবুত তওহীদ আল্লাহর গঠন করা আন্দোলন, এটি সত্য-হক এসলামের ধারক, দুই, স্বভাবতই এর এমামও আল্লাহর মনোনীত এবং তিন, এই হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হবে এনশা'ল্লাহ।**

রসুলাল্লাহ বোলেছেন, এমন সময় আসবে যখন পৃথিবীতে এমন কোন গৃহ বা তাঁবু থাকবে না যেখানে এই এসলাম প্রবেশ না কোরবে [হাদীস- মেকদাদ (রা:) থেকে আহমদ, মেশকাত।] সেই সময় এখনই। সুতরাং যামানার এমামের মাধ্যমেই আল্লাহর রসুলের ঐ হাদীস সত্যে পরিণত হবে এনশা'আল্লাহ।

***

এই মহা-বিস্ময়কর ও সম্মানিত মো'জেজার ১ম বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠানটি আমরা আমাদের সাধ্যমত জাঁকজমকের সাথে করার চেষ্টা কোরেছিলাম। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় এমামুয্যামান আমাদের দেশের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। এই নিমন্ত্রণের তালিকায় ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী, পুলিস প্রধান, সেনা প্রধান, নৌ-প্রধান, বিমান বাহিনীর প্রধান, মন্ত্রী সভার কয়েকজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রমুখ। আমরা আমাদের সাধ্যমত আয়োজন কোরেছিলাম নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে সাদরে বরণ কোরে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা কেউই এমামের এই নিমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। এমন কি তাদের একজনও আসার ব্যাপারে অপারগতাও প্রকাশ করার ন্যূনতম ভদ্রতাটুকুও দেখান নি।

'আপনি জানেন কি?' শিরোনামের তথ্য বিবরণীতে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ নির্যাতন করা হোয়েছে তার আংশিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হোয়েছে। এই পরিসংখ্যান প্রশাসনের সর্বত্র প্রদান করা হোয়েছে। পরবর্তীতে এটি বিজ্ঞাপন আকারেও দেশের প্রধান দৈনিক পত্রিকা ও আঞ্চলিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করা হোয়েছে।

আপনি জানেন কি?

হেযবুত তওহীদ (প্রতিষ্ঠা-১৯৯৫)

প্রতিষ্ঠাতা: যামানার এমাম (The Leader of the Time)

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

মহামান্য হাইকোর্টের রায়

হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়।

[ক্রিমি-মিস কেস নং-১৩৭৩৩/২০০৯, আদেশ-১০/১২/২০০৯ এবং ক্রিমি: মিসকেস: ১৮৫১/০৭]

হেযবুত তওহীদের হ্যান্ডবিল বিতরণ অর্থাৎ এর প্রচারকার্য্যে কোন বাধা নেই।

[ক্রিমি: মিসকেস: ১১৮৪/০৬]

সাবেক পুলিশ প্রধান (আই.জি.পি) এর বক্তব্য

"হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের আশংকা করি না। কারণ তারা শুধু দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত। এ পর্যন্ত তারা কোন প্রকার নাশকতা সৃষ্টির কাজে জড়িত হয় নি, আমি যতটুকু জানি, এমন কোন ঘটনা ঘটানোর কাজে এরা জড়িত হবে না।" [স্থান-রাজারবাগ পুলিস লাইন, ঢাকা, তাং-১৫/১২/০৭, অফিসার্স কল্যাণ সমিতির বাৎসরিক সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে]

পুলিশ কমিশনার

হেযবুত তওহীদ নামের কোন সংগঠনকে এখনও নিষিদ্ধ করা হয় নি। এই সংগঠনটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। (মহানগর পুলিস কমিশনার, রাজশাহী, সূত্র: দৈনিক সানশাইন, রাজশাহী, তাং-২৬/০১/২০১১)

এস.পি. তদন্ত রিপোর্ট

হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, জঙ্গী ও মৌলবাদী সংগঠন নয়। [এস.পি, সাতক্ষীরা, কালীগঞ্জ থানা, জিডি-৬৪৯, ১৭/০৫/০৭]

এর আগেও হেযবুত তওহীদের সদস্যদের গ্রেফতার করা হোয়েছিল। কিন্তু কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। (এস.পি. ময়মনসিংহের বক্তব্য, দৈনিক ইত্তেফাক, পৃষ্ঠা-১৫, তারিখ-২১/০৭/০৯)

আদালতে প্রদত্ত থানা তদন্ত রিপোর্ট

এ পর্যন্ত ১৮৫ বার বিভিন্ন থানা থেকে হেযবুত তওহীদ ও হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে নিরপরাধ ও রাষ্ট্রবিরোধী নয় বোলে আদালতকে অবহিত করা হোয়েছে, এমন কি এসলাম-বিরোধী বা জঙ্গী সম্পৃক্ত নয় বোলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হোয়েছে যার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ:

⇨ আসামীদের হেফাজত হইতে প্রাপ্ত ও জব্দকৃত আলামত (হেযবুত তওহীদের বইসমূহ) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দেখা যায় আসামীগণ কোন জঙ্গী সংগঠন ও জঙ্গী কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত নাই এবং হেযবুত তওহীদ সংগঠন ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত আছে মর্মে কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় নাই। আমার ব্যাপক তদন্ত ও গোপনে এবং প্রকাশ্য অনুসন্ধানে 'হেযবুত তওহীদ' নিষিদ্ধ কোন সংগঠন না হওয়ায়

তাহাদের কার্য্যক্রম বৈধ বলিয়া প্রকাশ পায়। [সহকারী কমিশনার (এ.সি. প্রসিকিউশন) সি.এম.পি.-র মাধ্যমে তদন্ত রিপোর্ট-০৩/০২/২০১১, কোতয়ালী থানার জি.ডি. নং ২০০৯, তাং-৩১/১২/২০১০ইং, চট্টগ্রাম]

➯ আসামীদ্বয় ইসলামী সংগঠন হেযবুত তওহীদের সদস্য। আসামীদ্বয়ের সাথে তদন্তকালে কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায় নাই। [পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-২৭/১১/২০১০, আশুলিয়া থানার জি.ডি. নং ১৫৫৪, তাং-২৩/১০/২০১০ইং, ঢাকা]

➯ হেযবুত তওহীদ কোন নিষিদ্ধ সংগঠন নয় এবং আসামীদের সাথে থাকা দাজ্জাল নামীয় বই ও সিডি বর্ত্তমানে নিষিদ্ধ নয় বলিয়া জানা যায় এবং তাদের কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না বলে জানা যায়। [পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-২৪/১১/১০, ফেনী মডেল থানার জিডি নং-১৮১, তাং-০৪/১১/১০ইং]

➯ আসামীদের বিরুদ্ধে জিডি ঘটনার বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রকাশ্য ও গোপনে ব্যাপকভাবে তদন্ত কোরি। তদন্তকালেও আসামীদের হেফাজতে থাকা বই পর্যালোচনায় ইসলাম বিরোধী ও জঙ্গী সংগঠনের কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় নাই। কোন অপ্রীতিকর কাজের সাথে জড়িত আছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। (পুলিস তদন্ত রিপোর্ট- ৮/৮/১০, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানার জি.ডি. নং ৪৭৬, তাং-৯/০৭/১০ ইং, ঢাকা)

➯ তদন্তকালে আসামীদের স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায়, হেযবুত তওহীদ নামক সংগঠনটি কোন জঙ্গী সংগঠন নয় এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। উল্লেখ্য বিষয়ে গভীর তদন্ত ও ব্যাপক অনুসন্ধান করে এবং হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ কোন সংগঠন না হওয়ায় তাদের কার্য্যক্রম বৈধ বলে প্রকাশ পায়। (পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-২১/০৬/০৯. ডিমলা থানার সাধারণ ডাইরী নং ৬৩৭, তাং ১৬/৫/১০, নীলফামারী)

➯ ইসলাম ও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে হেযবুত তওহীদ জড়িত নয় এবং এর সাথে উগ্র মৌলবাদী কোন সংগঠনের সম্পর্ক নেই। [পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-১৪/০১/০৯, কালীয়াকৈর থানা জিডি-৪৮২, তাং-১৮/১২/০৮, গাজীপুর]

এতদসত্ত্বেও এ আন্দোলন প্রশাসনের সীমাহীন অবিচার ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হোচ্ছে।

এ নির্যাতনের আংশিক পরিসংখ্যান

➯ আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে মোট ২৭৪টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হোয়েছে। এর মধ্যে ১৮৬টি মামলা ইতিমধ্যেই আদালত কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিচারাধীন বাকী ৮৮টি মামলার মধ্যে ৫৭টি মামলায় আমাদের মোজাহেদগণ ইতিমধ্যেই জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এবং সবগুলি মামলাতেই এনশাল্লাহ খুব শিগ্রীই তারা অব্যহতি পেয়ে যাবে।

➯ এ পর্যন্ত মোট ১২৪৯ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে জে.আই.সি, টি.এফ.আই. ও পুলিস রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে ২০০ জনকে কিন্তু বে-আইনী কিছুই পাওয়া যায় নি।

১৭ বছরে আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত – ০ (শূন্য) জন।

প্রশ্ন এই যে, নিম্ন ও উচ্চ আদালতের রায়ে, পুলিস প্রধান ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার মতে এ আন্দোলন নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এর উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রেফতার, নানা প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন চোলছেই।

এই বিপরীতমুখী অদ্ভুত পরিস্থিতির কারণ কি?

এর কারণ বুঝতে হোলে আমাদেরকে একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। কয়েক শতাব্দি আগে ইউরোপের খ্রীস্টানরা পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মোসলেম দেশকে সামরিক শক্তিবলে অধিকার করার পর এই জাতিটি যাতে আর কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করে। তার একটি হোচ্ছে–তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতিটিকে মানসিকভাবে তাদের অনুগত জাতিতে পরিণত কোরতে চাইল। কারণ শিক্ষাব্যবস্থা হলো এমন এক মাধ্যম যা দ্বারা মানুষের চরিত্রকে যেমনভাবে ইচ্ছা তৈরী করা যায়। তাই দখলকারী শক্তিগুলি তাদের অধিকৃত মোসলেম দেশগুলিতে পাশাপাশি দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কোরল। একটি সাধারণ শিক্ষা এবং অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা।

বৃহৎ মোসলেম জনগোষ্ঠীকে শাসকরা তাদের পছন্দমত একটি এসলাম শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। উদ্দেশ্য– পদানত মোসলেম জাতিটাকে এমন একটা এসলাম শিক্ষা দেয়া যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই একটা পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হয়, তারা কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে। অনেক গবেষণা কোরে তারা একটি বিকৃত এসলাম তৈরী কোরল যেটা বাহ্যিকভাবে দেখতে প্রকৃত এসলামের মতই কিন্তু ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামের একেবারে বিপরীত। এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে তারা এসলামের আত্মা তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামকে বাদ দিয়ে শুধু মাসলা মাসায়েল ও বিতর্কিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত কোরল, যাতে এই মাদ্রাসা-শিক্ষিত লোকগুলো সবসময় নিজেদের মধ্যে মতভেদ, তর্কাতর্কি ও কোন্দলে লিপ্ত থাকে এবং এটাকেই এসলাম মনে করে ও খ্রীস্টান শাসকদের বিরুদ্ধে কোনদিনও ঐক্যবদ্ধ হোতে না পারে। এখানে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোন কিছুই রাখা হলো না, **যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রী কোরে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে।** খ্রীস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রী কোরে উপার্জন কোরতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যায়; এ উপমহাদেশসহ খ্রীস্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দেশগুলিতে এই একই নীতি কার্য্যকরী কোরেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ সফল হোয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে তুলে ধরায় বর্ত্তমানের আলেম মোল্লা শ্রেণী হেযবুত তওহীদের ওপর ক্ষিপ্ত হোয়ে গেছেন। তাছাড়া আমাদের এমাম, এ যামানার এমাম পবিত্র কোর'আন থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর আয়াত বিক্রী কোরে টাকা উপার্জন করা আল্লাহ হারাম কোরেছেন অর্থাৎ **তারা যে নামায, জুমা-ঈদ পড়িয়ে, খতম, মিলাদ, তারাবি ও জানাজা পড়িয়ে, ফতোয়া লিখে ও দিয়ে, ওয়াজ কোরে ইত্যাদি নানাভাবে পয়সা উপার্জন কোরে খাচ্ছেন তা আল্লাহর ভাষায় আগুন খাওয়ার সমান।**[১] তাদের এই সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হোয়ে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছেন। আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে যত হয়রানী করা হোয়েছে তার উল্লেখযোগ্য অংশের পেছনেই ছিল এই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের প্ররোচনা। পরিহাসের বিষয় এই যে, এরা জনসাধারণকে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কোরে দেন এই বোলে যে, আমরা নাকি কাফের ও খ্রীস্টান হোয়ে গেছি। আর হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে পুলিসে ধোরিয়ে দেন এই বোলে যে, এরা জঙ্গী, এরা সন্ত্রাস কোরে এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরতে চায় - অর্থাৎ ঠিক উল্টো কথা।

এ তো গেল মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। এবার আসা যাক সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে। ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু কোরল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা কোরল এই জন্য যে, এ বিরাট এলাকা শাসন কোরতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না; সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজী ভাষা, সূদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজারাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; সেখানে আল্লাহ, রাসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না, সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সম্পূর্ণ বাদ রাখা হলো। **তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হোল যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনম্মন্যতায় আপ্লুত থাকে** এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ *(A hostile attitude)* সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের খ্রীস্টান শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলিকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিয়ে চোলে যাওয়ার

১। সুরা বাকারা-১৭৪-১৭৫

পরও সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজও চালু আছে এবং এ ব্যবস্থায় শিক্ষিতদের এসলামের প্রতি সেই বিদ্বেষভাব এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া পুরোটাই এই এসলাম বিরোধী শিক্ষিত শ্রেণীটির হাতে; এসলামবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে এই শ্রেণীটি শুধু যে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার প্রয়োগ চান না তাই নয় এসলামের প্রতি তাদের মনোভাব অবজ্ঞা ও শত্রুভাবাপন্ন। যেহেতু হেযবুত তওহীদ প্রকাশ্যভাবে চায় আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা (দীন) পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত হোক, তাই স্বভাবতই এই শ্রেণীটি হেযবুত তওহীদেরও বিরোধী। তারা সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেটে গত ১৫ বছর ধোরে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। হেযবুত তওহীদ সত্যিই সন্ত্রাসী কিনা, আইনভঙ্গ কোরছে কিনা এসব দেখারও তারা প্রয়োজন বোধ কোরছেন না। হেযবুত তওহীদ এসলাম প্রচার কোরছে এই অপরাধই তাদের কাছে যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে যে ২৭৪টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হোয়েছে, তার অধিকাংশেরই কারণ মিডিয়ার মিথ্যাচার যা দ্বারা জনসাধারণ এবং প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিগণও দারুণভাবে প্রভাবিত। কিন্তু বাস্তবে তদন্ত কোরতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্ত্তাগণ আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের একটিও অপরাধ ও আইনভঙ্গ খুঁজে পান নি, যে কথা তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের তদন্ত প্রতিবেদনগুলিতে উল্লেখ কোরেছেন। বিজ্ঞ আদালত সেসব তদন্ত রিপোর্টের মূল্যায়ন কোরলেও মিডিয়ার কাছে সেগুলি মূল্যহীন। তাদের তথ্যসন্ত্রাসে এতে বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়ে নি। এসলামকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে বিশ্বময় যে এসলাম বিরোধী প্রচারণা এখন চোলছে, হেযবুত তওহীদ তারই বলি।

তবে মিডিয়ার প্রকৃত অবস্থান যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, এসলামের বিরুদ্ধে তা সংবাদপত্রের সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন। যারা নিয়মিতভাবে দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমগুলির প্রচারিত সংবাদ পড়েন, শোনেন এবং দেখেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কোরে থাকবেন যে, মিডিয়া দীর্ঘদিন যাবত হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করানোর জন্য সরকারের ওপর অবিশ্রান্তভাবে চাপ প্রয়োগ কোরে আসছে; এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে হয়রানী, গ্রেফতার, রিমান্ড ও নির্যাতন করার জন্য লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরে চোলছে। তাদের মিথ্যা অপপ্রচারে প্রভাবিত হোয়ে পুলিস, র‍্যাব ইত্যাদি বাহিনীর সদস্যরা আমাদের কি পরিমাণ হয়রানী ও নির্যাতন কোরে চোলেছে তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হোয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের একজন কর্মীও আদালতে দোষী প্রমাণিত হয় নি। এতে মিডিয়া আরো মরিয়া হোয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য *(Forcing the hands)* যাদেরকে নিষিদ্ধ করা জরুরী বোলে তারা (মিডিয়া) নিজেরা মনে করে সেগুলির তালিকা তৈরী কোরে বহুবার সংবাদপত্রে প্রকাশ কোরেছেন এই বোলে যে **'এদের নিষিদ্ধ করা উচিৎ এবং সরকার অতি শীঘ্র এদের নিষিদ্ধ ঘোষণা কোরতে যাচ্ছে'**।[১] এইসব তালিকায় তারা প্রতিবারই হেযবুত তওহীদের নাম প্রথম দিকে সন্নিবেশিত কোরেছেন। লক্ষণীয় যে, এই তালিকগুলোয় তারা যে সব আন্দোলন বা সংগঠনের নাম উল্লেখ কোরেছেন তার সবগুলিই জাতীয় জীবনে এসলামী সমাজব্যবস্থা চায় এবং তালিকার মধ্যে সেই সব চরমপন্থী সন্ত্রাসী বাহিনীগুলির নাম নেই যারা চাঁদাবাজী, নরহত্যা, গুম, ডাকাতি, লুণ্ঠন, অপহরণ, চোরাকারবারী, অবৈধ অস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে, এমন কি পুলিসের সাথে বন্দুকযুদ্ধ, পুলিস হত্যা, থানা লুটের ন্যায় মারাত্মক অপরাধ অহরহ কোরছে।

লক্ষণীয় এই যে, মিডিয়া কর্তৃক উক্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর পুলিস প্রশাসন ব্যাপকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত কোরে প্রকৃতপক্ষেই যারা নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত তাদের একটি তালিকা সরকারকে প্রদান করে। উক্ত তালিকাটি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২] গোয়েন্দা পুলিস প্রদত্ত সেই তালিকায় স্বভাবতই উপরোক্ত ঐ সন্ত্রাসী বামপন্থী দলগুলির নামই স্থান পেয়েছে এবং তাতে হেযবুত তওহীদের নাম নেই। এটা

১। দৈনিক যুগান্তর ২৪/১০/২০০৯

২। দৈনিক ইনকেলাব ২৯/১০/২০০৯

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রশাসন বিভাগ সরেজমিনে তদন্ত কোরে যারা সত্যিই নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত তাদের নামই সরকারের কাছে সুপারিশ কোরেছেন। অথচ এই মিডিয়া কতোখানি নির্লজ্জ তার একটি নমুনা হোচ্ছে এই যে, **পুলিস প্রণীত উক্ত তালিকাটিতে তাদের দূরভিসন্ধি প্রতিফলিত না হওয়ায় তারা তখনই আরেকটি তালিকা প্রকাশ করে যার এক নম্বরে আবারও হেযবুত তওহীদের নাম।**[১] এবং লক্ষণীয় ব্যাপার হোল এ তালিকাতেও কোন চরমপন্থী দলের নাম ছিল না।

চরমপন্থী এই সব দলের সংঘটিত অপরাধের বিবরণ শুনলে যে কোন মানুষেরই গা-শিউরে উঠবে। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে জনসমক্ষে নির্মমভাবে হত্যা কোরছে, মৃতদেহকে খণ্ডবিখণ্ড কোরে বিভিন্ন জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে কাটা মাথা ফেলে রাখছে।[২] শুধু তাই নয়, তারা বহু থানা, পুলিস ফাঁড়ি আক্রমণ কোরে অস্ত্রশস্ত্র লুট কোরেছে, এ যাবত শত শত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী লোককে হত্যা কোরেছে। তাদের এই সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপের কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ কোরছি।[৩]

❑ **নরহত্যা:** স্বাধীনতার পর পরই আরম্ভ হয় বামপন্থীদের দৌরাত্ম। ১৯৭২ এর জানুয়ারী থেকে জুন '৭৩ পর্যন্ত চরমপন্থীদের হাতে খুন হয় ৪,০২৫ জন মানুষ।[৪] গত ৩৭ বছরে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষকে নিজেরা হত্যা কোরেছে অথবা হত্যার মুখে ঠেলে দিয়েছে।[৫] শুধু ২০১০ সনের জুন-আগস্ট মাসে কুষ্টিয়াতে খুন হোয়েছে ৭০ জনেরও বেশী। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গত ৩৬ বছরে খুন হোয়েছে ১৩ হাজার মানুষ। বেসরকারী হিসাবমতে, ৫ হাজার ৭০০ নিরীহ মানুষ এবং ৭ হাজার ২৩০ জন অন্তর্কোন্দলে খুন হোয়েছে।[৬] বাম চরমপন্থীদের তৎপরতার শুধুমাত্র ঝিনাইদহ জেলার যে চিত্র পাওয়া যায় তা রীতিমত ভয়ানক। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত দুই দশকে এই একটি জেলাতেই চরমপন্থী দলের হাতে ও নিজস্ব সংঘাতে ৩ হাজার মানুষ খুন হয়। আর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগের ২ বছরে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় শ্রেণী শত্রু খতমের নামে ৩৫০ জন মানুষ হত্যা করা হয়।[৭]

❑ **জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড:** গত দুই দশকে সিরাজগঞ্জ পাবনা ও নাটোরের বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থী দলের হামলায় ইউ.পি. চেয়ারম্যান ও পুলিসসহ কমপক্ষে আড়াই শ' মানুষ খুন হোয়েছে।[৮] ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোয় **প্রায় ৬৬ জন চেয়ারম্যান চরমপন্থীদের হাতে খুন হোয়েছেন,**[৯] এর প্রায় অর্দ্ধশত হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হোয়েছে গত এক দশকের মধ্যে।[১০] ভয়ে গ্রাম ছেড়েছেন বহু চেয়ারম্যান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এভাবেই বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, নির্বাচিত ইউ.পি. মেম্বার, চেয়ারম্যান বা প্রার্থী নিহত হোয়েছেন যাদের সংখ্যা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

❑ **প্রশাসনের উপর হামলা ও অস্ত্র লুট:** গত এক যুগে (২১ ডিসেম্বর '১০ পর্যন্ত) দেশের বিভিন্ন থানা, পুলিস ক্যাম্প, ফাঁড়িসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা, রেলওয়ে, বন্দরে দায়িত্বরত পুলিস ও আনসারের উপর হামলা

১। দৈনিক যুগান্তর ৩০/১০/২০০৯

২। দৈনিক আমার দেশ ১১/০৮/২০০৯

৩। এখানে প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত যা তাদের অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের আংশিক চিত্র তুলে ধরে, সম্পূর্ণটা নয়।

৪। "বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস" লেখক-সাবেক তথ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।

৫। দৈনিক সংগ্রাম-২১/০৪/১১

৬। আমার দেশ-১২ মার্চ ২০১১

৭। sundaylinebd.com (30 November, 2010)

৮। দৈনিক কালেরকণ্ঠ ২২/০৭/২০১০

৯। kumarkhalihotnews.wordpress.com (31 March 2011)

১০। www.ukbdnews.com (23 March 2011)

চালিয়ে চরমপন্থীরা আগ্নেয়াস্ত্র দু'শটি এবং বিপুল পরিমাণ গোলা বারুদ লুট কোরেছে।[১] কোন কোন থানা দুইবার পর্যন্ত লুট করা হয়। **২০০৫ থেকে এখন পর্যন্ত ২৩ জন পুলিস কর্মকর্তা ও সদস্য সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয় যার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে চরমপন্থীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে।**[২] ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট এই দুই মাসে বাম উগ্রপন্থীরা ১৩টি পুলিস ফাঁড়ি ও ১৮টি বাজার আক্রমণ করে, ১৪০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ হাজার ৬শ ৮০টি গোলাবারুদ লুট করে। হত্যা করে ২৬ জন রাজনৈতিক নেতাকর্মী।[৩] ১৯৭৪ সালে চরমপন্থী নানা সশস্ত্র সংগঠনের হাতে ১৫০টি ছোট-বড় হাটবাজার লুট, অর্দ্ধশত ব্যাঙ্ক ডাকাতি, প্রায় দুই ডজন থানা ও পুলিস ফাঁড়ি লুট হোয়েছে।[৪]

পাঠক, অপরাধগুলির গুরুত্ব বিবেচনা কোরুন। পুলিস বাহিনী হোল আইন শৃঙ্খলা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেই বাহিনীর একটি থানা বা ফাঁড়ি আক্রমণ কোরে যখন কোন সংঘবদ্ধ দল পুলিস হত্যা কোরে অস্ত্র লুট কোরে নিয়ে যায়, সেই ঘটনাটি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক আঘাতস্বরূপ এবং এই ঘটনা যদি বারবার ঘটে তা নিশ্চয়ই আরও ভয়ঙ্কর! এমন মারাত্মক ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ? হওয়া উচিৎ যে, প্রশাসনের সর্বত্র নাড়া পড়ে যাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে। **কিন্তু আশ্চর্য্যজনক বিষয় হোচ্ছে, এই জাতীয় ঘটনা আমাদের দেশের ঐসব অঞ্চলে বহুবার ঘোটেছে এবং ঘোটছে কিন্তু প্রশাসনের সর্বত্র যেভাবে তোলপাড় হওয়ার কথা ছিল তা তো হয়ই নি বরং দেশের অন্যান্য থানার কর্মকর্তাদের অনেকেই হয়তো এ সংবাদগুলি জানেনও না, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই।** এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ 'মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট নীতি'। মিডিয়া যেভাবে ঘটনাগুলি প্রচার কোরলে প্রশাসনের সর্বত্র নাড়া পড়ে এবং প্রশাসন এই দলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কোরতে বাধ্য হয়, দেশের আপামর জনতা সচেতন হয় এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সেভাবে তারা প্রচার করে নি। তারা ঘটনাগুলি বড় জোর ভিতরের পাতায়, যেখানে কারো খুব একটা নজর পড়ে না এমন জায়গায় দায়সারাগোছের একটি সংবাদ পরিবেশন কোরেই তাদের দায়িত্ব পালন কোরে থাকে। তাদেরকে গ্রেফতার, হয়রানী, রিমান্ডে নেওয়ার জন্যও পুলিসকে প্ররোচিত করে না। অন্যদিকে হেযবুত তওহীদ সম্পূর্ণ বৈধ একটি আন্দোলন, যা নিষিদ্ধও নয়, জঙ্গীও নয়, গত ১৭ বছরে যে আন্দোলনের একটি মাত্র অপরাধ করার রেকর্ড নেই, সেই হেযবুত তওহীদকে মিডিয়া জঙ্গী, সন্ত্রাসী, নিষিদ্ধ, গোপন সংগঠন ইত্যাদি বোলে শত হাজারবার এমনভাবে প্রচার কোরেছে যে প্রশাসনের প্রায় সকলেই এই কথাগুলি মনেপ্রাণে বিশ্বাস কোরে নিয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে প্রোথিত হোয়েছে হেযবুত তওহীদ আসলেই জঙ্গী, নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

মিডিয়ার এই প্রোপাগান্ডার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ২০ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে 'দৈনিক দেশবাংলা'য় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম **"পটুয়াখালীতে হেযবুত তওহীদের ব্যানারে বই ও লিফলেট বিতরণ : জনমনে প্রশ্ন"**। সংবাদের ভাষ্য হোচ্ছে হেযবুত তওহীদের কিছু মহিলা কর্মী আন্দোলনের এমামের লেখা কিছু বই বিক্রয় কোরছিলেন। এ নিয়ে ৭ম ও ৮ম পৃষ্ঠার দুই কলাম জুড়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবাদটি ছাপা হয় এবং বই দু'টির রঙ্গিন ছবিও প্রকাশ করা হয়। অথচ এই দু'টি বই-ই সম্পূর্ণ বৈধ, কেবল তা-ই নয়, কোন বই প্রকাশ ও বিক্রয়ের জন্য যে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ কোরতে হয় তার সবকিছু মেনেই বইগুলি বিক্রয় করা হোচ্ছিল। তারপরও এই বৈধ কার্য্যক্রমকে প্রতিহত করার জন্য হেযবুত তওহীদের নামে সংবাদটিতে বহু মিথ্যাচারের পর উক্ত সংবাদকর্মী পটুয়াখালীর এস.পি.-র সাথে যোগাযোগ করেন এবং

১। bangla.newsbnn.com (২১/১২/২০১০ ঈসায়ী) (দৈনিক যুগান্তর থেকে)
২। দৈনিক প্রথম আলো ২১/০৮/২০১০
৩। দৈনিক সংগ্রাম-২১/০৪/১১ ঈসায়ী
৪। "বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস" লেখক-সাবেক তথ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।

তাকে প্রত্যক্ষভাবে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। ঐ একই পত্রিকায় একই দিনে শেষ পৃষ্ঠার এক কোণায় ছোট কোরে, খুব ভালো কোরে না দেখলে নজর পড়বে না এমন জায়গায় আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হোয়েছে যার শিরোনাম **"মেহেরপুরে চরমপন্থী আটক : অস্ত্রসহ ৩টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার।"** সংবাদ ভাষ্যে বলা হয় র‍্যাব অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় বন্দুক ও তিনটি বোমা উদ্ধার করে যার দু'টির ওজন ৪৫০ গ্রাম এবং অপরটির ওজন ৯৫০ গ্রাম। অতি সাধারণভাবে পরিবেশিত এ সংবাদে উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, এমন কি গ্রেফতারকৃত চরমপন্থীর ছবিও ছাপা হয় নি। একই দিনে একই পত্রিকায় প্রকাশিত দু'টি সংবাদের মধ্যে একটিতে রোয়েছে রায়ফেল ও বোমা উদ্ধার, আর অপরটিতে সম্পূর্ণ বৈধ দু'টি পুস্তিকার প্রচারকার্য্য, এ দু'টি সংবাদের মধ্যে কোন্টি আসলে প্রচার করার মত সংবাদ? নিঃসন্দেহে বোমা ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাটি, নয় কি? কিন্তু বাস্তবে মিডিয়া কি কোরেছে? তারা হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্য্যের ঘটনাটি, যা প্রকৃতপক্ষে কোন সংবাদই নয়- সেটাই এমন জোরে সোরে প্রচার কোরল এবং শব্দ ব্যবহারের কলাকৌশল প্রয়োগ কোরে অতি সাধারণ এ বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন কোরল যে মনে হয় হেযবুত তওহীদের কয়েকজন নারী কর্মী পুরো দক্ষিণবঙ্গে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি কোরে ফেলেছেন! এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দেওয়া হোল, এমন উদাহরণ আমরা শত শত দিতে পারি। অবশ্য আমাদের বিষয়ে এর চেয়ে তুচ্ছ ঘটনাও মিডিয়ার নজর এড়ায় না। হেযবুত তওহীদের এক মোজাহেদার সাথে তার স্বামীর আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে মনোমালিন্যের ঘটনা পর্যন্ত সেই জেলার আঞ্চলিক পত্রিকাগুলিতো বটেই, বেশ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায়ও স্থান পেয়েছে।[১] মিডিয়ার এই দ্বিমুখী নীতির কারণে সাধারণ মানুষ চরমপন্থীদের সন্ত্রাসের ঘটনা খুব কমই জানেন; পক্ষান্তরে হেযবুত তওহীদ কোন দিন কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত নেতিবাচক ধারণা পোষণ কোরে আছেন। এই নেতিবাচক ধারণা যেন কোনভাবে দূর না হোতে পারে এবং মানুষ যেন হেযবুত তওহীদের সম্পর্কে তাদের মিথ্যাচারগুলি (জঙ্গী, নিষিদ্ধ সংগঠন) ভুলতে না পারে সে জন্য একই মিথ্যা সংবাদ তারা বছরের পর বছর প্রচার *(Follow up)* কোরে যেতে থাকে। আজ এ পত্রিকা তো কাল অন্য পত্রিকায় ১০ বছর আগের চর্বিত চর্বন চোলতেই থাকে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মিডিয়া সর্বদা সচেষ্ট। হেযবুত তওহীদের সাথে ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশের জঙ্গীদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তারা জে.এম.বি.-র অঙ্গ সংগঠন, তারা পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর চরে গোপনে অস্ত্রের ট্রেনিং নেয়, বিদেশ থেকে তাদের জন্য অর্থ আসে ইত্যাদি বহু বানোয়াট বিষয় নিয়ে হাজার হাজার শব্দ তারা লিখেছেন। অপরপক্ষে ঐ চরমপন্থী দলগুলি ভয়ঙ্কর অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের সাথে বৈদেশিক সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত হওয়া সত্ত্বেও[২], এমনকি তারা গণতন্ত্র উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও[৩] তাদেরকে নিষিদ্ধ করার জন্য মিডিয়া সরকারকে কোন চাপ প্রয়োগ করে না। **১৭ বছরে একটিও অপরাধ না করা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ পরিকল্পিত অপপ্রচার *(Propaganda)* চালানো হোয়েছে, তার তুলনায় ঐ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী বামপন্থী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তার শতকরা একভাগ প্রচারও তারা চালায় নি।**

প্রশ্ন হোচ্ছে, হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের এত মরিয়া হোয়ে প্রশাসনের উপর ক্রমাগতভাবে চাপ সৃষ্টি করার কারণ কি?

১। দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ডেসটিনি, দৈনিক মতবাদ, দৈনিক আজকের পরিবর্ত্তন, দৈনিক শাহনামা, দৈনিক সোনালী সংবাদ (৩১/১২/২০০৭ ঈসায়ী)

২। ebanglapress.com

৩। তাদের সবচেয়ে প্রচারিত শ্লোগান: ভোটের বাক্সে লাথি মারো, সমাজতন্ত্র কায়েম করো।

মিডিয়ার এই বিপরীতমুখী আচরণের সহজ সরল কারণ হোচ্ছে, মিডিয়া যাদের হাতে তারা এই চরমপন্থী দলগুলির মতই এসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিদ্বেষী। তাই এই চরমপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত অন্যায়, অপরাধ, আইনভঙ্গ, গণতন্ত্রের বিরোধিতা ইত্যাদি কোন কিছুই মিডিয়ার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসলাম বিরোধিতার ব্যাপারে উক্ত সন্ত্রাসী দলগুলি এবং মিডিয়ার মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোন পার্থক্য নেই, তাদের অভিন্ন নীতি হোল এসলামের বিরোধিতা করা। **হেযবুত তওহীদ জঙ্গী না অহিংস, আইন ভঙ্গকারী না আইন মান্যকারী, সন্ত্রাসী না সন্ত্রাসবিরোধী - এসব মিডিয়ার কাছে কোন মুখ্য বিষয় নয়, হেযবুত তওহীদের বিরোধিতা কোরতেই হবে, কারণ হেযবুত তওহীদ এসলাম চায়, আর মিডিয়া আল্লাহ, রসুল ও এসলামের ঘোর বিরোধী।**

উল্লেখ্য যে, চরমপন্থী ঐ দলগুলির সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপ প্রসঙ্গটি এখানে অবতারণা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা তাদের সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কোরছি। বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্যে হোচ্ছে, মিডিয়া নিজেদের যে সন্ত্রাস বিরোধী অবস্থানের কথা প্রচার কোরে থাকে তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা প্রমাণ করা। তাদের অবস্থান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হোলে যারা প্রকৃতই সন্ত্রাসী তাদের বিরুদ্ধেই মিডিয়া বেশী সোচ্চার হোত। **উপরের পরিসংখ্যান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের প্রকৃত অবস্থান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, তাদের অবস্থান এসলামের বিরুদ্ধে।** হেযবুত তওহীদ এসলাম চায়, এই অপরাধই তাদের কাছে যথেষ্ট।

এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টো শক্তি, একটি এসলামবিদ্বেষী মিডিয়া, এবং অপরটি এসলামের ধারক-বাহক, পতাকাধারী আলেম-মোল্লা শ্রেণী, এই উভয় শ্রেণীর একতরফা, নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচারের ফলে জনগণ এবং প্রশাসন উভয়ই হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত হোয়ে আছেন। এই মিডিয়ার অপপ্রচারের মাধ্যম হোচ্ছে রেডিও, টিভি, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট ইত্যাদি এবং ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারের মাধ্যম হলো মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি। এদের উভয়ের অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হলো – সরকারকে ব্যবহার কোরে হেযবুত তওহীদকে দমন করা, এবং এতে তারা যথেষ্ট সফল হোয়েছে, সরকারকে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার কোরতে সক্ষম হোয়েছে এবং হোচ্ছে। তাই আদালতের রায় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে যারা হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে তদন্ত কোরেছেন তারা হেযবুত তওহীদকে নির্দোষ ঘোষণা করা সত্ত্বেও হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, এর কর্মীদেরকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানী সমানভাবে চোলছে।

যারা দেশের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের নিবেদন, ইতিপূর্বে আপনাদের বিভাগের যে সকল কর্মকর্ত্তা আমাদের বিষয়ে তদন্ত কোরেছেন আমাদের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ কোরেছি। তা সত্ত্বেও যদি আপনাদের ধারণা হয় যে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে গত ১৭ বছরে যথেষ্ট তদন্ত করা হয় নি, তবে **আপনারা আরও তদন্ত করুন। আপনাদের নিজস্ব দক্ষ জনবল আছে, তাদের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে আরও ঘনিষ্ট ও নিবীড়ভাবে হেযবুত তওহীদকে পর্য্যবেক্ষণ কোরুন।** এ বিষয়ে আমাদের তরফ থেকে আপনাদের সাধ্যমত সহযোগিতা করা হবে। কিন্তু মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের ভিত্তিতে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হোয়ে এই নির্দোষ আন্দোলনের কর্মীদেরকে আর অযথা হয়রানী কোরবেন না। বরং যারা প্রকৃতই অপরাধী তাদের দিকে আপনাদের মনোযোগ, শ্রম, অর্থ, সময় ব্যয় করুন, যাতে কোরে জাতি আপনাদের দ্বারা উপকৃত হয়। **জনসাধারণের প্রতিও এই অনুরোধ, যথেষ্ট হোয়েছে, ধর্মব্যবসায়ী ও এসলামবিরোধী মিডিয়ার মিথ্যাপ্রচারে প্রভাবিত হোয়ে আর আপনারা হেযবুত তওহীদের উপর অবিচার ও নির্যাতন চালাবেন না।**

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াত করুন। আমীন॥

দৈনিক ৫৬ পেরিয়ে আস্থায় শীর্ষে

ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

www.ittefaq.com | রেজি-ডিএ ৮৪ | ৫৭তম বর্ষ: ১২৫তম সংখ্যা | শুক্রবার, ১৮ বৈশাখ ১৪১৬ | ৫ জমা: আউ:, ১৪৩০ হিজরি | FRIDAY 1 MAY 2009 | মূল্য ১০.০০ টাকা

(পি.আই.ডি.সি) উন্নতমানের কাগজ কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে (১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ) সভাপতি ফজলুল হকের (১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আপনি জানেন কি?

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ ইং

প্রতিষ্ঠাতা: মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

১. হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়- মহামান্য হাইকোর্ট। (ক্রিমি: মিসকেস: ১৮৫১/০৭)

২. হেযবুত তওহীদের হ্যান্ডবিলের প্রচারে কোন বাধা নেই- মহামান্য হাইকোর্ট। (ক্রি.মি: ১১৮৪/০৬)

৩. হেযবুত তওহীদের প্রচারপত্র, বই ও অন্যান্য জব্দকৃত কাগজপত্র ফেরত প্রদানের নির্দেশ (ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ঢাকা: খিলক্ষেত থানা জিডি-৮৭২, ১৯/০৯/০৮, পুলিশ প্রতিবেদন-২০/১০/০৮)

৪. "হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের আশংকা করি না। কারণ হেযবুত তওহীদ শুধু দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, এ পর্যন্ত তারা কোন প্রকার নাশকতা সৃষ্টির কাজে জড়িত হয় নি। আমি যতটুকু জানি, এমন কোন ঘটনা ঘটানোর কাজে এরা জড়িত হবে না।"- পুলিশ প্রধান (আই.জি.পি) স্থান-রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা, তাং-১৫/১২/০৭।

৫. হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, জঙ্গী ও মৌলবাদী সংগঠন নয়। -এস.পি রিপোর্ট সাতক্ষীরা (কালীগঞ্জ থানা জিডি-৬৪৯, ১৭/০৫/০৭)

৬. হেযবুত তওহীদ কোন উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত নয় এবং কোন ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রবিরোধী সহিংস ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই।-থানা তদন্ত রিপোর্ট তাং ১৪/০১/০৯ (কালীয়াকৈর থানা জিডি-৪৮২, ১৮/১২/০৮, গাজীপুর)

এতদসত্ত্বেও

এ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ১০৯ টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৫ টি মামলা ইতিমধ্যেই আদালত কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযুক্তরা অব্যাহতি ও খালাস পেয়েছেন। বাকী ২৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

হেযবুত তওহীদের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আদালত প্রদত্ত রায়ে চূড়ান্ত শাস্তি — ০ (শূন্য) জন।

এ পর্যন্ত মোট ৫৬২ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে জে.আই.সি ও পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে ১৩২ জনকে, কিন্তু বে-আইনী কিছুই পাওয়া যায়নি।

এতকিছুর পরেও হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের, হয়রানী ও নির্যাতন চলছে; যারা গত ১৪ বছরে একটিও আইন ভঙ্গ করেনি, একটিও অপরাধ করেনি।

একেই কি বলে আইনের শাসন?

আদালতের রায়ে এবং তদন্ত রিপোর্ট মোতাবেক হেযবুত তওহীদের অবস্থা যদি এই হয় তবে এর উপর এত নির্যাতন কেন চলছে? কারণ- একদিকে এসলাম বিদ্বেষীরা অবিশ্রান্ত অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, সন্ত্রাসী, গোপন দল ইত্যাদি। অন্যদিকে ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাশ্রেণী মিথ্যা প্রচার করছে যে, হেযবুত তওহীদ খ্রিস্টান; এই উভয় শ্রেণীর সম্মিলিত মিথ্যা প্রচারের ফলে জনমনে এবং প্রশাসনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে হেযবুত তওহীদ সত্যিই নিষিদ্ধ, সন্ত্রাসী, গোপন দল। যদিও হেযবুত তওহীদ এর কোনটিই নয়, এমনকি হেযবুত তওহীদ এর ১৪ বছরের জীবনে একটিও অপরাধ করেনি, একটিও আইন ভঙ্গ করেনি, এটা আদালতের রেকর্ড।

এই বিজ্ঞাপনটি ২০০৯ সনে দেশের অনেকগুলি প্রধান জাতীয় দৈনিক যেমন আমারদেশ (২৯ এপ্রিল), ইত্তেফাক (১ মে), সমকাল (৪ মে), যুগান্তর (৬ মে), আমাদের সময় (৮ মে) - সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এতে হেযবুত তওহীদের উপর প্রশাসনিক অন্যায়ের চিত্র তুলে ধরা হয়।

মাননীয় এমামুয্‌যামান

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্‌যামান করোটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ শাবান (লায়লাতুল বরাত) ১৩৪৩ হেজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ ২৭ ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, শেষ রাতে নানার বাড়িতে (টাঙ্গাইল শহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে করোটিয়ার নিজ গ্রামে। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হোয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্‌যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্ত্তি হন এইচ. এন. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হোয়েছিল এমামুয্‌যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্ত্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত কোরে ভর্ত্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ কোরে দ্বিতীয় বর্ষে কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন যা বর্ত্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কোলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। **আন্দোলনের এই চরম মুহূর্ত্তে তরুণ এমামুয্‌যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম।** উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান কোরেছিল যথা- মাহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্‌যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক অপেক্ষাকৃত ছোট একটি আন্দোলনে। আন্দোলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট হোলেও অনন্য শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ কোরেছিলো এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্‌যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান কোরেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। **অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের *(Special Assignment)* জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন।** এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্‌যমানের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রাজনীতির সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য কোরে অবসর সময় পার কোরতে থাকেন, যদিও কোন ব্যবসাতেই তিনি সফলতার মুখ দেখেন নি। আর সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। এই সময়ের শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন যা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয় এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রয়োগ কোরে জনগণকে এর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা কোরতে লাগলো। ইউরোপে উদ্ভুত এবং বিকশিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ শাসকরা জোর কোরে প্রাচ্যদেশীয় উপনিবেশগুলিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়েছিল, যদিও এটি এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মনোবৃত্তি

ও ধ্যান-ধারণার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি উপলব্ধি কোরতে ব্যর্থ হোয়ে পাকিস্তান সরকারও একই নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল। ফলে স্বভাবতই নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব হোতে লাগলো এবং এই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান আর সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল ঘোটে চোলল। এমামুয্যামান এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে এসে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং টাঙ্গাইল হোমিও মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৫৭ সনে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রী অর্জন শেষে নিজ গ্রামে চিকিৎসা শুরু করেন।

এমামুয্যামানের চাচাতো ভাই জনাব খুররম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোলে উক্ত আসনটি শূন্য হোয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। **মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত কোরে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হোয়ে যায়।** প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল এ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা *(Constituency)* পরিবর্ত্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে পরাজিত হন এবং নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। এরপর তিনি পুনরায় চিকিৎসার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করোটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। ১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপিয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। **মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্ত্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী?** কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লান্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে *(Super power)* সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত কোরে ফেলল, তাও আলাদা আলাদাভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্দ্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্ত্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত কোরেছিল। সেই পরশপাথর হোচ্ছে প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানব জাতির জন্য

নিয়ে এসেছিলেন। **এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হোলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দি পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার এসলামের সাথে বর্ত্তমানে এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হোচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই।** শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে প্রচলিত এসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হোয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মিল; ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি এসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বোদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হোয়ে গেল, তখন তিনি 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' নামে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেন যা ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পরপর স্বভাবতই বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামের ধারক বাহক মোল্লা শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা কোরে অপপ্রচার শুরু করে যে তিনি খ্রীস্টান হোয়ে গেছেন, পথভ্রষ্ঠ হোয়ে গেছেন। তারা মসজিদে মসজিদে খোতবা দিয়ে, ওয়াজ কোরে এমামুয্যামানের নামে বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। তারা এমন সব মিথ্যা কথা তাঁর নামে প্রচার কোরল যেগুলি কেবল ভিত্তিহীনই নয় নিতান্ত হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিক, যেমন তিনি ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে টাকা পান, তিনি ও তার অনুসারীরা পুবদিকে ফিরে সালাহ কায়েম (নামায) করেন, মৃতদেহকে কালো কাফন পরান ও বসিয়ে দাফন করেন ইত্যাদি, এমন কি এর চাইতেও জঘন্য মিথ্যাচার তারা চালাতে থাকে। পাশাপাশি তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়ে, প্রভাব খাটিয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত কোরতে চাপ প্রয়োগ করে। আশ্চর্য্যজনক হোলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোল্লাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং কোন রকম আত্মপক্ষ সমর্থন বা ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ না দিয়ে, এমনকি বইয়ের লেখক মাননীয় এমামুয্যামানকে পর্যন্ত না জানিয়ে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করে। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন।

এদেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমগুলো ঘোর এসলাম-বিরোধী। তাদের এই এসলাম-বিরোধী মনোভাবের প্রধান কারণ দীর্ঘ সময় ধোরে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের গোলামী করা যার ফলশ্রুতিতে সকল বিষয়ে শাসকদের অন্ধ-অনুকরণ করা তাদের চরিত্রে পরিণত হোয়েছে। বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভ কোরলেও তারা এখনও পশ্চিমা শাসকদের প্রভাব বলয় এবং মানসিক দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কোরতে পারেন নি, তাদের মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা এখনও খ্রীস্টান শাসকদের প্রতি অপরিসীম হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন। তাদের প্রভুরা যেহেতু এসলামের ঘোর বিরোধী, তাই এই মিডিয়াও এসলামের বিরোধী। তাই মোল্লাদের পাশাপাশি তারাও তাদের পত্র পত্রিকায় ও রেডিও টিভি ইন্টারনেটে গত ১৬ বছর যাবত এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের এই অপপ্রচার তাতে তারা পুরোপুরি সফলও হোয়েছে। হেযবুত তওহীদকে তারা মানুষের কাছে একটি জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী দল হিসাবে চিত্রিত কোরতে সমর্থ হোয়েছে। মোল্লা ও মিডিয়ার এই এক তরফা অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হেযবুত তওহীদের মত দরিদ্র আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে বিরোধীদের প্রচারিত মিথ্যাগুলিকেই সত্য বোলে বিশ্বাস কোরে থাকে। অথচ গত ১৭ বছরে এমামুয্যামানের কোন অনুসারীর দ্বারা একটি মাত্র আইনভঙ্গ বা একটি মাত্র অপরাধমূলক কাজে জড়িত হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে এডলফ হিটলারের গণসংযোগ মন্ত্রী ড: গোয়েবলস এর নীতি অবলম্বন কোরেছেন, যিনি বোলতেন, "একটি মিথ্যাকে যদি বহুবার এবং উপর্যুপরিভাবে প্রচার করা হয় তাহোলে লোকে সেই মিথ্যাকেই একসময় সত্য হিসাবে গ্রহণ কোরে নেবে।" ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা ও মিডিয়ার এই অবিশ্রান্ত অপপ্রচার দ্বারা এভাবেই হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কথা এখন সত্য হিসাবে গৃহিত হোয়ে গেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এগুলি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে তারা গত সতের বছরে এমামুয্যামানের অনুসারীদের

বিরুদ্ধে ২৮৪টি মামলা দায়ের কোরেছে, যদিও এতগুলি মামলার একটিতেও তারা এ আন্দোলনের একজনকেও আদালতে দোষী প্রমাণিত কোরতে পারে নি। ফলে কয়েকটি বিচারাধীন মামলা ছাড়া সব মামলাতেই তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হোয়ে মামলা থেকে অব্যহতি লাভ কোরেছেন।

১৯৯৮ সনে মাননীয় এমামুয্যামানের আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "দাজ্জাল? ইহুদি খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!" প্রকাশিত হয়। এ বইতে তিনি রসুলাল্লাহর হাদীস ও বাইবেলের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, বর্ত্তমান দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি ইহুদী খ্রীস্টান যান্ত্রিক, বস্তুবাদী 'সভ্যতা'ই বিশ্বনবী বর্ণিত একচক্ষু দানব দাজ্জাল। **বইটি ২০০৮ সনে বাংলাদেশে এটি ছিল সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই *(Bestseller)***। তাঁর রচিত অন্যান্য বইগুলি হোচ্ছে:

১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা

২. এসলামের প্রকৃত সালাহ

৩. জেহাদ, কেতাল, সন্ত্রাস

৪. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিশেষ অর্জন *(Achievements)*

চিকিৎসা

১. বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্যকর্ম

২. বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

শিকার

৩. বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

রায়ফেল শুটিং

৪. ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

রাজনীতি

৫. পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫)।

সমাজসেবা

৬. হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

শিল্প সংস্কৃতি

৭. নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

শেষ কথা

আল্লাহ অতীব দয়া কোরে তাঁর সত্যদীনের সঠিক রূপ এ যামানার এমাম, *The Leader of the Time* জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এমামুয্যামান যখন বুঝলেন, এসলামের যে রূপটি তাঁর হৃদয়ে উদ্ভাসিত হোয়েছে তা আল্লাহরই দান, এটাই হারিয়ে যাওয়া এসলাম যা ১৪০০ বছর আগে শেষ নবীর উপর নাযেল হোয়েছিল, তখন স্বভাবতই এই মহাসত্য নিয়ে বোসে থাকতে পারলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য একটি বই লিখে প্রকাশ কোরলেন। কালপরিক্রমায় আল্লাহ তাঁকে দিয়ে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন গঠন করালেন।

গত সতের বছর ধোরে আমরা, যামানার এমামের অনুসারীরা হ্যান্ডবিল বিতরণ কোরে, বই লিখে, সিডি বানিয়ে সেগুলি মেলায় মেলায়, হাটে-বাজারে, জনসমাগমে, বাসে, লঞ্চে, ট্রেনে, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টার, স্টিকার লাগিয়ে, মাইকিং কোরে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, ডিশ লাইনে ডকুমেন্টারি প্রচার কোরে, ওয়েব সাইটের মাধ্যমে, ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে এক কথায় আমাদের পক্ষে যতভাবে সম্ভব হোয়েছে আমরা মানুষকে আল্লাহর তওহীদের দিকে আহ্বান কোরছি। এই কোরতে গিয়ে আমরা দেখেছি আমাদের পক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের অনুসারীরা আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছে এই মহাসত্যকে স্তব্ধ কোরে দিতে, কিন্তু পারে নি। সতের বছরে আমাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মিথ্যা শব্দ লেখা হোয়েছে, মিথ্যা ফতোয়া দেওয়া হোয়েছে, বাড়িঘরে হামলা কোরে হত্যা করা হোয়েছে, পঙ্গু কোরে দেওয়া হোয়েছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে ভস্মীভূত কোরে দেওয়া হোয়েছে, কারাবন্দী করা হোয়েছে, রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হোয়েছে কিন্তু যামানার এমামের মাধ্যমে হেদায়াতের যে নূর আল্লাহ প্রজ্জ্বলিত কোরেছেন তাকে কেউ নির্বাপিত কোরতে পারে নি। পারবেও না এনশা'আল্লাহ। কারণ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এই সত্যকে উদ্ভাসিত কোরতে চান। ২০০৮ সনে ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে আল্লাহ মহাসম্মানিত এক মো'জেজার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, হেযবুত তওহীদের পরিণতি বিজয়; এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর সত্যদীন সমগ্র দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা কোরবেন। তাঁর অভিপ্রায়কে রুদ্ধ করার কেউ নেই।

"প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব কোরতে পারবে না এবং ত্বরাও কোরতে পারবে না।" (সূরা আরাফ ৩৪)

এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান, *The Leader of the Time* জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার শুরুতেই সিদ্ধান্ত নেন যে এর কোন কর্মকাণ্ড গোপন থাকবে না এবং এই আন্দোলনের কেউ কোন আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ কোরবে না। এই নীতিগুলি মেনে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই আন্দোলনের সদস্য-সদস্যারা মোসলেম নামক এই জনসংখ্যাটিকে বোলছেন যে, "মোসলেম হওয়ার পূর্বশর্ত্ত যে তওহীদ তা থেকে তোমরা বিচ্যূত হোয়ে গেছো, যে উদ্দেশ্যে রসুলাল্লাহ ১৪০০ বছর আগে উম্মতে মোহাম্মদী সৃষ্টি কোরেছিলেন তোমরা সেই উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছো। আল্লাহর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান কোরে তোমরা মানবতার মহাশত্রু ইহুদী-খ্রীস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালের পদানত গোলামে পরিণত হোয়েছ। এ জন্যই বিশ্বময় আজ তোমাদের এই হীনতা। এই দুর্দশা থেকে তোমাদের মুক্তির একমাত্র পথ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া।"

এই কথা বোলতে গিয়ে তিনি ও তাঁর অনুসরীরা সমাজের দু'টি শ্রেণীর প্রবল বাধার সম্মুখীন হোয়েছেন। প্রথমত, যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম নামধারী শ্রেণীটি, যারা ধর্মকে তাদের উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কোরেছেন, এবং দ্বিতীয়ত, এসলাম বিদ্বেষী শ্রেণীটি যাদের হাতে রোয়েছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলি। এই উভয় শ্রেণীর অবিশ্রান্ত অপপ্রচারে প্রভাবিত হোয়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসন পর্যন্ত। ফলে হেযবুত তওহীদের উপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় সামাজিক ও প্রশাসনিক নির্যাতন। গত ১৭ বছরে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হোয়েছে ২৮৪ টি মিথ্যা মামলা। কিন্তু কোন একটি মামলাতেও আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের একজন কর্মীরও কোন অপরাধ বা আইনভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পুলিসের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালত তাদেরকে নির্দোষ ঘোষণা কোরছেন, অপরদিক দিয়ে সেই পুলিসই আবার তাদেরকে গ্রেফতার কোরে জেলে পুরছে, রিমান্ডের নামে চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। গ্রেফতার, নির্যাতন ও মুক্তির এই চক্রাবর্ত্তে আটকে গেছে হেযবুত তওহীদ।

এই অনর্থক হয়রানী রোধকল্পে যামানার এমাম সরকারকে একটি সমঝোতায় আসার প্রস্তাব দেন এবং আরও বেশ কিছু চিঠিতে হেযবুত তওহীদের সকল তথ্য সরকারকে অবগত কোরে এর থেকে সন্দেহমুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু সরকার এতে সাড়া দেন নাই। ক্রমান্বয়ে দমন-পীড়ন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমামুয্যামান যখন সরকারকে প্রথম চিঠিটি পাঠান তখন আন্দোলনের বয়স ছিল ১৩ বছর এবং মামলার সংখ্যা ছিলো ৯০টি। তার পরে মাত্র চার বছরে যোগ হোয়েছে ১৯৪টি মামলা। তাঁর চিঠিগুলিতে যামানার এমামের সুমহান ব্যক্তিত্ব, সত্যের প্রতি অবিচলতা, হেযবুত তওহীদের ন্যায়-নিষ্ঠতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, পাশাপাশি দেড় যুগ ধোরে হেযবুত তওহীদের উপর যে বিভৎস অন্যায় ও নির্যাতন চোলছে তারও একটি সুস্পষ্ট চিত্র মূর্ত্ত হোয়ে ওঠে।

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড (পুস্তক ভবন), বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল # ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১

ওয়েবসাইট # www.hezbuttawheed.com

ISBN: 978-984-33-5339-8